চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 110 Wednesday, 22 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১১০ সংখ্যা ❋ ৭ চৈত্র, ১৪২৯, বুধবার, ২২ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি অধীরের

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ** চলতি মাসের মধ্যে আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ড লিঙ্ক না করলে বাতিল হবে প্যান কার্ড। অথচ এই লিঙ্ক করাতে খরচ পড়ছে ১ হাজার টাকা। সরকারের তরফেই আধার-প্যানের লিঙ্কের খরচ ১ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। ফলে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হয়েছে সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতি থেকে সাধারণ মানুষকে কিছুটা রেহাই দিতে তৎপর হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী। আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক বিনামূল্যে করানো ও সময়সীমা আরও ৬ মাস বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন তিনি। আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক নিয়ে ২১ মার্চ, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া যায় না। এর উপর আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক করানোর খরচ বাবদ ১ হাজার টাকা সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে অতিরিক্ত। তাই অর্থ মন্ত্রককে বিষয়টি বিবেচনা করার আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। সাধারণ মানুষের উপর থেকে অতিরিক্ত বোঝা কমানোর জন্য আধার ও প্যান কার্ড বিনামূল্যে লিঙ্ক করানোর ব্যবস্থা করারও আবেদন জানিয়েছেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ। পোস্ট অফিসগুলিতে এই পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করারও আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি আধার-প্যান কার্ড লিঙ্কের সময়সীমা আরও ৬ মাস বাড়ানোর আবেদনও জানিয়েছেন অধীর চৌধুরী। প্রসঙ্গত, আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ডের লিঙ্ক করা একপ্রকার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে কেন্দ্র। লিঙ্কের শেষ সময়সীমা দেওয়া হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০২৩। এই সময়ের মধ্যে আধার-প্যান লিঙ্ক না হলে প্যান কার্ড বাতিল হবে বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে, বর্তমানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিভিন্ন জীবন বিমা থেকে সম্পত্তি, এমনকি ৫০ হাজার টাকার উপরে গয়না বা অন্য কিছু কিনতে গেলেও প্যান কার্ড আবশ্যক। ফলে প্যান কার্ড বাতিল হয়ে গেলে হয়রানি যে আরও বাড়বে, তা বলা বাহুল্য। তাই অবিলম্বে আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক করাতে তপর হয়েছে সাধারণ মানুষ। যদিও দু-তিন বছর আগে থেকেই আধার-প্যান লিঙ্কের কথা বলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। কিন্তু, করোনা মহামারী সহ একাধিক কারণে এতদিন লিঙ্কের শেষ সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছিল। তবে এবার একেবারে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

## তিহাড়েই 'ঠাঁই কেষ্টর

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ** শেষ পর্যন্ত তিহাড়েই ঠাঁই হতে চলেছে বীরভূমের একসময়ের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলের। গরু পাচার মামলায় মঙ্গলবার অনুব্রতকে ১৩ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। দোলের দিন দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে ইডি-র হেডকোয়ার্টারে জেরা চলছিল তাঁর। এবার আদালতের নির্দেশে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জেলে। গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত। সিবিআই-এর মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর দীর্ঘ কয়েক মাস আসানসোল সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন তিনি। পরে আদালত অনুমতি দেওয়ায় তাঁকে দিল্লি নিয়ে যায় ইডি। আপাতত ১৩ দিন তিহাড় জেলেই থাকতে হবে অনুব্রতকে। আগামী ৩ এপ্রিল ফের রয়েছে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। বর্তমানে তিহাড় জেলে রয়েছেন তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ও তাঁর হিসাব রক্ষক মণীশ কোঠারি। রয়েছেন এই মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্ত এনামুল হকও। এদিন আদালতে কার্যত বিধ্বস্ত দেখায় তাঁকে। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে একটা কথাও বলেননি তিনি। আগের মতো এদিনও এদিন সবুজ পাঞ্জাবী পরে আদালতে যান তিনি। পায়ে ছিল হলুদ-কালো রঙের হাওয়াই চপ্পল। আদালতে বসে তিনি পুলিশকে বলেন তাঁর হাঁটতে গেলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নিজের ইনহেলার সঙ্গে নিতে চান বলেও জানান তিনি। এদিন বন্ধ দরজার অন্দরে হয় শুনানি।

## আবারও সুপ্রিম কোর্টে পিছল ডিএ মামলার শুনানি

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ** এই নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য পিছল ডিএ মামলা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল এই মামলার। অন্য মামলার চাপে এদিনও পিছল ডিএ মামলার শুনানি। ১১ এপ্রিল শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এদিন বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের এজলাসে শুনানির কথা থাকলেও আগামী মাসে তার শুনানি হবে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে মাস চারেক আগে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন এই পিটিশন দাখিল করে। গত জানুয়ারি মাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও সুপ্রিম কোর্টে তা পিছিয়ে যায়। মামলায় রাজ্যের তরফে যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে ত্রুটি ছিল বলে পিছিয়ে যায় বলেই তখন জানা গিয়েছিল। সেই সময় ১৫ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়। সেই শুনানিও হয়নি। সে সময় বলা হয়েছিল, ১৫, ১৬ তারিখ অন্য মামলায় চাপ আছে। এরপর ঠিক হয় ২১ মার্চ শুনানি হবে। আজ ২১ মার্চ সেই শুনানিও পিছিয়ে গেল। এদিকে ডিএ-র দাবিতে ৫২ দিন ধরে ধর্মতলায় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ করে আন্দোলন করছেন সরকারি চাকুরিজীবীরা। ৪০ দিন ধরে চলছে অনশন। তাঁদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হল। এক মামলাকারী বলেন, ''কোর্টের মামলা একটা অংশ। আমরা তো কোর্টের মামলার জন্য আন্দোলন করছি না। আমাদের আরও দু'টো দাবি আছে। স্বচ্ছভাবে নিয়োগ ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করতে হবে। দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে। কোর্টও চলবে, আমাদের লড়াইও চলবে।'' আরেক আন্দোলনকারীর কথায়, ''আমরা কোর্টের রায় নিয়ে আশায় ছিলাম সেটা একটা দিক। কিন্তু আমাদের আরও দাবিও আছে। আন্দোলন চলবেই। একটি সংগঠন কোর্টে মামলা করেছিল। কিন্তু এখন আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে ৬০টি সংগঠন একত্রিত হয়েছি। সেখান থেকেই এই যৌথমঞ্চ।'' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''সবপক্ষের আইনজীবীই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আদালতের নিজস্ব ব্যস্ততার জন্য শুনানি হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে এই ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ গুরুত্বপূর্ণ কোনও মামলা সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ শুনছে। সেই কারণে আমাদেরটা শুনতে পারলেন না।''

## 'বাইসেপ-ট্রাইসেপ এমনিতেই হয়ে যাবে'

### তীব্র কটাক্ষ বিচারপতির!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ** এবার সিবিআইয়ের উদ্ধার করা ওএমআর এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল গ্রুপ সির চাকরিহারারা। গ্রুপ সি মামলার চাকরি হারানো ৮৪২ জনের একাংশ এই মামলা করেছেন। মামলাকারীদের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন, ''মন্ত্রী-আধিকারিকরা জেলে আছেন। আমাদেরও জেলে পাঠিয়ে দিন, উপোস করতে হবে না। ওখানে তো খাবার দেয়।'' চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, ''এই ওএমআর যে আমাদের ওএমআর সেটা কে নিশ্চিত করল? এখন তো বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে এই ধরনের নথি বিকৃত করা যায়। আমাদের ওএমআর যে বিকৃত করা হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়?'' ''এই ওএমআর-গুলি তো এনওয়াইসিএ-র অফিস থেকে উদ্ধার হয়নি, এগুলি তো তাদের এক প্রাক্তন কর্মীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। এর যথার্থতা কে মূল্যায়ন করল?'' ডিভিশন বেঞ্চের কাছে প্রশ্ন চাকরিহারাদের। এদিন শুনানি চলাকালীন ঠাট্টার ছলে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার বলেন, ''এই মামলার নথির যা ওজন তাতে দেহের ওপরের অংশের জন্য আলাদা করে কোনও ব্যায়াম করতে হবে না, বাইসেপ- ট্রাইসেপ, কাঁধের ব্যায়াম এমনিতেই হয়ে যাবে। একটু হাঁটাহাঁটি করলে পায়ের ব্যায়ামটা হয়ে যাবে।'' মামলায় সওয়াল করে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''এই ডিভিশন বেঞ্চ তার রায়ে জানিয়েছিল যে এটা একটা পাবলিক স্ক্যাম। আদালতের এই নির্দেশ কোথাও চ্যালেঞ্জ হয়নি। কেউ এগিয়ে এসে বলেননি যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গলদ ছিল।

আদালতের চাপে সব তথ্য বাইরে আসছে।' তিনি আরও বলেন, ''মামলাকারিরা প্রশ্ন তুলছেন যে আপনারা যে ওএমআর আপলোড করেছেন সেগুলি জেপিজি ফরম্যাটে আছে, যেগুলি বিকৃত করা সম্ভব। এ বিষয়ে আপনাদের কি বলার আছে? সিবিআইয়ের দেওয়া রেকর্ড আপনারা কিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করলেন?'' এই মর্মে কমিশনকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি তালুকদার। আদালতে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানায়, ''নথি সবসময়ই বিকৃত করা সম্ভব, কিন্তু প্রশ্ন হল সেটা করা হয়েছে কিনা? সিবিআই আমাদের যে নথি দিয়েছে সেটা আমরা খতিয়ে দেখে তারপর আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা ভুল আগে হয়েছে সেটা আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করছি।'' আদালত এই মামলায় সিবিআইকে পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছে। আগামিকাল ফের মামলার শুনানি।

## ১০ কোটি টাকা চেয়ে হুমকি ফোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে

**নাগপুর, ২১ মার্চঃ** ফের হুমকি ফোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়িকে। এবার ১০ কোটি টাকা চেয়ে হুমকি ফোন এল কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির বাড়ি এবং নাগপুরের অফিসে। টাকা না দিলে পরিণতি খুব খারাপ হবে বলেও ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে এই হুমকি ফোন আসার পরই নিরাপত্তা বাড়ানো হল নীতিন গড়কড়ির বাড়ি ও অফিসে। জানা গিয়েছে, এদিন একযোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির বাড়ি এবং নাগপুরের অফিসে হুমকি ফোন আসে। নাগপুর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (জোন-২) রাহুল মাদানে জানান, নাগপুরে সিটি অরেঞ্জ হাসপাতালের বিপরীতে নীতিন গড়কড়ির জনসংযোগকারী অফিসে মোট তিনটি ফোন আসে। যার মধ্যে দুটি ফোন আসে সকালে এবং তৃতীয় ফোনটি আসে দুপুর ১২টা নাগাদ। এক ব্যক্তি ফোন করে ১০ কোটি টাকার দাবি জানায়। টাকা না দিলে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। মন্ত্রীর অফিসে হুমকি ফোন আসার পরেই নীতিন গড়কড়ির বাড়ি ও অফিসের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি। যদিও কে ফোন করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। নাগপুর সিটি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ১৪ জানুয়ারিও নাগপুরে নীতিন গড়কড়ির জনসংযোগকারী অফিসে একটি হুমকি ফোন এসেছিল। সেবার ফোনের ওপারে থাকো ওই ব্যক্তি নিজের নাম হিসেবে জানিয়েছিল পূজারী এবং নিজেকে দাউদ ইব্রাহিমের দলের সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ১০০ কোটি টাকার দাবি জানিয়েছিল। যদিও, কর্ণাটকের বেলাগাভির হিন্দালগা জেলে বন্দি পূজারী। একটি খুনের মামলায় সে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ফোনে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় জড়িত থাকার কথা সে অস্বীকার করেছে।

# কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধরনায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ** কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবার ধরনায় বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দমদম বিমানবন্দর থেকে ওড়িশ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। তার আগে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রাস্তা, আবাসন-সহ ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। আগামী ২৯ তারিখ দিল্লিতে আম্বেদকর মূর্তির সামনে ধরনায় বসব।'' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এবারেরও বাজেটে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। আবাসন-রাস্তার টাকা দেয়নি। ১২ হাজার নতুন রাস্তা আমরা করছি। নিজেদের টাকা দিয়ে করছি। আমরা রাস্তা বাবদ, ১০০ দিনের কাজ এবং আবাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি

টাকা পাই। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৬ মাস আগে দেখা করে এসেছি। অমিত শাহ কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁকেও আমি বলেছি। তাঁদের সবাইকে বারবার চিঠি লেখা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দেখতে পাচ্ছি, বিজেপির কথায় কিছু টিম পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'' মমতা বলেন, ''কিছু না থাকলেও সিবিআই, ইডি চলে আসছে। মনে হচ্ছে সিবিআই-এর ডিরেক্টর বিজেপির প্রেসিডেন্ট। আর ইডিরও প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছে ওরা। এভাবেই দেশ চলছে! ১০০ দিনের কাজ গরিব মানুষের কাজ। আমি চিরদিন গরিব মানুষদের জন্য লড়াই করেছি।'' তিনি আরও বলেন, ''১০০ দিনের কাজ, আবাসন প্রকল্প, রাস্তার কাজ, গরিব মানুষদের এখনও ৭ হাজার কোটি টাকা বাকি আছে। কাজ করার পরেও টাকা দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাকে বঞ্চনা করার জন্য আগামী ২৯ তারিখ আমি ধরনায় বসব। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আম্বেদকর মূর্তির সামনে ধরনায় বসব। ৩০ তারিখ সন্ধ্যা বেলায় শেষ করব। তারপরে আমরা ব্লকে ব্লকে যাব।'' উল্লেখ্য লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী জোটের সলতে পাকাতে গত সপ্তাহেই কলকাতায় এসেছিলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। এরপরেই আজ দুপুরেই ওড়িশা দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী জোটের পালে হাওয়া লাগানোর কৌশল বলেই তাঁর ওড়িশা সফরকে ধরা হচ্ছে। কারণ এই সফরে আগামী বৃহস্পতিবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে বৈঠক করবেন মমতা। এই সফরে আগামীকাল বিকালে মমতা পুজো দেবেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। তার পর বৃহস্পতিবার বিকালে বিজু জনতা দলের প্রধান নবীনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই বৈঠকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে জগন্নাথের ভক্ত বলে এর আগে একাধিকবার জানিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে কালীপুজোয় দেখা যায় পুরীর মন্দিরের দয়িতাপতিদের। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দারুণ। অতি সম্প্রতি কলকাতায় মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশও। সেখানে বিরোধী জোট নিয়ে বৈঠক হয় তাঁদের মধ্যে। সূত্রের খবর, বিজেপি এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃতীয় জোটের সম্ভাবনা মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। তবে নবীন তাতে সাড়া দেবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ কোনও জোটেই যেতে আগ্রহী নয় বলে এ যাব দাবি করে আসছে বিজু জনতা দল। আবার অতীতে একাধিক বার সংসদে বিল পাসের সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পাশেও থাকতে দেখা গিয়েছে তাদের। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য জানিয়েছেন, ''ইউনাইটেড মিট নয়। আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি যাচ্ছি দেখা করতে।'' তবে বিজু জনতা দল শুধু নয়, সমাজবাদী পার্টি, এমনকি আম আদমি পার্টিও সুবিধে মতো তৃতীয় জোটের ধারণা উস্কে দিয়েছে। ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রধান, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-ও তৃতীয় জোটের পক্ষে সওয়াল করছেন দীর্ঘ দিন ধরে।

## শুক্রবার করে মমতার জেলাওয়াড়ি বৈঠক, অভিষেকের জেলা সফর

### পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি তুঙ্গে তৃণমূলের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ** পঞ্চায়েত প্রস্তুতিতে জোড়া পদক্ষেপ তৃণমূলের। একদিকে সপ্তাহে শুক্রবার করে জেলাওয়াড়ি বৈঠক মমতার। অন্যদিকে টানা জেলা সফর সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেকের। দুর্নীতির অভিযোগ, সংখ্যালঘু ভোটের মুখ ফেরানো নিয়ে জল্পনা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিরোধীদের অলিখিত আঁতাতের সম্ভাবনা সব মিলিয়ে পঞ্চায়েতের আগে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে শাসক তৃণমূল। সংগঠনকে সাজাবেন খোদ মমতা, আর জেলায় জেলায় যেখানে বিরোধী দলগুলোর প্রভাবে রয়েছে, সেই সব জায়গায় এখন থেকেই ম্যারাথন প্রচারে নামছেন অভিষেক। পঞ্চায়েত ভোটের আগে, পিছিয়ে পড়া জায়গাতেই জোর তৃণমূল কংগ্রেসের। পিছিয়ে থাকা জেলা দিয়েই এপ্রিল জুড়ে সভা শুরু করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, আরামবাগের মতো জায়গাকে প্রথম পর্যায়েই বেছে নেওয়য়ার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের জোরালো উপস্থিতিকেই মানদণ্ড করেছেন অভিষেক। ৮ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার, ১২ এপ্রিল বাঁকুড়া এবং ১৭ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানে, ২০ এপ্রিল উত্তর দিনাজপুর, ও ২৯ এপ্রিল আরামবাগে সভা করবেন অভিষেক। খতিয়ে দেখলে এই সব জায়গাতেই রক্তক্ষরণ অব্যাহত তৃণমূলের। এই সব জায়গায় লোকসভা ও বিধানসভায় খারাপ ফল হয়েছিল তৃণমূলের। দলীয় রিপোর্টে বারে বারে উঠে এসেছে এই সব এলাকার সংগঠনের হাল। প্রথমেই ধরা যাক আলিপুরদুয়ার। এই জেলায় বিজেপির প্রভাব ও উপস্থিতি বেশ জোরালো। অন্যদিকে শাসক দলে রয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দীর্ঘ ছায়া। নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিদিনের কলহ। তাই নজর দেওয়া জরুরি পঞ্চায়েতের আগে। এর পর বাঁকুড়া। এই জেলায় বিজেপির সংসদ রয়েছে। রয়েছে নীচুতলায় সংগঠনও। জঙ্গলমহলের অংশে রয়েছে আরএসএস-এর দীর্ঘ দিনের উপস্থিতি। পূর্ব বর্ধমান বাঁকুড়ার চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকলেও কালনা, কাটোয়া বর্ধমান শহর সর্বত্র বিজেপির পাশাপাশি জোরালো সংগঠন রয়েছে বামেদের। সম্প্রতি অঘোষিত আঁতাতের যে ছবি সাগরদীঘিতে ধরা পড়েছে তার অনুরূপ সম্ভাবনার আদর্শ জায়গা হতে পারে পূর্ব বর্ধমান জেলা। এ ছাড়া উত্তর দিনাজপুর জেলায় রয়েছে দলে অসংখ্য সমস্যা। এই সব জেলায় সাম্প্রদায়িক সমস্যাও রয়েছে। বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা আব্দুল করিম চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে নানা মন্তব্যে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন। এই জেলারই সংখ্যালঘু যুব মুখকে সম্প্রতি দলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি করেছে তৃণমূল। একদা কংগ্রেসের গড় এই জেলাকে এখন থেকেই শক্ত হাতে ধরতে চাইছে শাসক দল। তাই এই জেলাও অভিষেকের সভার তালিকায়। তেমনিই আরেক স্থান আরামবাগ। আগের থেকে বিজেপির প্রভাব এই অংশে বেশ কিছুটা কমলেও শাসক দলকে পিছু তাড়া করা শিক্ষা দুর্নীতির আঁতুর ঘর এই হুগলি। তাই আরামবাগকে বেছে নিয়েছেন অভিষেক। আপাতত শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিকে সামনে রেখেই ক্ষত মেরামতে শাসক শিবির। অভিষেকের সভাস্থল নির্বাচন সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে।

## সিভিক ভলান্টিয়ারের ভূমিকা কী? গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ** সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিল আদালত। মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের আইজি-কে এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আগামী ২৯ মার্চের মধ্যে গাইডলাইন তৈরি করে আদালতে জমা দিতে হবে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কী ভূমিকা? তা জানতে চায় আদালত। শুধু তাই নয়, কোন কোন কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা হয়, তাও রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছেন বিচারপতি মান্থা। উল্লেখ্য, সরশুনা থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে সেই যুবক নিখোঁজ। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হন যুবকের পরিবার। যুবকের পরিবারের দাবি, সেই সময় তাদের বাড়িতে পুলিশ গেলেও, সঙ্গে ছিল দুইজন সিভিক ভলান্টিয়ার। ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ারই যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পরিবারের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলাটি উঠেছিল। সেই মামলার শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী এদিন আদালতে আমতার আনিস খানের মৃত্যুর ঘটনাতেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। উল্লেখ্য, আমতার ছাত্র নেতা আনিস খানের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছিল সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে। আতসকাঁচের তলায় ছিল পুলিশের ভূমিকাও। রাতের বেলা পুলিশি তল্লাশির সময় ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল আনিসের। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও আদালতে স্বীকার করে নিয়েছিলেন আনিস কাণ্ডে পুলিশি গাফিলতির কথা। অ্যাডভোকেট জেনারেলের দাবি ছিল, পড়ে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে আনিসের। পুলিশের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁকে মারার। তবে যেভাবে আনিসের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছিল, সেটিও ঠিক ছিল না বলেই আদালতে জানিয়েছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল।

## পেশায় মডেল, আবার কামারহাটি পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার! ইডি নজরে অয়ন বান্ধবী শ্বেতা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ** দুর্নীতির তালিকায় তাঁর নামটা নতুন সংযোজন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধেই যা যা কীর্তির অভিযোগ সামনে আসছে, তা জোচ্চুরির দৌড়ে পিছনে ফেলে দেবে কুন্তল-শান্তনুকে। তিনি পেশায় একজন প্রোমোটার। অথচ প্রতারণার সিঁড়ি বেয়ে কোথায় হাত নেই তাঁর। পুরসভা, স্কুল, টলিউড-সবেতেই তাঁর হাত। এতদিন পর্যন্ত দুর্নীতিতে যাঁদের নাম উঠে এসেছে, তাঁদের 'গ্ল্যামারের' ছটা চোখ ধাঁধিয়েছে আম জনতার। এবার নাম উঠে আসছে অয়ন শীলের বান্ধবী শ্বেতা চক্রবর্তীর। তাঁরও গ্ল্যামারের ছটা চোখ টেনেছে সকলের। অয়ন শীলের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী শ্বেতা চক্রবর্তীর বাড়ি নৈহাটি জেলাপাড়াতে। কামারহাটি পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকরি করতেন শ্বেতা। বাবা প্রাক্তন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী। গত ২০১৭ সাল থেকে অয়ন শীলের সঙ্গে পরিচয় শ্বেতা চক্রবর্তী। জানা যাচ্ছে, অয়ন শীলের স্ত্রীর সুবাদেই মডেল শ্বেতার সঙ্গে পরিচয় হয় অয়নের। অয়ন শীল পেশায় প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা করেন। অয়ন শীলের প্রোমোটিংয়ের ব্যবসার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন শ্বেতা। ইডির তদন্তে দেখা গিয়েছে শ্বেতার একটি গাড়ি কেনার সময় বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন অয়ন। সেই সূত্র অনুযায়ী ইডি আধিকারিকেরা শ্বেতাকে তলব করেছে ইডি দফতরে। শ্বেতার বাড়ি নৈহাটির জেলাপাড়াতে। সেখানে গিয়ে

দেখা গেল, বাড়ির দরজা জানালা সকাল থেকে বন্ধ। তবে অত্যুৎসাহী প্রতিবেশীদের জটলা পাড়ার গলিতে। সাংবাদিকদের দেখে অনেকেই সরে গিয়েছেন। অনেকে আবার বলেছেন, শ্বেতার চলাফেরা, হাবভাবের কথা। প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ একটা এসইউভি গাড়ি এসে দাঁড়াত শ্বেতার বাড়ির সামনে। রোজই 'ফিটফাট' হাতে ল্যাপটপ ব্যাগ নিয়ে সেই গাড়িতে উঠে চলে যেতেন শ্বেতা। শ্বেতার পরিবার স্বচ্ছল। তিনি নিজেও শিক্ষিত। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন শ্বেতা। বর্তমানে কামারহাটি পৌরসভায় ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর কামারহাটি পৌরসভার পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, ''২০১৬ সালে কামারহাটি পৌরসভার সিভিল ইঞ্জিনিয়র পদে যোগদান করেন শ্বেতা চক্রবর্তী। অফিসের কাজ ছাড়া শ্বেতার সঙ্গে কোনওরকম কোন কথাবার্তা হত না। অয়ন কাজের সূত্রে একবার কামারাহাটি পৌরসভায় এসেছিলেন, যদি আগে জানতাম এই ধরনের ঘটনা হবে তাহলে নিয়োগই করতাম না। এই ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। সরকারি পদ্ধতি মেনে যা ব্যবস্থা নেওয়ার, সেটা নেওয়া হবে।'' নৈহাটির বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন শ্বেতা। আর তাঁর এক ভাই রয়েছে। তিনি কল্যাণীতে থাকেন। জানা যাচ্ছে, এই শ্বেতাই একপ্রকার অয়নের সমস্ত কাজ দেখভাল করতেন। প্রোমোটারির ব্যবসাও সামাল দিতেন। ইতিমধ্যেই শ্বেতার সঙ্গে অয়ন শীলের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাতে মোটা অঙ্কের লেনদেনও হয়েছে বলে খবর। এছাড়া ইডি-র তদন্তে বেশ কিছু জায়গায় ফ্ল্যাটের হদিস মিলেছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, অয়ন শীলের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর আগেই সে খবর পেয়েছিলেন এক বান্ধবী। তাই আগের রাতেই অয়নকে মেসেজ করে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'ইডি রেড করতে পারে, জিনিসপত্র সরাও...' তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই শ্বেতারও হাত অনেক দূরই লম্বা। তবেই সেই বান্ধবীই শ্বেতা কিনা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। তবে শ্বেতার পাড়ার প্রতিবেশীরা ভাবতেই পারছেন না, এত সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মেয়ে কীভাবে এই দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়লেন? এলাকাতেই চলছে কানাঘুষো, 'লোভে পাপ আর পাপে।'

## কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের তোপ খাড়গের, বললেন রাহুল গান্ধী ক্ষমা চাইবেন না

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য বিজেপি 'চাপ' দিতে থাকলেও রাহুল গান্ধী ক্ষমা চাইবেন না। জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। একইসঙ্গে ইন্টারপোলের রেড নোটিশের তালিকা থেকে মেহুল চোকসির নাম বাদ দেওয়ায় কেন্দ্রের নিন্দা করেছে কংগ্রেস।মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, রাহুল গান্ধী ক্ষমা চাইবেন না। আমরা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বারবার একই দাবি জানাতে থাকব। আসলে মূল বিষয় থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সবটাই। আমাদের দূতাবাসে হামলা হচ্ছে, কিন্তু তারা এ সব হামলার নিন্দা জানাতে কিছু বলছে না। এই মানুষজন মেহুল চোকসিকে সুরক্ষা দিয়েছিল এবং এখন দেশভক্তি নিয়ে কথা বলছে।

## নভরোজ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি,২১ মার্চঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নভরোজ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,নভরোজ মুবারক! এই পবিত্র ক্ষণে আপনাদের সকলের জীবনে আনন্দ নেমে আসুক এবং আপনারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোন। নতুন এই বছর আপনাদের জীবনে আরও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এবং আমাদের সমাজে ঐক্যবদ্ধ থাকার ভাবনা প্রসারিত হোক।

## সংগঠন নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে দলের অস্বস্তি বাড়ালেন অর্জুন সিংহ

বারাসত, ২১ মার্চ ঃ সংগঠন নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে দলের অস্বস্তি বাড়ালেন সাংসদ অর্জুন সিংহ। সপ্তাহের শুরুর দিনে আমডাঙার সভায় বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহ বলেন, দিদিমণি সব গটআপ করে দিয়েছেন, এর কোনও উত্তর আমরা দিতে পারছি না।আমডাঙার সভায় বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহ বলেন,'বিরোধীরা বলছে, বাবুল সুপ্রিয় মন্ত্রী ছিলেন, তৃণমূলে এসেও মন্ত্রী হয়েছেন। দিদিমণি সব গটআপ করে দিয়েছেন, এর কোনও উত্তর আমরা দিতে পারছি না।'অর্জুন সিংহ আরও বলেন,' বিরোধীরা আমাদের থেকে প্রচারে এগিয়ে আছে। আর আমরা এগিয়ে আছি দলেরই নেতাদের কোণঠাসা করতে। শাসকদল হয়েও সাগরদিঘিতে ১৭টি বুথে তৃণমূলের এজেন্ট ছিল না। কারণ আমাদের ওভারকনফিডেন্স ছিল, আমরা জিতে যাব। আমরা ক্ষমতায় আছি, পুলিশ আমাদের কথা শুনবে। এই ওভারকনফিডেন্স ২০০৮ সালে বামেদেরও এসেছিল। আমডাঙাতেও আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে। ত্রুটি ঠিক না করতে পারলে ২০২৪-এর ভোটে তার ফল ভুগতে হবে।'

## প্রয়াত হ্যারি পটার খ্যাত তারকা পল গ্রান্ট, মৃত্যুর কারণ অজানা থেকে গেল

লন্ডন, ২১ মার্চ ঃঅকালেই প্রয়াত হয়েছেন হ্যারি পটার খ্যাত তারকা পল গ্রান্ট। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে জীবনাবসান হল পলের। হ্যারি পটারে গবলিন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পল। এছাড়াও স্টার ওয়ার্স-সহ নানা হলিউড ছবিতে অভিনয় করেছেন পল গ্রান্ট। গত ১৬ মার্চ লন্ডনের এক রেল স্টেশনে অবচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় পলকে।সেখান থেকে অভিনেতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পলকে ব্রেন ডেড ঘোষণা করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। ১৯ মার্চ পলের পরিবার তাঁর লাইফ সাপোর্ট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অভিনেতার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানায়নি অভিনেতার পরিবার।

## দিল্লির বাজেট আটকানোর জন্য ষড়যন্ত্র করছে বিজেপিঃসৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ দিল্লির বাজেট আটকানোর জন্য ষ।যন্ত্র করছে বিজেপি। বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় মুখপাত্র সৌরভ ভরদ্বাজ। সৌরভ মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন, দিল্লির বাজেট আটকানোর জন্য ষড়যন্ত্র করেছে কেন্দ্র ও বিজেপি। তিনি আরও বলেছেন, এটি অগণতান্ত্রিক যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরা জাতীয় রাজধানীর জন্য বাজেট ব্যয় নির্ধারণ করছে।দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় আপ-এর জাতীয় মুখপাত্র সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, দিল্লির বাজেট আটকানো হয়েছে, তা একেবারেই লজ্জাজনক। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের সামনে আমাদের নিয়ে তামাশা করছে। এটা লজ্জাজনক যে কেন্দ্র একটি ছোট রাজ্যের বাজেট বন্ধ করে দিচ্ছে।

## এই নিয়ে তৃতীয়বার, দিল্লি আবগারি মামলায় ফের ইডি-র মুখোমুখি কে কবিতা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় আবারও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মখোমুখি হয়েছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেত্রী তথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর মেয়ে কে কবিতা। এই নিয়ে তৃতীয়বার ইডি-র মুখোমুখি হয়েছেন কে কবিতা। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা ইডি-র দফতরে চলে যান বিআরএস এমএলসি কে কবিতা। অতীতে ব্যবহৃত সমস্ত মোবাইল ফোন এদিন ইডি-র কাছে জমা দিয়েছেন কে কবিতা। প্রসঙ্গত, এর আগে সোমবার (২০ মার্চ) ১০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে কে কবিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি।ইডি-কে লেখা একটি চিঠিতে কে কবিতা জানিয়েছেন, আপনাদের সামনে বারবার উপস্থিতির ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতির জন্য এবং যথাযথ সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদান হিসেবে আমি অতীতে ব্যবহৃত সমস্ত ফোন জমা দিচ্ছি, যা আমি অতীতে ব্যবহার করেছিলাম। কে কবিতা আরও লিখেছেন, এই ফোনগুলি আমার অধিকার এবং কোনও রকম বিতর্ক ছাড়াই জমা দেওয়া হচ্ছে।উল্লেখ্য, ৪৪ বছর বয়সী কে কবিতাকে এর আগে গত ১১ মার্চ ও ২০ মার্চ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি, প্রথম দিন প্রায় ৯ ঘন্টা ইডি-র দফতরে ছিলেন তিনি। আর ২০ মার্চ, সোমবার ১০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে কে কবিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। ১১ মার্চ জিজ্ঞাসাবাদের পর ১৬ মার্চ কে কবিতাকে পুনরায় ডাকা হয় ইডি-র পক্ষ থেকে। কিন্তু, ওই দিন তিনি ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি। এরপর দ্বিতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২০ মার্চ হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল কে কবিতাকে। সেই মতো সোমবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন কে কবিতা। পুনরায় তাঁকে মঙ্গলবার ডাকা হয়।

## ভারতে সংক্রমণ কিছুটা কমে পৌঁছল ৬৯৯, মৃত্যু দু''জনের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, বিরোধী নেতাদের সিবিআই ও ইডি-র ফাঁদে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করছে মোদীজি ও তাঁর সরকার। অধীরের কথায়, আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা যেভাবে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করছে এবং তারপর ক্যারিবিয়ান সাগরের কাছে মজা করছে তা আমরা দেখছি। নীরব মোদী ও মেহুল চোকসি অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।অধীর রঞ্জন চৌধুরী আরও বলেছেন, ভারতের সাধারণ মানুষ শীঘ্রই জানতে পারবেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী অক্ষম। ক্ষমতায় আসার আগে তাঁরা বলত কংগ্রেস দুর্বল ও কাপুরুষ, আমরা ক্ষমতায় থাকলে দাউদ ইব্রাহিমকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসতাম। তাঁরা রাহুল গান্ধীকে অপমান করতেই ব্যস্ত। সংসদে অচলাবস্থা প্রসঙ্গে অধীর বলেছেন, সংসদে কাজ পরিচালনা করা সরকারের দায়িত্ব। বিরোধী দলকে নিজেদের মনের কথা বলতে দিচ্ছে না সরকার। সভার চেয়ারম্যান মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেন। যদি কাউকে ক্ষমা চাইতে হয় সে হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

## ২৩ মার্চ অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন, ধনখড়ের ডাকা সর্বদল বৈঠকে গেল ৩টি দল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃআগামী ২৩ মার্চ বেলা এগারোটা অবধি মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় ঘোষণা করেছেন, ২২ মার্চ রাজ্যসভার কোনও অধিবেশন বসবে না, ওই দিন বিভিন্ন উৎসব সম্পর্কিত বেশ কয়েকজন সদস্যের প্রস্তাব বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। একইভাবে আগামী ২৩ মার্চ বেলা এগারোটা অবধি মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভার অধিবেশনও। মঙ্গলবারও সংসদের কাজকর্ম পন্ড হয়েছে, আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে বিরোধীদের হইহট্টগোলে মঙ্গলবার উত্তাল হয় লোকসভা ও রাজ্যসভা। একইসঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেন বিজেপি সাংসদরা। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে তুমুল হইচইয়ের কারণে মঙ্গলবার দুপুর দু'টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। এই নিয়ে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের একদিনও সেভাবে কাজকর্ম হল না সংসদে।মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। শুরু থেকেই আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। আবার রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেন বিজেপি সাংসদরা। তুমুল হইচই ও স্লোগানের কারণে সভার কাজকর্ম ঠিকভাবে চালানো যাচ্ছিল না। একই পরিস্থিতি ছিল সংসদের উভয়কক্ষেই। তাই দুপুর দু'টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।এদিন ফ্লোর নেতাদের সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। রাজ্যসভার অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব হয়, সে জন্য রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বৈঠক ডাকেন। কিন্তু, ধনখড়ের ডাকা সর্বদল বৈঠকে গিয়েছে ৩টি দল। বিজেপি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি ও টিডিপি বৈঠকে যোগ দেয়, বাকি কোনও দল বৈঠকে যায়নি।

## 'দোষীরা শাস্তি পাবে', ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানি তাণ্ডবে প্রতিক্রিয়া আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২১ মার্চঃ অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানি তাণ্ডবে এমনই প্রতিক্রিয়া আমেরিকার বিদেশ দফতরের। গত রবিবারে সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় হাই কমিশনের দফতরে তেরঙ্গা খুলে নিয়ে খলিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে বিক্ষোভকারীরা। ভারতের তরফে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়। এরপরই বিষয়টি নিয়ে নিজেদের কড়া অবস্থান জানিয়ে দেয় আমেরিকে। আমেরিকার বিদেশ দফতরের বার্তা- ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানি তাণ্ডব একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। দূতাবাস ও সেখানকার কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চত করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংকে গ্রেফতারির চেষ্টার প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে উঠেছে বিশ্বের নানা প্রান্তের খলিস্তানিরা। ব্রিসবেন, লন্ডন, সান ফ্রান্সিসকো- একাধিক জায়গায় ভারতীয় দূতাবাসে তাণ্ডব চালিয়েছে হলুদ পতাকাধারীরা। দফতরের জাতীয় পতাকা খুলে নিয়ে সেখানে হলুদ পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যায় খলিস্তানিদের মুখে। সোমবার এই হামলার খবর প্রকাশ্যে আসতেই দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন আধিকারিকের কাছে কড়া নিন্দা জানায় ভারত। তার উত্তরে বিবৃতি প্রকাশ করে মার্কিন বিদেশ দফতর। সেখানে বলা হয়, হাই কমিশনের মতো দফতরের নিরাপত্তা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। গণতন্ত্রের প্রতীক এই দফতরগুলি। সেখানে এহেন ঘটনা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। তবে এই ঘটনায় আমেরিকার চোখ খুলে গিয়েছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, একইদিনে লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসেও হামলা চলায় খলিস্তানিরা। সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ব্রিটিশ সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বলেন, খুব অল্প সখ্যক শিখ এই খলিস্তানি আন্দোলনের সমর্থক। দেশে থাকা বাকি শিখরা খলিস্তানিদের পরিপন্থী। তবে যারা হামলা করেছে, তাদের গ্রেফতার করবে পুলিশ।

## পঞ্জাবের শান্তি যারা নষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবেঃভগবন্ত মান

চন্ডীগ।, ২১ মার্চ ঃপঞ্জাবের শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। জানিয়ে দিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁর কথায়, পঞ্জাবের শান্তি ও সম্প্রীতি যারা নষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে। গত শনিবার খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল এবং তার সংগঠন 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে'-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযান শুরু করেছে পঞ্জাব পুলিশ। পুলিশ অভিযান প্রসঙ্গে মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেছেন, মানুষ আমাকে বলছে, আমি ভালো কাজ করছি। পঞ্জাবে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সমর্থন করব।মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান একটি ভিডিও বার্তায় বলেছেন, পঞ্জাবের শান্তি, সম্প্রীতি এবং দেশের অগ্রগতি তাঁর কাছে শীর্ষ অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, আমরা দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা কোনও শক্তিকে রেহাই দেব না। তাঁর কথায়, আমি এই অপারেশনে (অমৃতপাল এবং 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে'-এর বিরুদ্ধে) সহযোগিতার জন্য ৩ কোটি পাঞ্জাবিকে ধন্যবাদ জানাই। রাজ্যে অপ্রীতিকর ঘটনার একটি রিপোর্টও পাওয়া যায়নি। এটা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে যে মানুষ শান্তি ও অগ্রগতি চায়।

## বিরল সম্মান, দেশের প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে রানি রামপালের নামে হকি স্টেডিয়াম

রায়বরেলি, ২১ মার্চ ঃপ্রথম ভারতীয় মহিলা হকি প্লেয়ার হিসেবে অনন্য সম্মান। উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে ভারতীয় মহিলা হকি দলের অধিনায়ক রানি রামপালের নামে হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হল। 'এমসিএফ রায়বরেলি হকি স্টেডিয়ামের নাম বদলে রানি গার্লস হকি টার্ফ নামকরণ করা হচ্ছে। রানি রামপাল নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্লেয়ারদের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করতেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে। স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের দিন একটি হকি ম্যাচও আয়োজন করা হয়। রানি নিজে না খেললেও, সেই ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান।রানি বলেন, ''এটা আমার কাছে গর্বের ও আবেগপ্রবণ মুহূর্ত। আমিই প্রথম মহিলা হকি প্লেয়ার যাঁর নামে একটা স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হচ্ছে। আমি এটা গোটা দলকে উৎসর্গ করছি। আশা করি পরবর্তী প্রজন্ম অনুপ্রেরণা পাবে।''উল্লেখ্য, ভারতীয় হকি দলের হয়ে ২০০৯ থেকে খেলছেন রানি রামপাল, এখনও পর্যন্ত তিনি ২৫৪ ম্যাচ খেলে ১২০ গোল করেছেন। ১৪ বছর বয়সে প্রথমবার ভারতের সিনিয়র দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান রানি রামপাল। তিনি অলিম্পিক্স, বিশ্বকাপ, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমসে খেলেছেন। এই রানি রামপালের নেতৃত্বেই প্রথমবার অলিম্পিক্সের সেমি ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারতীয় দল।টোকিও অলিম্পিক্সে ভারতের মহিলা দলের নেতৃত্বে ছিলেন রানি রামপাল। সেবার সেমি ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারতীয় দল। এই প্রথম অলিম্পিক্সের সেমি ফাইনাল খেলে ভারতের মহিলা হকি দল।২০১০ সালে এফআইএইচ অলস্টার টিমে সুযোগ পান রানি রামপাল। দীর্ঘ কেরিয়ারে অনেক সম্মান পেয়েছেন রানি রামপাল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ২০১৬ সালে অর্জুন পুরস্কার, ২০২০ সালে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার এবং ২০২০ সালে পদ্মশ্রী পান রানি। -

## রণকৌশল ঠিক করতে ফের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ,বিরোধীরাও আবার মিলিত হলেন, সংসদ উত্তালই হল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে রোজই উত্তাল হয়েছে গণতন্ত্রের পীঠস্থান। বিরোধীদের হইহট্টগোলে বারবার মুলতুবি হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। এই পরিস্থিতিতে সংসদীয় কৌশল ঠিক করতে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এদিক, বিরোধীরাও আবার মিলিত হয়েছেন। নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে মঙ্গলবার সকালে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অফিসে বৈঠকে বসেন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী নেতারা। উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বিরোধীদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।এদিকে, আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে বিরোধীদের হইহট্টগোলে মঙ্গলবারও পন্ড হল সংসদের কাজকর্ম। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর দু''টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ফ্লোর নেতাদের সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়।

## বর্তমান সময়ে ভারতীয় রাজনীতির মীরজাফর হলেন রাহুল গান্ধীঃসম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য এবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। রাহুল গান্ধীকে মীরজাফর-এর সঙ্গেও তুলনা করেছেন সম্বিত পাত্র। বলেছেন, বর্তমান সময়ে ভারতীয় রাজনীতির মীরজাফর হলেন রাহুল গান্ধী।লন্ডনে ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য রোজই সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, সংসদে ক্ষমা চাইতে হবে রাহুল গান্ধীকে। তিনি সর্বদা দেশের বদনাম করেন। রাহুল গান্ধী হলেন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির মীরজাফর। তিনি দেশকে অপমান করেছেন এবং বিদেশী শক্তিকে ভারতে হস্তক্ষেপ করতে বলেছেন। এটা কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর ধারাবাহিক ''ষড়যন্ত্র''। সংসদে তাঁর অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম, অথচ তিনিই বলেন সংসদে তাঁকে কথা বলতে দেওয়া হয় না।

## ভারতীয় কনস্যুলেটে ভাঙচুর একেবারে অগ্রহণযোগ্যঃহোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ২১ মার্চ ঃআমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসে হামলার তীব্র নিন্দা করল আমেরিকা। হোয়াইট হাউস জাতীয় নিরপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে ভাঙচুর একেবারে অগ্রহণযোগ্য। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।আবার ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতীয় কনস্যুলেটে হামলার তীব্র নিন্দা করছে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক ফেসিলিটিতে যে কোনও ধরনের হামলা অগ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য, পঞ্জাবের খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংকে মুক্তি দিতে হবে, এই দাবিতে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে খলিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে। সোমবার ওই দূতাবাসে খলিস্তানের হলুদ পতাকা সরিয়ে ফেলার পরই ওই হামলা হয় বলে অভিযোগ। দূতাবাসের দেওয়ালে ' ফ্রি অমৃতপাল' লেখা গ্রাফিটিও দেখতে পাওয়া যায়।

## বগটুইয়ে মৃতদের নামোল্লেখ করে শুভেন্দুর টুইট, তোপে তৃণমূল

কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ বগটুইয়ে বিস্ফোরণে মৃতদের নামোল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। টুইটে তোপ দাগলেন তৃণমূলকে।মঙ্গলবার শুভেঃদুবাবু লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনামলে বীরভূমে বগটুই গ্রামে ২০২২-এর ২১ মার্চের ভয়ঙ্কর রাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা ও শিশুদের টিএমসি গুণ্ডারা জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। এটি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। ১ম বার্ষিকীতে, আমি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।এই সঙ্গে প্রয়াতদের তালিকায় লিখেছেন নূরনেহার বিবি, আতাহারা বিবি, মীনা বিবি, জাহানারা বিবি, রূপালি বিবি, নাজমা বিবি, রোশেনারা বিবি, মর্জিনা খাতুন, তুলি খাতুন,কাজী সাজিদুর খাতুন প্রমুখের নাম।

## বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল মুম্বইবাসীর, স্বস্তির বর্ষণে ঘর্মাক্ত গরম থেকে রেহাই

মুম্বই, ২১ মার্চ ঃবৃষ্টির শব্দে মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙল মুম্বইবাসীর। স্বস্তির বর্ষণে ঘর্মাক্ত গরম থেকে রেহাই পেলেন বাণিজ্যনগরী বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে মুম্বইয়ে, সঙ্গে বইতে থাকে ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে মুম্বইয়ে।মুম্বইয়ের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলাতেও এদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছে। মহারাষ্ট্রের থানে, রায়গড় জেলাতেও হয়েছে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া। সম্ভাবনা রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির, তাই নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে। বিগত কয়েকদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত গরমে কাহিল হয়ে পড়েছিল বাণিজ্যনগরী, মঙ্গলবার সকালের বৃষ্টি সেই গরম থেকে স্বস্তি দিয়েছে।

## বিরোধী নেতাদের সিবিআই ও ইডি-র ফাঁদে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করছে মোদীজি ও সরকারঃঅধীর চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, বিরোধী নেতাদের সিবিআই ও ইডি-র ফাঁদে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করছে মোদীজি ও তাঁর সরকার। অধীরের কথায়, আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা যেভাবে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করছে এবং তারপর ক্যারিবিয়ান সাগরের কাছে মজা করছে তা আমরা দেখছি। নীরব মোদী ও মেহুল চোকসি অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরী আরও বলেছেন, ভারতের সাধারণ মানুষ শীঘ্রই জানতে পারবেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী অক্ষম। ক্ষমতায় আসার আগে তাঁরা বলত কংগ্রেস দুর্বল ও কাপুরুষ, আমরা ক্ষমতায় থাকলে দাউদ ইব্রাহিমকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসতাম। তাঁরা রাহুল গান্ধীকে অপমান করতেই ব্যস্ত। সংসদে অচলাবস্থা প্রসঙ্গে অধীর বলেছেন, সংসদে কাজ পরিচালনা করা সরকারের দায়িত্ব। বিরোধী দলকে নিজেদের মনের কথা বলতে দিচ্ছে না সরকার। সভার চেয়ারম্যান মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেন। যদি কাউকে ক্ষমা চাইতে হয় সে হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২ মার্চ ঃবুধবার, ৭ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৭ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৭ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ঈদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২০.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৪শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৪৩মিনিট এবং সূর্য অস্তযাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন হতেপারে।

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা আজ আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন কারণ আপনি একটি খুব কৌশলপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা **বৃষভ রাশিঃ**কফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। **মিথুন রাশিঃ**নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। শুভদিন। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবেই। **সিংহ রাশিঃ**প্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। শুভ দিন হবেই আজ **কন্যা রাশিঃ**আপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের দিনে আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়সঙ্কটের দিন। অর্থ সঞ্চয়। **তুলা রাশিঃ** কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে-যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। শুভ দিন **বৃশ্চিক রাশিঃ**সন্তান হতে পারে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ। **ধনু রাশিঃ** বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। অর্থ ব্যয় **মকর রাশিঃ** বিদেশ যাত্রা শুভ সংসারে শান্তি বিরাজ হবে আজ। **কুম্ভ রাশিঃ**কিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। অর্থব্যয় **মীন রাশিঃ** আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা

# বাগনানে সরকারি বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে নিহত তিন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২১ মার্চ ঃ যাত্রীবাহী সরকারি বাসের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৩ যুবকের। মঙ্গলবার সকাল দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ নং জাতীয় সড়কে বাগনানের বারুন্দায়। পুলিশ

গাড়ির আরোহীদের দেহগুলি উদ্ধার করে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার কোলাঘাটের দিক থেকে একটি চারচাকা গাড়ি কলকাতামুখী লেন ধরে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আসছিল হাওড়া থেকে দিঘাগামী একটি সরকারি বাস। বারুন্দার কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খড়্গাপুরমুখী লেনে চলে যায় ডিভাইডার টপকে। সেই সময়য় উল্টোদিক থেকে আসা দিঘাগামী বাসটির সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তার জেরে গাড়িটির অর্ধেক অংশ বাসের নীচে ঢুকে যায়। দুর্ঘটনার জেরে সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগনান থানার পুলিশ। অনেক চেষ্টায় গাড়িটিকে বাসের নীচ থেকে বার করা হয় ক্রেনের সাহায্যে। কিন্তু গাড়িটির সামনের অংশ এতটাই দুমড়ে যায় যে সামনের আসনে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা একেবারে পিষে যান। গাড়িটির পিছনের দিকের দরজাও খোলা যাচ্ছিল না। শেষমেশ পুলিশ গ্যাসকাটার দিয়ে গাড়ির দরজা কেটে উদ্ধার করে দেহগুলি। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানজট হয় জাতীয় সড়কের হাওড়ামুখী লেনে। পুলিশ নিহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

# খানাখন্দে ভরা রাস্তা, নিত্য ঘটছে দুর্ঘটনা নজর নেই প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ মার্চ ঃ বৈদ্যবাটি পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে জলের পাইপলাইন বসে প্রায় চার মাস আগে সেই সময় পাইপলাইনে কাজের জন্য রাস্তা খোঁড়া হয় । কিন্তু তারপর থেকে আর হয়নি রাস্তা সাড়াই এর কাজ। এক অবস্থাতে পড়ে রয়েছে সেই রাস্তা । সামান্য জল পড়লেই রাস্তা হয়ে ওঠে একদমই চলাফেরার অনুপযুক্ত। সেই ছবি আবারও, চরম ভোগান্তির মুখে সাধারণ বাসিন্দারা। বৈদ্যবাটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকশো

পশু পালকের বসবাস । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল দশার জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের । গো খাদ্য এবং দুধ নিয়ে যেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে । বৈদ্যবাটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পশুপালক জানান বিগত চার মাস ধরে রাস্তার এই অবস্থা, এখানে দুধের গাড়ি ঢুকতে পারছে না গরুদের খাবার আছে তাও আসতে পারছে না , গাড়ির যা ভাড়া হয় তার দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হচ্ছে । ভোট ছাড়া কারোর পাত্তা পাওয়া যায় না এখানে। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, এই রাস্তায় টোটো, অ্যাম্বুলেন্স কিছুই ঢুকতে পারে না এমনকি হেঁটে চলাচল করার ও উপযুক্ত নয়। যেকোনো মুহূর্তে বড় কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। বৈদ্যবাটী পুরসভার পুর প্রধান পিন্টু মাহাতো জানান কিছুদিনের মধ্যেই পুরো পুরসভা জুড়ে প্রায় ১১০ কিলোমিটার জলের পাইপ বসবে, তারপরে রাস্তা ঠিক করার কাজ শুরু করা হবে । তার মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা ঠিক করা হচ্ছে । ভালো কিছু পেতে গেলে মানুষকে একটু কষ্ট করতেই হবে।

# তৃণমূল কংগ্রেস দলের ছাত্র পরিষদের রাজ্য শাখা ও জেলা সভাপতি পদে রদবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দলের ছাত্র পরিষদের রাজ্য শাখা ও জেলা সভাপতি পদে রদবদল করেছে। জয়া দত্ত এবং তৃণাঙ্ক ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে চেয়ারপারসন এবং সভাপতি পদে দায়িত্বে থাকলেও ৬৬ জনের রাজ্য কমিটিতে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে বলে দলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্য কমিটিতে ৯ জন সহ-সভাপতি, পনেরো জন সাধারণ সম্পাদক এবং এগারো জনকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উনিশটি সাংগঠনিক জেলায় নতুন সভাপতিও স্থির করা হয়েছে। উল্লেখ্য আগামী ২৯ মার্চ কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং দলের যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত এক সমাবেশের আগেই এই রদবদল করা হলো।

# আত্মঘাতী থিম শিল্পী বন্দন রাহা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ প্রয়াত থিম শিল্পী বন্দন রাহা। ২০০১ সালে বোসপুকুরে ভাঁড়ের প্যান্ডেল বানিয়ে শহরজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাগুইআটির জগৎপুরে দাদার বাড়ি থেকে

তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ৫৪ বছর বয়সি শিল্পীর মৃত্যুতে শোকাহত তাঁর পরিবার তথা শিল্পীমহল। ২০০১ সালের পুজোয় কসবায় ভাঁড়ের মণ্ডপ তৈরি করে পুজোপ্রেমীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বন্দন রাহা। আজ বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এখনকার মতো সেই সময় শহরের দুর্গাপুজোয় সেভাবে থিমের রমরমা ছিল না। তাই ভাঁড়ের প্যান্ডেল বানিয়ে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত চার-পাঁচ বছর ধরে সেভাবে কাজ পাচ্ছিলেন না। যে কারণে অবসাদে ভুগছিলেন বলেই খবর। শিল্পীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, পিকনিক গার্ডেনে তাঁর বাড়ি হলেও স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে দাদার সঙ্গে বাগুইআটিতেই থাকতেন। শারীরিক ভাবে অসুস্থও ছিলেন। অ্যালজাইমার রোগেও আক্রান্ত ছিলেন বলে দাবি পরিবারের। তাছাড়া হাতে কাজও ছিল না। গতবারের দুর্গাপুজোয় কলেজস্ট্রিটে একটি থিমের মণ্ডপ তৈরির কাজ পেয়েছিলেন। তবে সেখানেও একাধিক কারণে টাকা-পয়সা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সবমিলিয়ে অবসাদ গ্রাস করেছিল তাঁকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অবসাদ থেকেই আত্মহননের পথ হয়তো বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই গৌরাঙ্গ কুইলার মতো থিমশিল্পীও খ্যাতি পেয়েছেন । সম্প্রতি ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের তরফে তাঁকে জীবনকৃতি সম্মানও দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে আর্থিক ভাবে সাহায্যের উদ্যোগও নিয়েছিলেন অন্য থিমশিল্পীরা। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই শেষ। বন্ধনের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ শিল্পী মহল। সনাতন দিন্দা বলেন, 'আমি শুনলাম বন্ধনদা মারা গিয়েছেন। অনেকদিন ধরেই অবসাদে ভুগছিলেন। কিন্তু, এমনটা ঘটতে পারে সেটা ভাবিনি।'

# ৩ বছরে বিভিন্ন জেলায় ১০০ টি শিল্প পার্ক তৈরির লক্ষ্য রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার আগামী ৩ বছরে বিভিন্ন জেলায় ১০০ টি শিল্প পার্ক তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভা শিল্প পার্ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক নীতি চালু করেছে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকার নতুন এই নীতি চালু করার পরে স্বীকৃত শিল্প পার্ক তৈরির জন্য ৫৩ টি প্রস্তাব ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ওই পার্ক নির্মাণের জন্য ১৫০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। আরও ১৪ টি প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত ওই শিল্প পার্কের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ৮০০ একরের বেশি। ২০২১ সালে শিল্প পার্ক সংক্রান্ত নতুন নীতি অনুযায়ী পাঁচ একর জমিতে এই ধরনের পার্ক তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর আগে শিল্প পার্ক তৈরীর জন্য ন্যূনতম জমির পরিমাণ ছিল ২০ একর। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতায় একলপ্তে এতটা জমি পাওয়া কঠিন বলে রাজ্য সরকার নতুন শিল্প নীতি তৈরি করেছে।

# বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনা করা হচ্ছে ঃ শশী পাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে। দলের মুখপাত্র শশী পাঁজা আজ কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা বাকি থাকলেও আগামী অর্থবছরের বাজেটে এই প্রকল্পে ২৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে। বার বার আবেদন জানানোর সত্ত্বেও আবাস যোজনা প্রকল্পে পাওনা অর্থ এখনো বকেয়া রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামী ২৯ তারিখ থেকে দুই দিন ধরে যে ধর্ণা অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন সেই আন্দোলন প্রতিটি ব্লকে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিজেপির উস্কানিতেই দলের প্রতিনিধিরা দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন বলেও তার অভিযোগ।

# আজ শপথ গ্রহণ করবেন বায়রণ বিশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস বিধায়ক বায়রণ বিশ্বাস আজ বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে রাজভবনের তরফে গতকালই তাকে শপথ গ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য গত ২ মার্চ সাগরদিঘী বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরেও বিধানসভায় বর্ধিত বাজেট অধিবেশনে তাকে শপথ পাঠ না করানোয় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

# হাওড়ায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ আবার দুর্ঘটনা হাওড়ায়। শিবপুরের কোল ডিপো ক্রসিংয়ে বাস পিষে দিল এক পথচারীকে। বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক পথচারীর। মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম বীরেন্দ্র কুমার ছেত্রী (৬২)। বাড়ি হাওড়ার দালালপুকুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শিবপুরের কয়লা ডিপো ক্রসিংয়ে মঙ্গলবার দুপুরে একটি পথ দুর্ঘটনায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। কলকাতা - নন্দীগ্রাম রুটের একটি বাস এক পথচারীকে ধাক্কা দেয় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ হাওড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাস ও চালককে আটক করা হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিবপুরের কাজীপাড়া কোল ডিপো ক্রসিং এলাকায় এদিন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর- নন্দীগ্রামগামী একটি বাস রেষারেষির করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই পথচারীকে ধাক্কা মারে। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ ওই ব্যক্তিকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

# রমজানের সময় ভোরের দিকে অতিরিক্ত জল সরবরাহ করবে হাওড়া পুরনিগম, পুরসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ রমজানের সময় ভোরের দিকে অতিরিক্ত জল সরবরাহ করবে হাওড়া পুরনিগম। সংখ্যালঘুদের পাশে হাওড়া পৌরনিগম। আগামী ২৪ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে পবিত্র রমজান। এই রমজানের সময় তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তারজন্য ভোরের দিকে প্রায় এক ঘন্টা স্পেশাল জল সরবরাহ করবে হাওড়া পুরনিগম। সোমবারই এই বিষয় নিয়ে হাওড়া পুরনিগমের জলের দপ্তরের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুর প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী। এছাড়া হাওড়া পুরসভার ডেপুটি কমিশনার ও ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। রমজান ও ঈদের সময় ঠিক কিভাবে এই জল পরিষেবা পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরী বলেন, রমজান ও ঈদের সময় প্রতিদিন ভোর তিনটে পঁয়তাল্লিশ থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অতিরিক্ত জল সরবরাহ করা হবে। এরপর যেমন ভোর ৬ টা থেকে জল সরবরাহ করা হয় সেই পরিষেবাও বজায় থাকবে। প্রতি বছর ঈদের আগে এই পরিষেবা হাওড়া পুরনিগমের তরফ থেকে দেওয়া হয় বলে সৈকতবাবু জানান। এই বৈঠক সম্পর্কে সৈকত চৌধুরী আরও বলেন, হাওড়া পুরনিগমের জলের ব্যাপারে একটা

বিশেষ বৈঠক হয়েছে। সেখানে ডেপুটি কমিশনার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন। রমজানের দিনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের যাতে জলের কোনও সমস্যা না হয় সেই ব্যাপারেই এই বৈঠক হয়। প্রতি রমজানের মতো এবারেও ভোর ৩-৪৫ থেকে সাড়ে ৪ টে পর্যন্ত অতিরিক্ত জল দেওয়া হবে। এরপর অন্যান্য দিনের মতো সকাল ৬ টা থেকে যেমন পাওয়া যায় তেমন পাওয়া যাবে। ভোরে অতিরিক্ত জল দেওয়ার ফলে রমজানের সময় মানুষ উপকৃত হবেন। মানুদের সুবিধার কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে হাওড়া পুরনিগম।

# অবশেষে উদ্ধার হল ট্যাংরার নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ লেদার কমপ্লেক্স থানার বামনঘাটায় কাঠের ব্রিজের কাছে মঙ্গলবার একটি মরদেহ উদ্ধার করে লালবাজরের গোয়েন্দারা। পুলিশের দাবি, দেহটি ট্যাংরার বাসিন্দা বছর ৩৪-এর ঝুনু রানার। ৩ মার্চ থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। একটি নীল ড্রাম থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। ঝুনু নিখোঁজ হওয়ার পর তদন্তে নেমে গ্রেফতার করা হয় ৩ জনকে। জিজ্ঞাসাবাদে খুনের অভিযোগ স্বীকার করে গুলাম রব্বানি। এখনও পর্যন্ত মোট চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাঁর দাবি, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছিল ঝুনু। সেই আক্রোশেই খুন করা হয়েছে। খুনের পর দেহ ফেলে দেওয়া হয়, সায়েন্স সিটির কাছে একটি খালে। এরপরই শুরু হয়ে ঝুনুর মৃতদেহের খোঁজে তল্লাশি। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় গোলাম রব্বানি ও নুর আয়েশাকে। অন্যদিকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয় শেখ রিয়াজ ও ইমরানকে। ৩ মার্চ থেকে নিখোঁজ থাকলেও দু'দিন পর ট্যাংরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঝুনুর ভাই বিজয় রানা। ৫ মার্চ তিনি থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরের দিন ৬ তারিখ এফআইআর করেন গোলাম রব্বানির বিরুদ্ধে। পুরনো শত্রুতার জেরে যুবককে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। দিল্লি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ট্যাংরা থানার পুলিস। ধৃতদেরকে জেরা করে দেহটি উদ্ধার করার চেষ্টা করে তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত ছিল, তাও জানার চেষ্টা শুরু করে পুলিস। পুলিস সূত্রে আগেই জানা যায়, মৃত যুবকের নাম ঝুনু রানা। বেশ কিছুদিন ধরে নিঁখোজ ছিলেন ওই যুবক। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও তাঁর পায়নি পরিবারের সদস্যরা। এরপরই ট্যাংরা থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা। তদন্ত করেও ঝুনুর কোনও হদিশ না মেলায় অপহরণের মামলা দায়ের করে পরিবার। এরপর ঝুনুর মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিস। দেখা যায়, শেষ একটি নম্বরে ফোন করেছিল ঝুনু। সেই নম্বরের সূত্র ধরে রব্বানি নামে এক যুবকের হদিশ পায় পুলিস। রব্বানির খোঁজ নিয়ে পুলিস জানতে পারে, কিছুদিন আগেই কলকাতা থেকে দিল্লি গিয়েছেন ওই যুবক। এরপরই ট্যাংরা থানার পুলিস যায় দিল্লিতে। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় রব্বানিকে। পুলিস সূত্রের দাবি, জেরায় রব্বানি জানায় সে খুন করেছে ঝুনুকে। দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে তপসিয়ার একটি জলাশয়ে। ধৃতের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করে পুলিস। খুনের কারণ হিসেবে উঠে এসেছে পুরনো শত্রুতা।

# মহেশতলার বাজি কারখানায় বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত বাড়ির মালিক, ঘটনাস্থলে দমকল মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২১ মার্চ ঃ মহেশতলার নুঙ্গিতে বাজি কারখানার বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের জালে বাড়ির মালিক। মঙ্গলবার সকালে ভরত হাতি নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। ওই বাড়িতে বাজি তৈরির কোনও বৈধ লাইসেন্স ছিল কি না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। যথাযথ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। সোমবার সন্ধ্যেবেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পুটখালি মণ্ডলপাড়ায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে একটি বাজি কারখানায়। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মৃতরা কারখানার মালিকের স্ত্রী লিপিকা হাতি এবং তাঁর ছেলে শান্তনু হাতি এবং প্রতিবেশী আলো দাস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল কর্মীদের পাশাপাশি মহেশতলা এবং বজবজ থানার পুলিশও পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। তবে বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশেপাশের বাড়ির জানলার কাঁচ, দেওয়ালে ফাটল ধরেছে বলে খবর। আতঙ্ক রয়েছে এলাকায়। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন সুজিত বসু ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। তিনি জানান, ফরেন্সিক দলকে ঘটনাস্থলে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এদিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দলের ঘটনাস্থলে আসার কথা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। যে বাড়িতে বাজি তৈরি হচ্ছিল, তাদের কোনও বৈধ লাইসেন্স ছিল কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। মৃতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মন্ত্রী । সমগ্র ঘটনায় আতসবাজি ইউনিয়নের সম্পাদক সুখদেব নস্কর মৃত ওই নাবালিকার পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে ঘটনার জেরে সোমবার থেকে এখনও যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

# নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে জয়নগরে জি ২০ উন্নয়ন কার্যক্রম পালন করা হল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২১ মার্চ ঃ নেহেরু যুব কেন্দ্র বারুইপুরের উদ্যোগে মঙ্গলবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জি ২০ উন্নয়নের কার্যক্রম বিষয়ক সচেতনতা মূলক এক কর্মসূচি পালন করা হল ইয়ুথ পার্লামেন্টের মধ্যে দিয়ে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা করে নেহেরু যুব কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সমাজ সেবী রাহুল সিনহা। তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ফুল গভর্মেন্টের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন উপভোক্তাদের কাজ গুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেওয়ার উদ্দেশ্য এদিনের এই জি ২০ উন্নয়নের কার্যক্রম পালন করা হয়। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ভারতে

আয়োজিত আসন্ন জি-টোয়েন্টি সম্মেলন বার্তা এক পৃথিবী এক পরিবার এক ভবিষ্যত এর বার্তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুবক- যুবতীদের সম্বোধন করতে গিয়ে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাহুল সিনহার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো হয়। অল্প কিছুক্ষণ স্বাগত ভাষণ দিয়ে সরাসরি এই বিষয়ের উপরে প্রবেশ করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থেকে প্রায় পাঁচশোরও বেশি যুবক-যুবতী এদিনের এই ইয়ুথ পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেন।

# শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছ'দিনের শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছ'দিনের শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী পার্থ দে, শর্মিলা দাস, পিয়ানো, তনুময় বেরা, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চলচ্চিত্র ও সিরিয়ালের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগন। উদ্বোধনী ভাষণে চলচ্চিত্র অভিনেতা পার্থ দে বলেন, গ্রামাঞ্চলের কোনও কলেজে এই ধরনের শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তার অভিজ্ঞতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাগত ভাষনে শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (টিচার ইনচার্জ) গোবিন্দ প্রসাদ বর্মন বলেন, সিলেবাসের বাইরে গিয়েও এই ধরনের ফেস্টিভ্যাল পড়ুয়াদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাড়তি উৎসাহ যোগাবে। তবে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পড়াশুনার রুটিন শেষে এই সপ্তাহে প্রতিদিন বিকালে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে মাফিজুর রহমান জানান তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২২টি বিভাগ আছে। এই ২২ টি বিভাগের পক্ষ থেকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৫২ টি শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে।

# গাড়ি কাটাই করার জন্য রাজ্যে অন্তত দশটি সরকার স্বীকৃত স্ক্র্যাপ ইউনিট হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ এবং কেন্দ্রের নতুন পরিবহন নীতি অনুসারে ১৫ বছরের উপরের বাতিল হওয়া গাড়ি কাটাই করার জন্য প্রথম ধাপে রাজ্যে অন্তত দশটি সরকার স্বীকৃত স্ক্র্যাপ ইউনিট তৈরি করা হবে। পরবর্তীকালে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে এই ধরনের ইউনিট তৈরি করা হবে বলে রাজ্যের পরিবহন দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দশটি জেলায় এই স্ক্র্যাপ ইউনিট তৈরির জন্য পরিবহন দফতর আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আবেদনকারী সংস্থার কাছে স্ক্র্যাপ ইউনিট তৈরির জন্য উপযুক্ত জমি থাকতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বেঁধে দেওয়া অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে। উল্লেখ্য পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে ১ এপ্রিল থেকে ধাপে ধাপে পুরনো গাড়ি বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। বাতিল হওয়া গাড়িগুলোকে ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় স্ক্র্যাপ ইউনিটের সংখ্যা রাজ্যে যথেষ্ট নয়। তাই নতুন কারখানা তৈরিতে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার একটি নতুন নীতি তৈরি করেছে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি জমা দিলে গাড়ির মালিক বৈধ কাগজ পাবেন। সেক্ষেত্রে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রুট পারমিট দিয়ে সে পুনরায় নতুন গাড়ি কিনতে পারবেন। পাশাপাশি পছন্দের নম্বর নেওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ি কেনার আগে থেকে আবেদন করা যাবে। নতুন গাড়ি কেনার জন্য তাদের কর ছাড়ের মতো কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

# পাড়ায় সজ্জন ব্যক্তি বলে পরিচিত অয়ন, গ্রেফতার হতেই হতবাক প্রতিবেশীরা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২১ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক চরিত্রের প্রবেশ। হুগলির বলাগড়ের শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অয়ন শীলের গ্রেফতারির পর চমকে উঠেছেন তাঁর পড়শিরা। পাড়ায় সজ্জন ব্যক্তি বলে পরিচিত অয়ন গ্রেফতার হতেই হতবাক চুঁচুড়ার প্রতিবেশীরা। অয়ন শীলের সল্টলেক অফিসে তল্লাশিতে উঠে আসে নিয়োগ দুর্নীতির একাধিক প্রমাণ। তারপরই গ্রেফতার করা হয় অয়ন শীলকে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে শান্তনু ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এই প্রোমোটার অয়নশীল। আদতে চুঁচুড়ার বাসিন্দা হলেও বেশিরভাগ সময়ই থাকতেন কলকাতায়। মাঝেমধ্যে দেখা যেত এলাকায়। গত শনিবার চুঁচুড়ার জগুদাসপাড়ায় এবিএস টাওয়ারের আবাসনে তল্লাশি চালায় অর্থনৈতিক দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সেখানে শান্তনুর ৩০৮ এবং ৩০৯ দুটি ফ্ল্যাট গালা দিয়ে সিল করে দেয় আধিকারিকরা। তখনই ডেকে পাঠানো হয় শান্তনুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অয়ন শীলকে । টানা ১১ ঘন্টা অয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর রাত নটা নাগাদ ইডি আধিকারিকরা অয়নকে আটক করে কলকাতায় নিয়ে যায়। পরদিন সকাল হতেই অয়নের ফ্ল্যাটে চলে তল্লাশি। সেখান থেকে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরপরে তাকে গ্রেফতার করে ইডি। পড়শিরা বলছেন, অয়নের বাবা- মা সজ্জন ব্যক্তি। আদতে শান্ত, নম্র, ভদ্র স্বভাবের ছেলে বলেই অয়নকেও চিনতেন এলাকার বাসিন্দারা। অয়ন গ্রেফতার হতেই হতবাক তাঁরা। অয়নের কু-কর্ম ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তারা। মাঝে মধ্যে কানাঘুষো শোনা যেত চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছে। তবে এবার তদন্তে উঠে আসে বিপুল চাঞ্চল্যকর তথ্য শুনে হতবাক হয়েছে প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশী মঞ্জুলা দাস বলছেন, ''আমাদের সঙ্গে বরাবরই সম্পর্ক ভালো ছিল। পাড়ায় সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। তবে আমরা এই ঘটনার ব্যাপারে কিছুই জানি না। অয়ন পঞ্চায়েতের কাজ করত, ছেড়ে দিয়েছে কিনা জানি না। ছোট থেকে দেখে কোনওদিন খারাপ মনে হয়নি। শুনে অবাক হচ্ছি। '' আরও এক প্রতিবেশী অনিতা অগস্ত্য বলছেন, ''আমাদের সামনে বাড়ি দেখেছি খুবই ভালো। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত । আমরা শুনেছিলাম ছেলের পড়াশুনার জন্য কলকাতা চলে গিয়েছিল। টাকা তুলে চাকরি দিয়েছে শুনিনি। আগেরদিন ইডি এসেছিল, দেখে জানতে পারলাম সব।'' তবে পড়শিদের দাবি, অয়নের বাড়িতে তেমন ভাবে কাউকে আসতে দেখা যেত না। কোনও হেভিওয়েটেরও সেখানে যাতায়াত ছিল না। এমনকী প্রতিবেশীদের দাবি, অয়নের ব্যবহারে কোনও বড়লোকি চাল ছিল না। শেষবার দুর্গাপুজোতে তাঁরা সপিরবারে চুঁচড়া এসেছিলেন বলে দাবি এলাকাবাসীর। ঝর্না রায় নামে আরও এক প্রতিবেশী বলেন, ''এমন করেছে ভাবতে পারছি না। আমরা জানতাম এই ফ্ল্যাট থেকে হয়তো এই টাকা করেছে।''

# কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ হাওড়ায়, ময়দানে মেট্রো চ্যানেলের সামনে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, আধার ও প্যানের সংযুক্তির নামে টাকা লুট এবং

রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ হাওড়ায়। ময়দানে মেট্রো চ্যানেলের সামনে চলছে এই কর্মসূচি। রান্নার গ্যাস, পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, আধার ও প্যান কার্ডের সংযুক্তির নামে এক হাজার টাকা করে লুট করার প্রতিবাদে এবং রাজ্যে চাকরি দুর্নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুর থেকে হাওড়ায় অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুপুরে মধ্য হাওড়া কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে হাওড়া ময়দানে মেট্রো চ্যানেলের সামনে শুরু হয়েছে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। যেখানে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন কয়েকশো কর্মী সমর্থক। তাদের অভিযোগ, আধার এবং প্যান কার্ডের সংযুক্তির নামে সাধারণ মানুষের থেকে এক হাজার টাকা করে লুট করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংসদকে অচল করে রেখেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। রান্নার গ্যাস আজকে আকাশ ছোঁয়া। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তারা যেমন সরব হয়েছে পাশাপাশি এই রাজ্যে যেভাবে চাকরি নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্য সরকার জড়িয়ে পড়েছে তাতে অবিলম্বে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে বহাল এবং অযোগ্যদের চাকরি থেকে বহিস্কারের দাবি তুলেছে তারা।

# নরওয়েতে আয়ের নিরিখে শীর্ষে রানির ''মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে''

কলকাতা, ২১ মে ঃ মঙ্গলবার ২১ মার্চ ৪৫ বছরে পা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় । আর জন্মদিনের বিশেষ দিনেই সুখবর দিলেন অভিনেত্রী । নরওয়েতে সর্বোচ্চ আয়ের নিরিখে শীর্ষে রানি মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি ''মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'' । রানি মুখোপাধ্যায়ের ছবি ''মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'' গত ১৭ মার্চ মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। সেই থেকেই রমরমিয়ে চলছে এই ছবির জনপ্রিয়তা। এবার এই ছবি নরওয়েতেই গড়ল নয়া নজির। মঙ্গলবার জন্মদিনের বিশেষ দিনে অভিনেত্রী জানায় সপ্তাহান্তে বলিউড ছবির নিরিখে নরওয়েতে সর্বোচ্চ আয় করেছে এই ছবি । মাত্র তিন দিনে ৪.৮ হাজার দর্শক দখল নিয়ে নরওয়ের মুদ্রার হিসেবে ৭৪৫ হাজার ক্রোন আয় করেছে এই ছবি । দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিককালে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্লকবাস্টার হিট ''পাঠান''-র রেকর্ড ছাপিয়েছে রানির ছবি । ৫ দিনব্যাপী উইকেন্ডে ''পাঠান'' পেয়েছিল ৪.১ হাজার দর্শক দখল । কিছুদিন আগে রানির এই ছবি নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন হ্যান্স জেকব ফ্রাইডেনলুন্ড। তাঁর বক্তব্য, ছবিতে পারিবারিক জীবন নিয়ে নরওয়ের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে ভুলভাবে দেখানো হয়েছে। যার পালটা জবাব দিয়েছিলেন সাগরিকা ও 'মিসেস চ্যাটার্জী'র প্রযোজক নিখিল আডবাণী। সাধারণ মানুষেরও বেশ পছন্দ হচ্ছে ছবিটি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১১০ সংখ্যা, বুধবার, ৭ চৈত্র, ১৪২৯

## বিশ্ব কবিতা দিবস

**সম্পাদকীয়**

আন্তর্জাতিক কবিতা দিবস পালন করা হচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে। তার মধ্যে বাংলাও রয়েছে। বাংলাকে কবিতার দেশ বলা হয়ে থাকে। কবিতার দেশ বলা হয়ে থাকে তার একটি মাত্র কারণ বাংলায় বহু কবি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। গোটা মধ্য যুগ ধরে বাংলায় কবিদের একেবারে ছড়াছড়ি বলা যেতে পারে। সেই সময়ে মঙ্গল কাব্যের যুগ। মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল এবং শিবায়ন কাব্য রচিত হতে শুরু করেছিল। মঙ্গল কাব্যের কবিদের কাব্য বাংলা দেশের সীমানা অতিক্রম করে ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছিল। এরপরে আসতে হচ্ছে মিথিলার কবি বিদ্যাপতির কথা। তিনি তো শ্রীকৃষ্ণ রাধা পদাবলী রচনা করে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। যদিও তিনি মৈথিলি ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে সেই সময়ে বাংলার পণ্ডিত সমাজ মৈথিলি ভাষা জানতো এবং তা নিয়ে চর্চা করতো। তার ফলে বিদ্যাপতি বাংলার কবি সমাজে স্থান লাভ করেন। এরপরে আসা যেতে পারে বাংলার একেবারে নিজের কবি চণ্ডীদাসের কথায়। তিনি তো শ্রীকীর্তন রচনা করে বাংলার মানুষের মনকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ হচ্ছে তার অন্যতম সেরা কাব্য রচনা। বাংলার কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাত ধরে। চর্যাপদ কাব্য বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। সেটাই প্রথম বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা। যদিও এই সব কাব্য আগেকার সময়ে গীত হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ও গাওয়া হতো। সবই গান আকারে বাংলায় প্রকাশিত কাব্য। এই সব কাব্যের মধ্যে সঙ্গীতের সুর দিয়ে তৈরি করা হতো। যেমন ময়মনসিং গীতিকার কথা বলা যেতে পারে। ময়মনসিং গীতিকা গান হিসাবে গাওয়া হতো। আগেকার সময়ে এই সব গীতিগুলি লেখা অবস্থায় ছিল না। পরে বাংলার শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এই সব গীতিকাগুলিকে সংগ্রহ করে একটি পুস্তকের রূপ দিয়েছেন। তারপরে বাংলার বাউল গান রয়েছে। রয়েছে ভাটিয়ালি গান। এই সব গানগুলিকে কবিতার আকরে প্রকাশ করা হয়েছে। আগেকার কবিরা বর্তমান কালের মতো শুধু কবিতা লিখতেন না। তারা কবিতা লিখতেন এবং তার সঙ্গে সুরকে বেঁধে দিতেন। তার ফলে তাদের রচিত কবিতা সুর হয়ে গানের মধ্যে প্রকাশ লাভ করতো। বাংলার লোকসঙ্গীতও একই পথ ধরে চলছে। এইগুলোকে বাংলার কবিতা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে আবার সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আসলে বাংলায় শুধু কবিতা এসে উপস্থিত হয়েছিল ইংরেজরা আসার পর। শুধু কবিতার কোনও রূপ অতীতে বাংলায় ছিল না। সব কবিতাই গীত হিসাবে প্রকাশ লাভ করেছে। ভারতের ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’কে মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু প্রদেশে ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ গীত আকারে প্রকাশ লাভ করেছে। কিন্তু ঋষিরা এই দুই মহাকাব্যকে কবিতার আকারে প্রকাশ করলেওতার মধ্যে সুরকে বেঁধে দিয়েছেন। তার ফলে তা গীত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ পদাবলী যা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে তাকে কবিতা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও এই সবগুলি গানই আকারে প্রকাশ লাভ করে। তবে কবিরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে আগে তো কবিতার আকারে প্রকাশ করে তারপরে কবিরা তার মধ্যে সুরকে আরোপিত করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা আজকে সুর দিয়ে গায়কেরা গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে ভানু সিংহের পদাবলী। যদিও কবিগুরু এর মধ্যে সুরকে নিবিষ্ট করেছেন। তার ফলে সেগুলি সঙ্গীত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এরপরে আসা যেতে পারে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা।

## ভারত পাকিস্তানকে বন্ধু রাষ্ট্র ভাবছে না

ভারত পাকিস্তানকে বন্ধু রাষ্ট্র বলে ভাবতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কাশ্মীর ইস্যু। ভারতে কাশ্মীর অন্তর্ভুক্তি সময়েই পাক সেনারা হঠাৎ করে কাশ্মীর আক্রমণ করে বেশ কিছুটা দখল করে নিয়েছিল। কাশ্মীর ভারতের অংশ হিসাব পরিগণিত না হতে পারে তার জন্য তারা চিরকালই চক্রান্ত করে এসেছে। কাশ্মীরে জঙ্গিদের আর্থিক সহায়তা করা ছাড়া তাদেরকে অস্ত্র দেওয়া থেকে শুরু করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কাশ্মীরটাকে ভারতে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এই সব কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে পাকিস্তান প্রশাসন। ভারতের সঙ্গে বারবার সম্মুখ সময়ে উপস্থিত হলে পাকিস্তান জিততে পারেনি। সেই কারণে তারা সন্ত্রাসবাদী হামলা করে ভারতকে দুর্বল করে দিতে চায়। মম্বুইয়ের দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানের এজেন্ট ছিল। সেটা ভারতের গোয়েন্দারা জানতো। কিন্তু দাউদ ভারতের নাগরিক থাকার অতি সহজে তাকে গ্রেফতার করা একেবারে অসমন্তব হচ্ছিল। আবার দাউদ ইব্রাহিম যেভাবে তার ব্যবসার নেট ওয়ার্ক সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছিল তাতে হঠাৎ করে তাকে গ্রেফতার করলে ভারতের অর্থনীতির বিরুপ প্রতিক্রিয়া এসে পড়তে পারে বলেই খুব ধীর গতিতে কেন্দ্রীয় সরকার দাউদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকে। সুযোগ এসে যায়। শিবসেনার প্রধান বাল ঠাকরে এসে দাউদকে একেবারে দেশ ছাড়া করে দিয়েছিল। এমনভাবে কৌশল করে দাউদের সব অন্ধকার সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে নিয়েছিল ভারত সরকার তাতে দাউদের পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। দাউদ মনে করেছিল যে পাকিস্তান থেকে ভারতের ওপরে দাদাগিরি চালাবে। সেটা আর বেশি দূর করা সম্ভব হয়নি। কারণ দাউদের সব সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়েছিল ভারতের গোয়েন্দারা। ফলে দাউদকে এখন গা ঢাকা দিয়ে চলতে হচ্ছে। এদিকে ভারতের হয়ে ইন্টারপোল দাউদকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছে। ইটারপোল চেষ্টা করছে দাউদকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু দাউদ কোনও স্থানে একদিনের বেশি থাকে না। সে দুবাই থেকে শুরু করে সারা ইসলাম দেশগুলো ঘুরে বেড়ায়। পাকিস্তানেও বেশি দিন থাকে না। দাউদকে গ্রেফতার করে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া ব্যাপারে পাকিস্তান কোনও রকমভাবে আগ্রহ প্রকাশ করছে না বলে ভারত বারবার আন্তর্জাতিক আদালতে নালিশ জানালেও পাকিস্তান এ সব ব্যাপারে তোয়াক্কা করছে না।

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

**যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।**

## বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

# স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন সেটা কি কোনও দিন ভেবে দেখেছি। কেউ কেউ বলবেন নিশ্চয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কথাটা একেবারে খাঁটি ষোল আনা সত্য। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস বেসরকারিভাবে জানতে পারা গেল যে বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিত্র বিদেশি পণ্য ‘বয়কট’ এর ডাক দিলেন। তিনি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সঞ্জীবনী’ তে এই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বাংলার মানুষকে বিদেশি পণ্য বয়কটে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমৃত বাজার পত্রিকাতে ‘জি’ ছদ্মনাম দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বয়কটের ডাককে সমর্থন করে। সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন লালমোহন ঘোষ। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল সেই চিঠি লিখেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অথবা তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে অধিকাংশ পাঠকেরা বিশ্বাস করেন এই লেখা চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তখন তিনি বিপ্লবী হননি। তিনি তখন বরোদাতে। বাংলায় এসে উপস্থিত হননি।

১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পূর্ব বঙ্গ এবং আসামকে নতুন প্রভিন্সের রূপ দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করলো। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অম্বিকা চরণ মজুমদার। টাউন হলের সভায় প্রায় বিশ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়েছিল। চার হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে সংগত দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হতে শুরু করে। সেইদিন সারা বাংলা জুড়ে ‘অরন্ধন’ দিবস পালন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়েছিল বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা সহজে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল । যার ফলে জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিদেশি পণ্য বয়কট করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে রাস্তায় উপস্থিত হয়ে ‘রাখি’ পরিয়ে জনগণকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে শুরু করেন। বাংলার সমস্ত মানুষ গঙ্গা স্নান করে প্রতিজ্ঞা করতে থকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলবে যতদিন না ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ থেকে বিরত না হচ্ছে। সরকারকে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে চিৎপুরের বড় মসজিদে (নাখদা মসজিদ) উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের হাতে রাখি পরাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাগ করা নিয়ে গর্জন করে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারপরে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পার্সি বাগান পার্কে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে সরকার থেকে বার্তা দেওয়া হল কোনও ছাত্ররা রাজনীতি সভা এবং মিছিল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ বিরোধী সোসাইটি নির্মাণ করা হল। তার সম্পাদক হলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। কিন্তু ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ারের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় অংশ গ্রহণ করলো। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা আজকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত- ‘ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই দুটে গান বাংলাকে ভাগ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণদের আন্দোলনকে কোনও রকমভাবে রুখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। একেবারে নাজেহার অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে সরকারের।

১৯০৭ সালে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ

গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৭ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে অপরাধী বলে গণ্য করলেন। মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের জেল দিলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি কবিতা অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি লিখলেন ‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের সহ নমস্কার।’ কবিতা লেখার সালেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। সেই সয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, নিরোদ মল্লিক এবং চন্দননগরের চারু চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এনারা সবাই কবিগুরুকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে এসে বসান। রবীন্দ্রনাথ তখন অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, “ ইউ নোবেল মাইণ্ড ! ডিড ইউ প্লে ফলস ইউথ মি?” অরবিন্দ মৃদু স্বরে বলেছিলেন, “ নট ফর লং”। তারপরে সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা চলার সময়ে বিপ্লবী চারু চন্দ্র বলেছিলেন,“ ইউ ডিড নট অ্যালাও হিম টু গো টু জেল। ইউ হ্যাব বার্ন ওয়ান অর টু ইমপোর্ট্যান্ট পেপার্স। দিস ইজ ওনলি দ্য বিগিনিং। ইওর পোয়েম ইউল নো গো ইন ভেইন।” বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করে ঋষি অরবিন্দ পরিণত হওয়ার পরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আশ্রমিক জীবন কীভাবে কাটাছেন অরবিন্দ তা নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় যে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন অরবিন্দ তা কোনও দিনই নিভে যাবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে। সেইটাই পরবর্তী কালে সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বাংলায় অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ৭.৯.১৮৭৯ মৃত্যু ঃ ১০.০৯.১৯১৫) বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর বিপ্লবী রাস বিহারী বোস (১৮৮৬-১৯৪৫) বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। রডা কোম্পানি’র (১৯১৪) অস্ত্র লুণ্ঠন করা হয়েছিল বাঘা যতীনকে আরও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে। আরও বিদেশি অস্ত্র আসার কথা ছিল। কিন্তু ইরেজ সরকার কৌশল করে তা আগেই আটকে দিয়েছিল। তার ফলে বালেশ্বর যুদ্ধে ইরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ গেল বাঘা যতীনের। আর রাসবিহারী দিল্লিতে লর্ড হাঞ্জিজের শোভাযাত্রায় (১৯১২) বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বোমা মেরে গা ঢাকা দিলেন। তারপরে তিনি দেশে থাকাকে নিরাপদ না মনে করে রবীন্দ্রনাথের সচিব সেজে জাপান পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তারপরে সুভাষ চন্দ্র রোস (যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা ‘দেশনায়ক’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন) জাপানে উপস্থিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। সবচেয়ে তাঁর দেশভক্তির প্রমাণ হচ্ছে জালিয়ানওয়ালা বাগে নরকীয় হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ সাল) জন্য ব্রিটিশ সম্মান ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করা।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যখন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচিত হয়েছিল। এই কবিতাটি নজরুল রচনা করেছিলেন ১৯২১ সালে। কবিগুরুকে কবিতাটি শোনাতে স্বয়ং নজরুল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং নিজ কণ্ঠে কবিতাটি পাঠ করে কবিরুগুকে শুনিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। ‘ধুমকেতু’ (১৯২২) পত্রিকার জন্য নজরুলের কারাবাস হলে কবিগুরু অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আলিপুর জেলে নজরুল অনশন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যায়ের প্রতিবাদে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে বার্তা দিলেন-“ গিভ অ্যাপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচর ক্লেইমস ইউ”। কি অসাধারণ কবির বক্তব্য। যদিও নেই টেলিগ্রাম ফিরে এসেছিল ঠিকানা সঠিক ছিল না বলে। নজরুল জেলে থাকার সময়েই কবিগুরু ‘বসন্ত’ কাব্যনাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। নজরুলও তাঁর ‘অগ্নিবীণা’ কাব্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাখ ঠাকুর শুধু কবিতা, উপন্যাস গল্প রচনা করেই দিন কাটাননি। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ভাবতেন। জাতরি জনক মহাত্মা গান্ধি শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে কবিগুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে মহাত্মা বলে ‘আখ্যায়িত’ করেন। আর গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথকে ‘কবিগুরু’ সম্মানিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের উন্নতি জন্য সেই সময়কার শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন গান্ধিজি। শান্তিনিকেতনের জন্য আত্মত্যাগ করতেও ইচ্ছা প্রকাশ করতেন কবিগুরু। তিনি শান্তিনিকেতনকে নিজের এবং সেখানকার আশ্রমিকদের শান্তির নিবাস এবং শিক্ষাকেন্দ্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতায় স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিয়েছিল। তখন সেই ভাইরাস থেকে আশ্রমিক, কর্মী, ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলসী, নিমপাতাসহ বিভিন্ন গাছপালার পাতা দিয়ে একটি টোটকা তৈরি করেছিলেন। প্রতিদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে করে সেই টোটকা খাইয়ে দিতেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র থেকে শুরু করে সেখানকার বসবাসকারী মানুষদের। স্প্যানিস ফ্লু হাত থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মনে আছে কলেরা রোগের হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন রানী মহলনাবিশকে । তখন রানী মহলনাবিশ বরাহনগরে। প্রশান্ত মহলনাবিশের স্ত্রী। কবিগুরু সবচেয়ে প্রিয়তমা ছিলেন রানী মহলনাবিশ। জল চিকিৎকসা করে রানী মহলানবিশকে কলেরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এবার আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা। রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের চলার পথ বেশ কয়েকটি স্থানে একই সরলরেখায় প্রসারিত। তার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কবিগুরুর আগ্রহ। যদিও মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শরীর বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সেখানে ঠাকুর পরিবারের সব সদস্যরাই অংশ গ্রহণ করতেন।

## জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে রাজনৈতিক বিষয়ই এখানে সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে

দল কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে কল্যাণমুখী রাজনীতির চর্চা করতে হবে।একটি রাষ্ট্রের জন্য বিগত এই ৪০ বছরেরও অধিককাল মোটামুটি দীর্ঘ সময়ই ধরা যায়। এ সময়কালে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, চ্যালেঞ্জ, অর্জন বিসর্জনের মধ্য দিয়েই

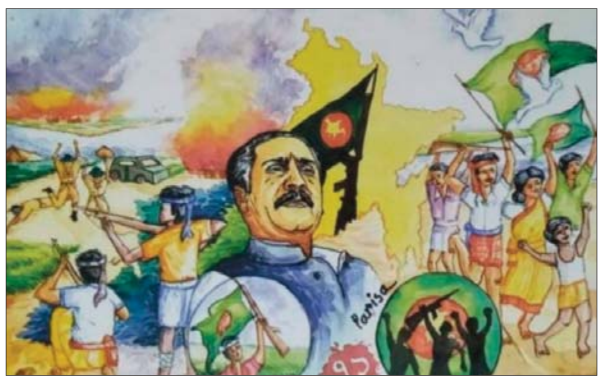

বাংলাদেশকে আসতে হয়েছে আজকের অবস্থানে। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গতিপথে নানা প্রতিপক্ষের আঘাতের পর যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো রাজনৈতিক এজেন্ডা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে রাজনৈতিক বিষয়ই এখানে সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে, যেমন একদলীয় বাকশাল পদ্ধতি, সামরিক শাসন, সামরিক বেসামরিক মোর্চা, ক্যু, পাল্টা ক্যু, তত্বাবধায়ক সরকারের আঃেদালন, গণতন্ত্রের পুনঃ প্রত্যাবর্তন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি গ্রহণ ও বাতিল, সামরিক ছত্রছায়ায় ১১১, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদানের ধারা ইত্যাদি ঘটনা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এবং জাতি হিসেবে বাংলাদেশীদের প্রবলভাবে আচ্ছন্ন বিভক্ত আক্রান্ত করে রাখে। রাজনীতির পাশাপাশি আবেগ, উচ্ছ্বাস, হিংসা ও জিঘাংসার বিষয়াবলিও রাষ্ট্র মানুষ সমাজকে ঘিরে রাখে। রাজনীতির নানা এজেন্ডার পুনঃ পৌনিক ঘূর্ণনের চাপে জনমানুষের মৌলিক সুযোগ ও অধিকারের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও জাতীয় এজেন্ডায় স্থান পায়নি। রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক আবেগও এজেন্ডার সামনে অনেক সময়ই দাঁড়াতে পারেনি সর্বসাধারণের মৌলিক স্বার্থের প্রসঙ্গসমূহ। মাঝে মাঝে অবশ্য সামাজিক সুরক্ষা জাল বা সোস্যাল সেফটি নেটের মাধ্যমে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, নারীর অধিকার ইত্যাকার বিষয়ে ’উপরথেকে’ কিছু কাজ করা হয়েছে বটে। কিন্তু অন্তর্গত বৈষম্য ও সমস্যার শেকড় ধরে টান দেয়া সম্ভব হয়নি। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ যথার্থ মনোযোগ ও পরিচর্যা পায়নি। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ হয়নি। দলীয়করণ আর রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুণ্ঠন থামানো যায়নি।স্বাধীনতার মতো বিশেষ এ নিয়ামতকে সর্বোচ্চ মর্যাদাদান করা উচিত আমাদের। স্বাধীনতার অর্জন যাতে কোনোভাবেই ম্লান না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। মহান স্বাধীনতা দিবস শুধু স্মৃতিচারণ নয়, জাতির জীবনে স্বাধীনতা অর্থবহ, তাৎপর্যময় করে তোলার পাশাপাশি স্বাধীনতাসার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে শপথ গ্রহণের দিনও। স্বাধীনতা অর্জন যত কঠিন, স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়ে বেশি কঠিন। চলমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট এবং আমাদের বাস্তবতায় এই বিষয়টি নানাভাবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। জাতির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব।ইতিহাসের নতুন অধ্যায়টিতে প্রবেশ করতে গিয়ে নতুন প্রজন্মের বোঝা উচিত যে, স্বাধীনতা মানে শুধু পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়, নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও শুধু নয়। স্বাধীনতা হলো স্বাধীন রাষ্ট্রে সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকার আয়োজন। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছার স্বাধীনতা, রাজনীতির স্বাধীনতা এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করেছিলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এই মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামীদের মতোই স্বপ্ন ও সাহস এগিয়ে আসুক, এটিই আমাদের প্রত্যাশা। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বেশি প্রয়োজন সংগ্রাম ও শক্তির। আর স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন প্রযুক্তি, কৌশল, ঐক্য ও ন্যায়বোধ। এ ছাড়া স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা ও সৎ বিবেচনাকে কাজে লাগানো একান্ত অপরিহার্য।যথেষ্ট সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ না হলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে হয় এবং থাকতে হয় সদা সতর্ক। তাই স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করে একে রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য মনে করা উচিত। স্বাধীনতাসার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের এই মৌল চেতনা সবাইকে অনুপ্রাণিত করুক এটাই মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যাশা।

## মস্কো সফরে চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং

ভারত সরকার চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং এর মস্কো সফরের দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ রাশিয়া এখন ভারতে সবচেয়ে বড় বন্ধু। কিন্তু চিন এখন ভারতের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখার কোনও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। তার ফলে চিনকে নিয়ে ভারত বেশ উদ্বিগ্ন। রাশিয়া তিন দিনের সফর করছেন চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং। তিনি এই তিন দিন রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক শক্তি সংক্রান্ত কথা বার্তা থেকে শুরু করে আর্থিক ব্যবসায়িক সব দিকের কথা বলবেন। এবং বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে মধ্য প্রাচ্যের সৌদি আরব এবং ইরানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে চিন একন বিশ্ব রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছেন চিনের চেয়ারম্যান। চিনের চেয়ারম্যান শি লিখেছেন, এক নতুন দিশা নিয়ে প্রেসিডেট পুতিনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে। এই প্রতিবেদনটি চিনের সরকারি মুখ পত্রতে প্রকাশিত হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে আজকে রাশিয়া বলতে গেলে কোনঠাসা হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় চিনের প্রেসিডেন্টের রাশিয়া সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়ার পুতিনের ওপরে আবার আইসিসি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। ঠিক সেই সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী দুই সদস্য এক যোগে কাজ করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শি বলেছেন, বিশ্বকে নতুন করে শান্তির পথ দেখাতে এই সফর শুরু করা হচ্ছে। তাহলে কিন পুতিনকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর কথা বলার ব্যাপরে কোনও আলোচনা হতে পারে তা নিয়ে গুজব উঠতে শুরু করেছে। যদি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে চিনের চেয়ারম্যান শি এর সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের কথা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। চিন যুদ্ধ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব নিয়ে আসা হলেও সেখানে চিন কিন্তু কোনও ভোট দেয়নি কারোর পক্ষে। রাশিয়ার বিরুদ্ধেও ভোট দেয়নি চিন। নীরব থেকেছে। ভারত চিন একই পথ ধরে চলতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে চিন থেকে বলা হয়েছিল কিভ এবং মস্কোর মধ্যে শান্তি আলোচনা যাতে হতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বেজিং। সেই পথ ধরে কি তাহলে চলতে শুরু করে দিয়েছেন চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের মারিয়ুপোল শহর সফর করেছেন রাতের বেলায়। সেখানে তিনি রাস্তায় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সফর করেছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনি রাশিয়ার কোনও শহর পরিভ্রমণ করতে বের হয়েছেন। মারিয়ুপোলকে রাশিয়ার অন্তর্গত করে নেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। একটি ঐতিহ্যপূর্ণ শহরতে আবার নতুন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কাজ শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। এদিকে পুতিন বলেছেন চিনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক খুবই মজবুত। চিন থেকে বলা হয়েছে পুতিনের গ্রেফতরি পরোয়না একটি রাজনৈতিক দ্বিচারিতা। চিনের বিদেশ মন্ত্র থেকে বলা হয়েছে যে আইসিসির উচিত হচ্ছে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক আইনের বিচার ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের যে রক্ষাকবচ রয়েছে তাকে সম্মান দেওয়া। পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে সেই বক্ষাকবচকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উদ্দেশ্য করে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, আমাদের সবচেয়ে পুরানো বন্ধু। কয়েক বছর আগে সীমাহীন অংশীদারিত্বের চুক্তি করেছিল চিন এবং রাশিয়া। পশ্চিমী শক্তির বিরদ্ধে শক্তিশালী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে চিন এবং রাশিয়া। তার ফলে এখন মধ্য প্রাচ্য থেকে শুরু করে গোটা এশিয়াকে কেন্দ্র করে একটি জোট গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে দুই রাষ্ট্র। রাশিয়া আর ইউরোপের দিকে নজর দিতে নারাজ। সে এখন এশিয়ার এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে জোট এবং ব্যবসা বাণিজ্য সেতু তৈরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে চিনকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়া এগিয়ে যেতে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক এই সফরের দিকে তীক্ষন নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী জি-২০ সম্মেলনে দিল্লিতে এসে বলেছিলেন তারা তাদের বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়ার রাজনীতি করে না। বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করাই হচ্ছে রাশিয়ার আসল কাজ। এদিকে চিনের সঙ্গে রাশিয়ার কতখানি দোস্তি হবে তার ওপরে ভারতের চিন বিদেশ নীতির সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। রাশিয়ার সঙ্গে যদি সত্যিকারের চিনের দোস্তি হয় তাহলে কিন্তু ভারত কীভাবে চিনের আগ্রাসন নীতিকে রোধ করতে বা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন শুধু শুধু রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী করছে তা নয়। চিনের কোনও কূটবুদ্ধি এর পিছরে কাজ করছে। চিনের কাছে এখন তাইওয়ান দখল করা এবং অরুণাচল প্রদেশকে চিনের বলে দাবি করা উভয় ব্যাপারে পরিস্কার মত রয়েছে শি জিনপিং এর। চিনের কূটনীতি অতি জটিল এবং ভয়ঙ্কর। সব সময়ে ভিন রাষ্ট্রকে গ্রাস করার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সেই কারণে ভারত চিনকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

## আবর্জনায় ভরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ নোংরা ও আবর্জনার স্তূপে ছেয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর। জঞ্জালের স্তূপের জন্য এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার রীতিমতো বেহাল পরিস্থিতি। এজন্য সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে হাসপাতালের গেট থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। দুর্গন্ধময় এই নোংরা জলের জন্য হাসপাতালের সামনে থাকা দোকানগুলো খুলতে পারেনি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল স্বরূপ মণ্ডল। জলপাইগুড়ির টিবি হাসপাতালপাড়া সংলগ্ন সঞ্জননগর কলোনি এলাকায় রয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। হাসপাতালের আশেপাশে রয়েছে প্রায় ৫০টি দোকান ঘর। গত দুদিনের বৃষ্টিতে জল জমে থাকার কারণে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের গেটে ঢোকার মুখেও জল জমে থাকায় রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা সমস্যায় পড়ছেন। দোকানের ভেতরে জল ঢুকে যাওয়ায় দোকানগুলো বন্ধ রেখেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় জল ঢুকে যাচ্ছে দোকানে। এই বেহাল পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সন্তু দাস বলেন, জেসিবি মেশিনের মাধ্যমে ড্রেনগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন তারা।

## বোমাতঙ্ক স্কুলে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ মার্চ ঃ সাতসকালে ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা ফলিমারী এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। জানা যায় মঙ্গলবার সকালে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর তারা দেখতে পায় বিদ্যালয়ের ঘরের বারান্দায় কেউ বা কারা বোমা তৈরির সরঞ্জাম ফেলে রেখে গেছে। আর তারপরেই আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকেরা পুলিশে খবর দেন এবং পুলিশ এসে বোমার সরঞ্জাম গুলি উদ্ধার করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকমল বর্মন জানান, আজ যখন তিনি বিদ্যালয়ে আসেন তখন এক ছাত্র এসে তাকে জানায় যে ছাত্ররা যখন স্কুলে এসেছিল তখন তারা বোমা তৈরির সরঞ্জামের মতো কিছু জিনিস দেখতে পায় এবং তারা সেগুলি ফেলে দেয়। আর ছাত্রদের মুখে এমন কথা শোনার পরেই সেগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য ছুটে যান প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা। তিনি আরও জানান পর্যবেক্ষণের পর তিনি নিশ্চিত হন এটা বোমা তৈরীর সরঞ্জাম। আর তারপরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তিনি আরও জানান বিদ্যালয়ের চত্বরে বোমা তৈরির এমন সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত।

## আদেশনামা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ মার্চ ঃ বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিক শ্যামল সেন এক সহকর্মী সহ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের বাড়ি প্রতীচিতে এসে বিভাগীয় দফতরের আদেশ নামা পৌঁছে দিয়ে গেলেন। রায়ত বিশ্বভারতী ও অমর্ত্য সেনের জমি বিবাদের দুটি শুনানি হয়। এক দশমিক আটত্রিশ একর জমির মধ্যে ১৩ ডেসিম্যাল জমি বিতর্কে বিশ্বভারতী বার বার চিঠি পাঠায়। তারপর বসতভিটা ও জমির মিউটেশনের জন্য অমর্ত্য সেন বিভাগীয় দফতরে আবেদন করেন। অমর্ত্য সেনের প্রতিনিধি গীতিকণ্ঠ মজুমদার জানান, বিএলআরও দফতরের এই আদেশ নামা পাওয়ার পর এবার পরচার জন্য আবেদন করা হবে।

# বগটুই গ্রামে নিহতদের বাড়িতে ঢুকতে বাধা তৃণমূল বিধায়ককে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ মার্চ ঃ মঙ্গলবার বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাটের তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বগটুইয়ে নিহতদের বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিলেন নিহতদের আত্মীয়দের একাংশ। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, মিটে গিয়েছে সব 'অভিমান'। এক বছর পূর্ণ হল বগটুইকাণ্ডের। ওই ঘটনায় নিহতদের সম্মান জানাতে মঙ্গলবার জোড়াফুল শিবিরের পক্ষে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেই কর্মসূচিতে তাল কাটল। এদিন বগটুইয়ে তৃণমূলের কর্মসূচি ছিল সকাল ১১টা থেকে। সেই মতো বগটুই যান জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁরা নিহতদের বাড়িতে যান। কিন্তু সকলকে ঢুকতে দেওয়া হলেও বাধা দেওয়া হয় রামপুরহাটের বিধায়ককে। নিহতের আত্মীয়দের এক জন বলেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ভেতরে যাবেন না। এর পর আশিসের মুখের উপরেই বন্ধ করে দেওয়া হয় গ্রিলের দরজা। বগটুইকাণ্ডে স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা শেখলাল শেখ। অগ্নিকাণ্ডে জখম হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী নাজমা। তাঁর দেহের ৬৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। সপ্তাহখানেক রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যু হয় তাঁর। সেই শেখলাল বলেন, দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)-র উপর আমাদের কোনও ক্ষোভ নেই। উনি আমাদের পাশেই আছেন। কিন্তু ওঁর (আশিস) উপর ক্ষোভ এই জন্য যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কোনও খোঁজখবর উনি গত এক বছরে নেননি। স্থানীয়দের একাংশের এই ক্ষোভ নিয়ে আশিসবাবুর বক্তব্য, ক্ষোভ তো দেওয়া হবে না, এরকম কথা আমি শুনিনি। আমি বলতে পারব না। সকলে কি এই কথা বলছেন? এখানকারই বাসিন্দা ফটিক শেখ। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ফটিক শেখ জেলের আবেদন করেছিলেন কার কাছে? আপনারা খোঁজ নিন। তা হলেই হবে। তাঁরই কেন্দ্রের ওই এলাকার সঙ্গে তাঁর যে দীর্ঘ সময় প্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ ছিল না তা স্বীকার করে নিয়েছেন আশিস। তাঁর কথায়, নিহতদের পাশে পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম যখন এসেছিলেন তখম আমরা এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তার পর যখন সিবিআই তদন্ত শুরু হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই এখানে আর আসিনি। সতর্ক ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। এই জন্য যে, যাতে কেউ কোনও কথা তুলতে না পারে। বীরভূমের তৃণমূল নেতা মলয় মুখোপাধ্যায়ের দাবি, ওঁদের অভিমান মিটে গিয়েছে। এখন আর কোনও অভিমান নেই। আমরা সকলে ওঁদের পাশে আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং আছেন। এর পর তৃণমূলের কর্মসূচিতে যোগ দেন শেখলাল।

## উন্নয়নের কাজ দ্রুত শেষ করুন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সমস্ত অসম্পূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এক্ষেত্রে অর্থের কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। কারণ, কাজ শুরুর আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়ার সময়ই সংশ্লিষ্ট কাজের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে যেগুলো সার্বিক উন্নয়ন কাজ চলছে, তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিভিন্ন কাজের কি অবস্থা তা নিয়েই বৈঠক করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এদিন জেলা প্রশাসনের কর্তাদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী। যেসব কাজ শুরু হয়েছিল তা বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে এবং সেইসব কাজের সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আরও কতদিন সময় লাগবে, মূলত সেইসব বিষয় নিয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে যে বাড়তি সময় দেওয়া হয়েছিল, তা কমিয়ে দ্রুততার সাথে কাজে গতি আনার নির্দেশও দিয়েছেন মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মালদা জেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে খুব ভালো কাজ হচ্ছে। সেই কাজের পর্যালোচনা এদিন করা হয়েছে। নানান ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। এমনকি আমার কাছে দুর্নীতির কোন অভিযোগও আসে নি। যেসব এজেন্সি কাজ করছে, সে রাস্তা হোক, সেতু হোক বা অন্যান্য কিছু। সেইসব কাজের মান খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তবে কাজে গতি আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি গুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কম সময়ের মধ্যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ শেষ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দূত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২১ মার্চ ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের চোপড়া বিধানসভা এলাকার কমলা গাঁও সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দূত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন চোপড়া বিধানসভার বিধায়ক হামিদুল রহমান, কমলাগাঁও সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হক, তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লকের সহ-সভাপতি কামাল উদ্দিন। বিধায়ক হামিদুর রহমান বলেন, সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছুদিন আগে সেন্ট্রাল টিম এসে কাজের প্রশংসা করে গিয়েছে। এই অঞ্চলের ৯৯ শতাংশ মানুষ কাজে সন্তুষ্ট। এত মানুষের ঢল কারণ দিদির হাত শক্ত করার জন্য। ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি কামাল উদ্দিন বলেন পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধী দলদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসুন মিলে মিশে একসঙ্গে লড়াই করি। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিরোধীদের সংগঠন নেই তাদের দলের পতাকা ধরার লোকও নেই। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন হবে। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হক বলেন, যতদিন বাম সরকার ছিল ততদিন বিভিন্ন সময় ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকতো এই অঞ্চলে। বর্তমানে তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে উন্নয়ন হয়েছে যার জন্য এই সাধারণ মানুষের ঢল নেমে পড়েছে আজকের এই কর্মসূচিতে।

## চুরির অপরাধে মাটিগাড়া থেকে গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির রণনগর এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে গ্রেফতার তিনজন। সোমবার তাদের গ্রেফতার করা হয় ও মঙ্গলবার তাদের শিলিগুড়ি আদলতে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, রিনা মন্ডল নামে এক মহিলা তার বাড়ি রণনগর এলাকায়। কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির খাপরাইল মোড় এলাকায় তিনি চায়ের দোকান করতেন, পাশাপাশি ওই এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে এক এক করে বাড়ির সমস্ত জিনিষ চুরি যায় বলে অভিযোগ। গতকাল তিনি তার রণনগরের বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে কোনো সামগ্রীই সেখানে নেই সব চুরি গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিগাড়া থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গতকাল রাতেই তিনজনকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম,বিশ্বজিৎ হালদার (২৯), রকি রায় (২৩), শ্রীনন্দন সরকার (৩০)। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্বজিৎ হালদার রিনা মন্ডলের ছেলে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান নেশার সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে এই সামগ্রী গুলি তারা সেখান থেকে সরিয়ে বিক্রি করতো। ধৃত শ্রীনন্দন সরকারের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু আসবাবপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই র‍্যাকেটের বাকিদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

## ক্যানেলের জলে বন্যার পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ লিংক ক্যানালের বাঁধ ভেঙ্গে ক্যানেলের জলে বন্যা পরিস্থিতি জটিয়াকালী এলাকায়। আচমকা রাতের অন্ধকারে ক্যানেলের জল হু হু করে গ্রামের অনেক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ফুলবাড়ী সংলগ্ন জটিয়াকালি ছাট প্রধানপাড়া এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় এলাকাবাসীদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হঠাৎ একটি বিকট শব্দ শোনা যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হু হু করে লিংক ক্যানালের জল ঢুকতে থাকে বাড়িতে। ভয়ে বাসিন্দারা ছোটাছুটি শুরু করতে থাকেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঘরের জিনিস বাঁচাতেই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন সকলে। দেখা যায় বাড়ির উঠোন দিয়ে নদীর মতো জল বয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যেই জলে ভরে যায় রাস্তাঘাট ও বাড়ির উঠোন। খবর পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ছুটে আসেন ওই এলাকায়। যোগাযোগ করা হয় তিস্তা ক্যানেলের দায়িত্বে থাকা অফিসারদের কাছে। অবশেষে মেন ক্যানাল এর লক গেট বন্ধ করে জল কমিয়ে দিলে স্বস্তি পায় গ্রামবাসীরা। তিস্তা ক্যানেলের এই লিংক ক্যানেলের পাশেই রয়েছে ঘনবসতি এবং সেই ক্যানেলের বাঁধ একেবারেই দুর্বল হওয়ার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। আজ সকালে ওই এলাকায় সেচ কর্মীরা পৌঁছে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেন।

# পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণে অভিযুক্ত ৩

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ ঃ ক্লাসরুমেই ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গাজোলের একটি জুনিয়র হাইস্কুলে। এই ঘটনায় নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। ধৃতদের একজন আবার নির্যাতিতার বান্ধবীর দাদা। গোটা ঘটনায় স্কুলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার মা। ঘটনার প্রেক্ষিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গাজোলজুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার। ওই জুনিয়র স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ৩৭। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। সেদিন অসুস্থতার জন্য তিনি স্কুল যাননি। একই কারণে সোমবারও স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, শনিবার হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রী স্কুলে গিয়েছিল। তবে শিক্ষক না থাকায় পঠনপাঠন হয়নি। তারা মিড ডে মিল খেয়ে বাড়ি চলে যায়। তবে খাবার খাওয়ার পরেও নির্যাতিতা ও তার এক বান্ধবী স্কুলে ছিল। সেই সময় বহিরাগত তিন যুবক স্কুলে ঢোকে। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রীদেরই এক বান্ধবীর দাদা। তারা দু'জনকেই দোতলায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এক ছাত্রী কোনওমতে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। এরপরেই ওই তিন যুবক এক ছাত্রীকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এদিকে পালিয়ে যাওয়া ছাত্রীটি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে সব কথা খুলে বললে স্কুলে ছুটে যান মা। নির্যাতিতার মা বলছেন, এই ঘটনার জন্য দায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেদিন খবর পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে গিয়ে দেখি, দোতলার ঘরে বসে মেয়ে কাঁদছে। অনেক জিজ্ঞাসা করলেও সে কিছু বলেনি। বাড়ি ফেরার পর মেয়ে সব ঘটনা খুলে বলে। এরপরেই গতকাল আমি গাজোল থানায় তিন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ তিনজনকেই গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হতেই গতকাল রাতে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আজ ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনজনেরই পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

# পুলিশ লেখা গাড়িতে জেলা সফরে এসে বিতর্কে সায়ন্তিকা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২১ মার্চ ঃ পুলিশ লেখা গাড়িতে চড়ে দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদিকা তথা তারকা নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ায় পুলিশ লেখা গাড়িতে চড়ে 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে যান সায়ন্তিকা। আর এই নিয়েই কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা। তাঁরা ব্যঙ্গ করে বলেছেন, জনগন তাড়া করবে এই আশঙ্কাতেই পুলিশ লেখা গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সায়ন্তিকা। যদিও সায়ন্তিকার দাবি, এই গাড়ি যখন তাঁর বাবা পুলিশে চাকরি করতেন তখনকার। এখনও তিনি পরোক্ষভাবে পুলিশ সার্ভিসে রয়েছেন। তাই এটা তাঁরই গাড়ি। এদিন বাঁকুড়ার মেজিয়ায় দিদির দূত কর্মসূচিতে যান সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকালে মেজিয়া ব্লকের ডাং মেজিয়া গ্রামের মন্দিরে পুজো দেন তিনি। পরে দলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মেজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও তেওয়ারি ডাঙ্গা এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন সায়ন্তিকা। অভিযোগ এদিনের দলীয় সমস্ত কর্মসূচিতে সায়ন্তিকা যে গাড়িটি ব্যবহার করেছিলেন তার পিছনের কাঁচে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে পুলিশ। আর এতেই বিতর্ক দানা বাঁধে। বিরোধীরা প্রশ্ন তোলেন তিনি পুলিশের গাড়িতে চড়ে কীভাবে দলীয় কর্মসূচী করছেন। সায়ন্তিকা অবশ্য এতে দোষের তেমন কিছু দেখছেন না। সায়ন্তিকার সাফাই, আমার বাবা পুলিশে কাজ করতেন। অবসর নিলেও পুলিশ সার্ভিসের সঙ্গে এখনও পরোক্ষে যুক্ত রয়েছেন। বাবার সেই গাড়িই আমি ব্যবহার করছি। এটা নিয়ে মিডিয়া ও বিরোধীরা অহেতুক জলঘোলা করছেন। আমি যেটা বললাম তা খোঁজ নিয়ে দেখুন, সত্যিটা জানতে পারবেন। কিন্তু এর আগে তো কখনও তাঁকে বাঁকুড়া জেলায় এই গাড়ি নিয়ে দেখা যায়নি? এই প্রশ্নের উত্তরে তারকা নেত্রী বলেন, আগে আমি আমার নিজের গাড়ি বা দলের গাড়ি নিয়েই জেলা সফর করেছি। এবার কিছু সমস্যা থাকায় বাবার এই গাড়িটি নিয়ে এসেছি। যদিও বিষয়টিকে এভাবেই ছেড়ে দিতে রাজি নন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানার কটাক্ষ, যেভাবে রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসছে তাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের তাড়া করতে পারেন। সেই আশঙ্কাতেই সায়ন্তিকা পুলিশ লেখা গাড়িতে চড়ে এমন দলীয় কর্মসূচী সারছেন। সায়ন্তিকা অবশ্য এতে দোষের তেমন কিছু দেখছেন না।

## স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্তের জেল

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২১ মার্চ ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত স্বামীকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ নবদ্বীপ আদালতের। পুলিশ জানায়, অভিযুক্তের নাম তপন কুমার মন্ডল। সোমবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত তপন কুমার মন্ডলকে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ কলোনি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, আদতে নদীয়ার কালীগঞ্জের বাসিন্দা তপন কুমার মন্ডল বিবাহ সূত্রে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ কলোনি এলাকায় বসবাস করতেন। নির্যাতিতা স্ত্রী সুপর্ণা মন্ডলের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, সোমবার সকালে বিবাদের জেরে তপন কুমার মন্ডল তার স্ত্রী সুপর্ণা দেবীকে বেধড়ক মারধর এবং শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সুপর্ণা দেবীর চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তারাই সুপর্ণা দেবীকে উদ্ধার করেন। এরপর হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে নবদ্বীপ থানায় স্বামী তপন কুমার মন্ডলের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা ঐ গৃহবধূ। অভিযোগে তদন্তে নেমে সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ অভিযুক্ত স্বামী তপন কুমার মন্ডলকে গৌরাঙ্গ কলোনি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

## উত্তেজনা তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী বাছাইকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো মানিকচক থানার নুরপুর এলাকায়। বৈঠক চলাকালীন তৃণমূলের একাংশ কর্মীদের নিজেদের মধ্যেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। সেই হাতাহাতি থেকে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। আর তাতেই জখম হয় দলেরই চারজন। মঙ্গলবার দুপুরে এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বরমপুর এলাকার তৃণমূল কার্যালয়ে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নুরপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বরমপুর বুথের প্রার্থী নিয়ে আলোচনা বৈঠক হয়। সেখান চারজনের নাম ঠিক করা হয়। সেই নামকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। আহতরা বর্তমানে মানিকচক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের নাম লাটু শেখ (৪৫), রজিম শেখ (৩৫), রবিউল শেখ (৪২) এবং অতিউল শেখ (৩৮)। এই ঘটনায় মারধরের অভিযোগ উঠেছে এলাকার তৃণমূল নেতা সাবির শেখ এবং জাবির শেখের বিরুদ্ধে।

**TENDER NOTICE**

Executive Engineer, PWD, Hooghly Division invites NIT from Bonafied resourceful contractor, against **N.I.Q. No-21 of 2022-23** of Executive Engineer, PWD, Hooghly Division for 1(One) no. civil works/Bid submission closing date: **30.03.2023 up to 2.00 p.m.** Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in** Other details may be seen from the office of the u/s on any working day between office hours and from the Departmental website **www.pwdwb.in**

**Sd/- Executive Engineer, PWD, Hooghly Division**

**E-Tender Notice No-179/JAM-1/PBG-SFC, dt-21.03.2023**

E-Tender are here by invited by the Pradhan , Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender from **21.03.2023 to 27.03.2023.** Date of opening **30.03.2023 at 11.00 AM** for further details. Visit the website **https://wbtender.gov.in** or G.P. office.

**Sd/- Prodhan**
**Jamalpur -1GP**
**Jamalpur, Purba Bardhaman**

**Office of the**
**Ramsagar Gram Panchayat**
**Ramsagar, Onda, Bankura**

**Notice Inviting e-Tender No-04/2022-23 (2nd Call)(Tender ID 2023_ZPHD_495730) Memo No 220/RGP/2023 Date: 17/03/2023 & 05/2022-23 (2 nd Call)(Tender ID 2023_ZPHD_495736) Memo No 221/RGP/2023 Date: 17/03/2023.** Pradhan, Ramsagar Gram Panchayat invites percentage rate e- Tender for 8 (eight) nos works. Last date of documents download and bid submission is **27 th March, 2023 at 18.00 hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Pradhan**
**Ramsagar Gram Panchayat**

**Office of the**
**KANGANBERIA GRAM PANCHAYAT**
**Under Bishnupur-II Panchayat Samity**
**Baragagangohalia, Bishnupur, South 24 Parganas.**
**e-mail: ea.kanganberia@gmail.com**
**Phone: (033) – 24959799/9804818501**
**E-Tender No. KBGP/Bish-II/79, 80, 81 & 82/2023**

The Prodhan, Kanganberia Gram Panchayat Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs, invites online percentage rate tenders for the total 9(Nine) Nos. different works. Work completion time: 90 days. Bid submission starting (online) from **17.03.2023, at 05.00 pm (for only E-NIT- KBGP/Bish-II/79/2023)** and **18.03.2023 from 09.00 am up to 27.03.2023 at 04.30 pm.** Bid Opening date online on **30.03.2023 at 11:30 am.** For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Kanganberia Gram Panchayat**
**Bishnupur-II P.Samity, South 24 Pgs.**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil), Borough-IV, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for the following work :

**NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/028/044/2022-2023/R**

Name of the Work : **Restoration of passage at 2B/II/9/1, 3C/II/9 to 3C/II/15, Dr. M.N.C. Sarani and others in Ward No. 28**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,74,991.63**; Earnest Money : **Rs. 3,500.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **29.03.2023 at 11.00 a.m.**; The Tender will be opened on : **31.03.2023 at 11.00 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **21.03.2023 at 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

**The Executive Engineer (Civil), Borough-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/33/2022-2023**

Name of the Work : **Restoration of footpath and passage at different places etc. in Ward no. 48**; Estimated Cost : **Rs. 2,26,556.75** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **28.03.2023 at 11.00 a.m.**; Date and Time of opening of Tender : **30.03.2023 at 11.00 a.m.**;

**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/037/036/2022-2023**

Name of the Work : **Restoration of IPS, Paver block footpath and passages at 166, K. C. Sen Street, 46/7 M. G. Road, 18 Patwar Bagan Lane etc. places in Ward no. 37**; Estimated Cost : **Rs. 3,36,987.19** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

**(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/29/22-23**

Name of the Work : **Restoration of pavements and passages at 1/2 Canal West Road and surrounding places in Ward no. 36**; Estimated Cost : **Rs. 2,99,721.39** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **29.03.2023 at 11.00 a.m.** (for Sl. no. 2 & 3); Date and Time of opening of Tender : **31.03.2023 at 11.00 a.m.** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **21.03.2023 at 05.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

**The Executive Engineer (Civil), Borough-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/087/24/2022-2023/D**

Name of the Work : **Restoration of paver block & I.P.S. footpaths at 33, 41 Parasar Road, 195, 209A Sarat Bose Road etc. in Ward no. 87**; Estimated Cost : **Rs. 4,97,513.30** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**;

**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/085/025/2022-2023**

Name of the Work : **Restoration of footpath and passages at 3D, 20, 16/3B, Dover Terrace, 10F, 7A, 1/4 M. P., 2nd Lane, 3/1A, 5/1H, 13H/8 Panditiya Road, 9D Lansdown Place etc. in Ward no. 85**; Estimated Cost : **Rs. 2,98,567.25** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **03.04.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 & 2); Date of opening of Tender : **05.04.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **24.03.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).

**The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No.: KMC/IX/078/060/2022-2023 (1st Call)**

Name of the Work : **Restoration of I.P.S. passage at 47, 48, 50, D. H. Road in Ward no. 78**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,97,061.90**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **01.04.2023 at 11.00 a.m.**; Tender will be opened on : **03.04.2023 at 11.00 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **21.03.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

**The Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No.: KMC/ASPH/P.B/SD/MY-1/22-23 (2nd Call)**

Name of the Work : **Continuation of operation & maintenance of DM-45 and DM-50 Plants at Asphaltum Palmer Bazar Department**; Estimate Amount (including GST, CESS & Contingency) : **Rs. 4,11,264.00**; Earnest Money : **Rs. 8,500.00**; Period of Completion : **365 Days**; Bid submission start date and time : **22.03.2023 from 11:00 a.m.**; Last Date and Time of Submission of Bid : **31.03.2023 at 11.00 a.m.**; Bid opening date for technical proposal : **03.04.2023 at 11.00 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **22.03.2023 after 11:00 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

**CORRIGENDUM**

**NIT No.: KMC/WS/West/W68/T03/R2/2022-23 of W. S. Deptt.** published in this Newspaper (**Key No. 1163/22-23**) on 15.03.2023. Last date of receipt/opening of tender (online) should be read as **28.03.2023 at 01:00 p.m./30.03.2023 at 01:30 p.m.** instead of 23.03.2023 at 01:00 p.m./25.03.2023 at 01:30 p.m. Other details remain unchanged.

**1184/22-23**

**মেগা রিসোর্সেস লিমিটেড**
**CIN : U65999WB1993PLC058492**
রেজি অফিস ঃ ১০, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণী (ক্লাইভ রো), ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ ২৪/ ১/ ১, আলিপুর রোড, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ইমেল ঃ megaresourceslimited@gmail.com

**ফিজিক্যাল মোডে ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কিত তথ্য**

এই তথ্যাবলী প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সার্কুলার মোতাবেক যা জারি হয়েছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) তরফে সময় সময়, প্রস্তাবিত এবং দ্রুততার সহিত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর করতে ফিজিক্যাল মোডে যা বাতিল / ফেরত এসেছে তথ্যের ঘাটতি থাকার কারনে। আরও সেবি-র সার্কুলার তারিখ ২ ডিসেম্বর, ২০২০ ভিত্তিতে প্রস্তাবিত প্রয়োগগত নির্দেশনা হস্তান্তর করতে এবং ডিমেটিরিয়ালাইজেশান করতে রি-লোডেড ফিজিক্যাল শেয়ার।
দয়াকরে দেখে নিন নিম্নের বিস্তারিত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তথ্যাবলী যেগুলির হস্তান্তর প্রক্রিয়া হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে।

| ক্র নং. | হস্তান্তরকারীর ফোলিও নং. | হস্তান্তরকারীর নাম এবং ঠিকানা | সার্টিফিকেট নং. | স্বতন্ত্র নং. | ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা | হস্তান্তর যেখানে হবে তার নাম এবং ঠিকানা | হস্তান্তরিতের ফোলিও নং. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪২৬ | খুশবু বিয়ারিং প্রা. লি. ২বি, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২ | ০০০০০০২৩, ০০০০০০২৪ | ০০০৬৮৫৭০১ থেকে ০০০৬৮৫৭০০, ০০০৬৮৫৭০১ থেকে ০০০৭২৫৭০০ | ৯০০০০ | ওনিক ইন্ডিয়া প্রা. লি., ২৬ বেলভেডার রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, প.ব. | ৪৭০ |
| ২ | ৪২৭ | বাহার পেপারস প্রা.লি. ৭১, বি.আর.বি.বি. রোড কলকাতা-৭০০০০১ | ০০০০০০২০, ০০০০০০২১ | ০০০৪৮৫৭০১ থেকে ০০০৫৩৫৭০০ ০০০৫৩৫৭০১ ০০০৫৮৫৭০০ | ১০০০০০ | -একই- | ৪৭০ |
| ৩ | ৪২৮ | জয়প্রিত হোটেল প্রা.লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২ | ০০০০০০১১, ০০০০০০১২, ০০০০০০১৬ | ০০০১২৫৭০১ থেকে ০০০১৭৫৭০০, ০০০১৭৫৭০১ থেকে ০০০২০৫৭০০, ০০০৩২৫৭০১ থেকে ০০০৩৬৫৭০০ | ১২০০০০ | -একই- | ৪৭০ |
| ৪ | ৪২৯ | গুডফেথ সিমেন্ট প্রা.লি. ১৫৬এ, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০০১ | ০০০০০০১৭, ০০০০০০২২ | ০০০৩৬৫৭০১ থেকে ০০০৪০৫৭০০, ০০০৫৮৫৭০১ থেকে ০০০৬৩৫৭০০ | ৯০০০০ | -একই- | ৪৭০ |
| ৫ | ০২৮ | আশিয়ানা বিনিময় প্রা.লি. ১৩৭, এন.এস. রোড কলকাতা-৭০০০০১ | ০০০০০০২৮ | ০০০৯৬৫০০১ থেকে ০০১০০০০০০ | ৩৫০০০ | -একই- | ৪৭০ |
| ৬ | ০১৮ | ম্যাগনেট বিনিময় প্রা.লি. ১৩৭, এন.এস. রোড কলকাতা-৭০০০০১ | ০০০০০০১৮ | ০০০৪০৫৭০১ থেকে ০০০৪৪৫৭০০ | ৪০০০০ | -একই- | ৪৭০ |

সেবি সার্কুলার ভিত্তিতে আরও সূচিত করা যায় উপরিউল্লিখিত শেয়ারগুলি থাকবে লক-ইন মেয়াদে ছয় মাসের জন্য হস্তান্তর নথিবদ্ধ হওয়ার তারিখ ১৩ মার্চ, ২০২৩ থেকে এবং হস্তান্তর / ডিমেটিরিয়ালাইজড করা হবে না উল্লেখিত মেয়াদে। লক-ইন মেয়াদের পর শেয়ার প্রদান করা হবে ডিম্যাট মোডে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিতের অ্যাকাউন্টে উপরি উল্লিখিত সেবি সার্কুলারের ভিত্তিতে।

মেগা রির্সোসেস লিমিটেড
স্থান ঃ কলকাতা
স্বা /-
তারিখ ঃ ২১.০৩.২০২৩
সুরভী বাজোরিয়া (DIN : 02186211)

# বিজ্ঞান ও পরিবেশ

## মহাশূন্যের বর্জ্য সাফাইয়ে এবার বিশেষ পদ্ধতি নাসার

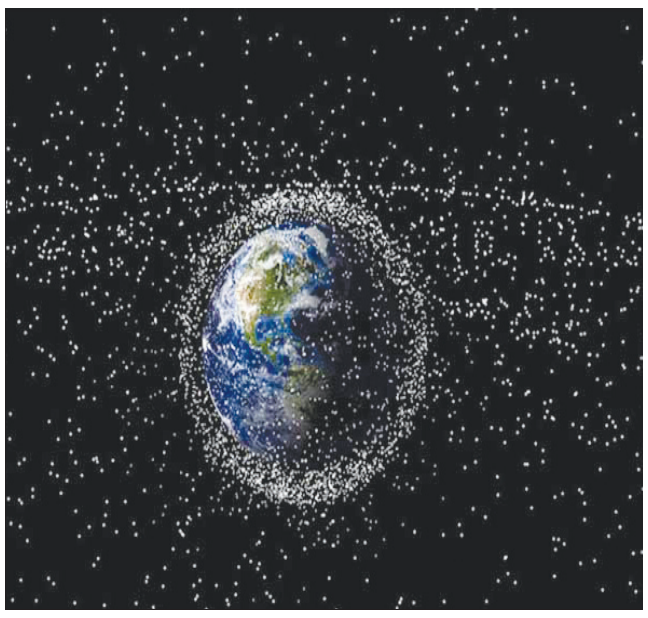

মানব সভ্যতা উন্নতি যেমন হচ্ছে, তেমন বাড়ছে নানা ধরনের বর্জ্যের পরিমাণ। এমনকী আবর্জনা স্তূপ জমেছে মহাশূন্যেও। জানেন কি! সেই সব পরিষ্কার করা তো প্রয়োজন। প্রথমদিকে লেজার রশ্মি ব্যবহার করে মহাকাশের বর্জ্য সাফাইয়ে কাজ করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রযুক্তি তো দৌড়াচ্ছে। তাই লেজার রশ্মির প্রয়োগ খানিক পিছিয়ে পড়ছে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার প্রস্তাব, বিশেষ ধরনের মহাকাশযান পাঠানো হোক। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণিজ্যিকভাবেই তা শুরু করতে চায় নাসা। লেজার রশ্মি ব্যবহার করে মহাকাশ বর্জ্য সাফাইয়ে নেপথ্যে মূল বিজ্ঞান আসলে সরাসরি কোনও সংস্পর্শ ছাড়া কাজ করা। এবার সেই কাজকেই আরও উন্নত করার লক্ষ্য নাসার। এই যে সাফাই মহাকাশযান বা Sweeper Spacecraft পাঠানোর কথা হচ্ছে, তার প্রযুক্তিও অনেকটাই লেজার নির্ভর হবে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থার প্রস্তাব, দু ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে- ডিসট্যান্স ফোটন অর্থাৎ কোয়ান্টাম কণা দিয়ে তা সাফ করা এবং অ্যাবলেশন অর্থাৎ কোনও কিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া। সাফাইয়ে পরও যেগুলি মহাকাশে রয়ে যায়, তাও তো দূর করা দরকার। সেই লক্ষ্যে নাসার নয়া প্রস্তাব। এক পত্রিকায় এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ফোটন কণার মাধ্যমে সাফাইকাজের উপকারিতা কথা বলা হয়েছে। ভরহীন কোয়ান্টাম কণার সাহায্যে এই কাজ অনেকটা সার্জারির মাধ্যমে শরীরের কোনও বর্ধিত অংশকে বাদ দেওয়ার মতো ব্যাপার। এবং তাতে বর্জ্য দূরীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। আর অ্যাবলেশন পদ্ধতিতে আরও শক্তিশালী লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। বর্জ্যের কোনও একটি অংশকে দূর করার পরও যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা লেজারের প্রভাবে উৎপন্ন তাপশক্তি থেকে প্লাজমা ও গ্যাসের পিণ্ড তৈরি হবে, ফলে তা আলাদা করে কোনও বর্জ্য তৈরি হবে না। দু'ধরনের সাফাই প্রক্রিয়ার তুলনা করলে অ্যাবলেশন পদ্ধতিকেই এগিয়ে রাখছেন বিজ্ঞানীরা। এতে সাফাইকাজ অনেকটা যথাযথ হয়। বলা হচ্ছে, মহাকাশ বর্জ্যকে সম্পূর্ণরূপে কক্ষচ্যুত করতে এই পদ্ধতিই ভাল। আর ফোটন কণার সাহায্যে কাজ করলে বর্জ্য পুরোপুরি মুক্ত নাও হতে পারে। তবে এই পদ্ধতি প্রয়োগে নেপথ্যে নাসার একটাই বক্তব্য। সব দেশের বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা যদি হাতে হাত মিলিয়ে এই পদ্ধতিতে মহাকাশে বর্জ্য সাফাইয়ে কাজ করে, তাহলেই একমাত্র ভালভাবে কাজ হওয়া সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে।

## বাদুড় নয়, রাকুন ডগ ছড়িয়েছিল করোনা!

প্রায় দু'বছরের বেশি সময় ধরে অতিমারী করোনার ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পৃথিবী। জানেন কি এই করোনা ভাইরাস কোথা থেকে এসেছিল। এই মুহূর্তে আতঙ্কের মাত্রা অনেকটাই কম ঠিকই, কিন্তু ফের যে নতুন করে করোনা ভাইরাস পৃথিবীতে আতঙ্ক ছড়াবে না, সেকথা হলফ করে বলা যাচ্ছে কি। বিজ্ঞানীরা বলছেন না। এই কয়েক বছরেও কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায়নি কোথা থেকে উৎপত্তি হল এই মারণ ভাইরাসের? এতদিন শোনা যাচ্ছিল বাদুর থেকে নাকি প্রথম ছড়ায় কোভিড১৯। কিন্তু সম্প্রতি শোনা গেল অন্য কথা। এক বিশেষজ্ঞের দলের দাবি, বাদুড় নয়

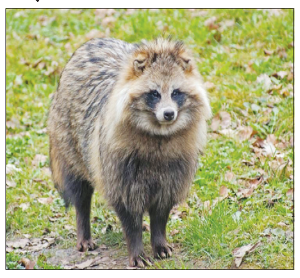

একধরনের কুকুর জাতীয় প্রাণী 'রাকুন ডগ' থেকেই প্রথম কালো ছায়া ছড়িয়েছিল করোনা ভাইরাস। ইউহানের সিফুড হোলসেল মার্কেট থেকেই ওই ভাইরাস ছড়িয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ২০২০ সালে ওই মার্কেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। মেঝে, দেওয়াল, খাঁচা কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। পরে সেই সব নমুনা গবেষণাগারে খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে এটা স্থির করে বলা যায়নি এই রাকুন ডগের শরীর থেকেই মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছিল কিনা কিংবা এরা এই ভাইরাস বহন করার পর আক্রান্ত হয়েছিল কিনা। সকলের জন্য খোলা এক জেনোমিক ডেটাবেসে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে গবেষক দলের অন্যতম ভাইরোলজিস্ট অ্যাঞ্জেলা রাসমুসেন জানাচ্ছেন, এই মার্কেটের পশুরা যে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত শক্তিশালী প্রমাণ মিলেছে। এক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়ার জায়গাই নেই।

## পেট্রোল বা ডিজেলে নয়, সৌরবিদ্যুতে চলছে গাড়ি

পেট্রোল বা ডিজেলে নয়, ভাবা যায় সৌরবিদ্যুতে চলছে গাড়ি। তাও আবার চার চাকা। বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মনোজিত্ মণ্ডল নামে এক ভদ্রলোক। ব্যাপারটা কী? কীভাবে চলছে এই গাড়ি, দেখে নেওয়া যাক। বাড়ি বাঁকুড়া শহরে। কাঠজুড়িডাঙার ব্যবসায়ী তিনি। গাড়ি মানেই তেলের খরচ, তার উপর পরিবেশ দূষণ। কীভাবে দুটো জিনিস একসঙ্গে বাদ দেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে অভিনব গাড়ি তৈরি করলেন মনোজিত্ বাবু। একটি লাল রঙের ন্যানো গাড়িকে তিনি চালাচ্ছেন সৌরবিদ্যুতে। জানা গিয়েছে, নিজের হাতে ৬ হাজার কিলোওয়াটের মোটর বানিয়েছেন তিনি। ৭২ ভোল্টের ব্যাটারি আর গাড়ির ছাদে বসিয়েন ৩০০ ওয়াটের সোলার প্লেট। তাতেই রাস্তায় ছুটছে গাড়ি। তিনি জানিয়েছেন, এই সোলার প্লেটের মাধ্যমে ৬ ঘণ্টায় ফুল চার্জ হয় গাড়ি। শর্ত একটাই, আকাশ হতে হবে মেঘ মুক্ত, রোদ ঝলমলে। আর ব্যাটারি ফুল চার্জ থাকলে এই গাড়িতে করে অনায়াসে

যাতায়াত করা যাবে ১৩০ কিলোমিটার। প্রসঙ্গত, ছোট থেকেই নিত্যনতুন ভাবনা নিয়ে মশগুল থাকতেন তিনি। এর আগেও একাধিক ইলেকট্রিক গাড়ি বানিয়েছেন তিনি। তবে পেট্রোল ডিজেলের অগ্নি মূল্যের বাজারে সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে তার এই নতুন আবিস্কার।

## মেট্রো রেল শিক্ষার্থীদের ছাড় ব্যবস্থায় নথিভুক্ত করল ১২০ টি প্রতিষ্ঠানকে

কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে স্বীকৃত স্কুলের শিক্ষার্থীদের (পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড, সিবিএসই, আইসিএসই) এবং আইটিআই শিক্ষার্থীদের ছাড় দিচ্ছে। মেট্রো ২০০৯ সাল থেকে নির্ধারিত নিয়ম (২৪.০৭.২০০৯ তারিখের রেলওয়ে বোর্ডের বাণিজ্যিক সার্কুলার নং ২৯) অনুযায়ী ১০২ বা সমতুল্য স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের ছাড় দিচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীরা ৬০ ছাড় পায়। ১২০টি স্বীকৃত স্কুলের (পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড, সিবিএসই এবং আইসিএসই) এবং কলকাতা এবং এর আশেপাশের আইটিআইএর ছাত্ররা নিয়মিত এই ছাড় পাচ্ছে। এই ছাড় পেতে ইচ্ছুক যে কোনও স্কুলপ্রতিষ্ঠানকে নথিভুক্তির জন্য প্রথমে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। নিয়মানুযায়ী মানদণ্ড পূরণ করার পর তারা তালিকাভুক্ত হলে, তাদের নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্র বিতরণের জন্য তাদের ছাড় দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের এই ফর্মগুলি যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা যাচাইকৃত স্টেশন মাস্টারকে দেখাতে হবে এবং তারপরে স্মার্ট কার্ডগুলি ইস্যু করা হবে এবং রিচার্জ করা হবে। এপ্রিল, ২০২২ সাল থেকে, ৬৪ টি স্বীকৃত স্কুল এবং আইটিআইগুলিকে ৭৯টি ছাড় দেওয়া হয়েছে (প্রতিটিতে ১০০টি ছাড়পত্র রয়েছে) যাতে তাদের শিক্ষার্থীদের মেট্রোতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাড় পাওয়া যায়। গত এপ্রিল, ২০২২ থেকে, ৩৭০৯ স্টুডেন্ট স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত ২৫০৯ টি নতুন স্টুডেন্ট স্মার্ট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে স্টুডেন্টদের স্মার্ট কার্ড দুটি বিভাগের, একটি ৪০টি রাইডের জন্য এবং অন্যটি ৮০ টি রাইডের জন্য।

## নৈহাটি-কল্যাণী ৩য় লাইন খুব শীঘ্রই যাত্রীদের জন্য চালু করা হবে

কলকাতা, ২১ মার্চঃ শিয়ালদহ বিভাগের নৈহাটি কল্যাণী অংশের যাত্রীদের জন্য একটি সুখবর। রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার ইস্টার্ন সার্কেল, স্পিড ট্রায়াল এবং অন্যান্য চেক করার পরে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের শিয়ালদহ- রানাঘাট সেকশনের নৈহাটি স্টেশন থেকে কল্যাণী স্টেশন পর্যন্ত নবনির্মিত ৩য় লাইন (রিভার্সিবল লাইন) খোলার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন যাত্রী সেবার জন্য। এই ৩য় লাইন (রিভার্সিবল লাইন) বিভাগে উচ্চ ক্ষমতা এবং ট্রাফিক চলাচল সহজ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় সংকেত প্রদান করা হয়েছে। নতুন চালু হওয়া ৩য় লাইন বিভাগীয় গতি বাড়াতে সাহায্য করবে এবং শিয়ালদহ বিভাগের সদাব্যস্ত শহরতলির অংশে অতিরিক্ত ট্র্যাফিকের প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করবে। আমরা সবাই জানি যে, শিক্ষা ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং AMS এর মতো একটি বড় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উপস্থিতির কারণে কল্যাণীর গুরুত্ব রয়েছে। এই অতিরিক্ত ট্রাফিক ক্ষমতা যা ৩য় লাইন (রিভার্সিবল লাইন) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে তা যাত্রীদের জন্য অপরিসীম সুবিধা হবে। শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে প্রশংসা করেছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে শিয়ালদহ রানাঘাট সেকশনের জনগণের আকাঙ্ক্ষা, একটি ব্যস্ততম শহরতলির বিভাগ, এখন পূরণ হচ্ছে।

## অসময়ে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে রবি ফসলে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ অসময়ে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে রবি ফসলে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। মঙ্গলবার কৃষিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্লেন্ডেড লার্নিং ইকোসিস্টেমের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বলেছেন, অসময়ে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে গমের মতো রবি শস্যের ওপর তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। তিনি জানান, প্রাথমিক মূল্যায়ন অনুসারে রবি শস্যের ওপর খুব বেশি প্রভাব পড়েনি। আমরা এখনও রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে একটি গ্রাউন্ড রিপোর্ট পাইনি। গম হল প্রধান রবি শস্য, যা কিছু রাজ্যে এখন কাটার কাজ চলছে। সরিষা এবং ছোলা অন্যান্য প্রধান রবি শস্য। দেশের কিছু রাজ্যে অসময়ের বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে রবি শস্যের ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, অসময়ে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে রবি ফসলে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি।

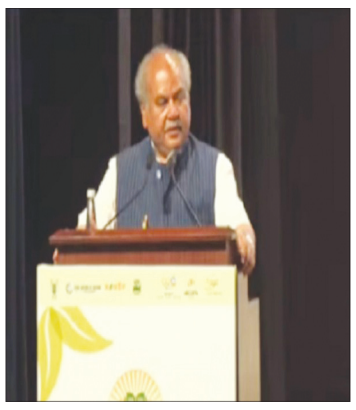

## কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা! দিল্লির আপত্তিতে বৈঠক নেই পাক দল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ কূটনৈতিক বিধি মেনে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বৈঠকে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারত। যদিও মঙ্গলবার দিল্লিতে এসসিওর অন্তর্ভুক্ত সামরিক ওষুধ বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে অংশ নিল না পাকিস্তান। উল্লেখ্য, এসসিওর বৈঠকেই পাকিস্তানের বিতর্কিত ম্যাপ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। ওই ম্যাপে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, দিল্লির বিরোধিতাকে সমর্থন করেছিল রাশিয়াসহ বেশকিছু দেশ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এসসিওর বৈঠক এড়িয়ে গেল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের প্রকাশিত মানচিত্রে শুধু কাশ্মীর নয়, গুজরাটের জুনাগড়কেও পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এসসিও বিগত বৈঠকগুলিতেও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ভারতীয় প্রতিনিধিরা। অভিযোগ, এরপরেও পাকিস্তান কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তবে লাগাতার প্রতিবাদের ফলেই এবারের বৈঠকে পাক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেন না বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ২৯ মার্চ নয়াদিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্তরের বৈঠক হবে। ২৭ এপ্রিল হবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে দিল্লিতে এই জোড়া বৈঠকে যোগে দিতে পারেন চিন, রাশিয়াসহ অন্য সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা। কূটনৈতিক বিধি মেনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্তরের বৈঠকে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার। উল্লেখ্য, এসসিওর বর্তমান চেয়ারম্যান ভারত। সেই সূত্রেই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে নয়াদিল্লিতে। মূল বৈঠকের আগেভাগে সামরিক ওষুধ বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে থাকলেন না পাক প্রতিনিধিরা। পরবর্তী জোড়া বৈঠকে ইসলামাবাদ যোগ দেবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি, নয়াদিল্লিতে এসসিও দেশগুলির প্রধান বিচারপতিদের বৈঠকেও পাক প্রধান বিচারপতি উমর অটা বন্দিয়াল হাজির হননি। ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতি।

## পাকিস্তানে গাড়িতে হামলা, নিহত ১০

পাকিস্তান, ২১ মার্চ ঃ পাকিস্তানে ভয়াবহ হামলায় মৃত্যু হল ইমরান খানের দল পিটিআই-এর এক নেতা সহ মোট ১০ জনের। সোমবার পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে পিটিআই-এর অন্যতন নেতা আতিফ মুনসিফ খানের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা হয়। এদিন অ্যাবোটাবাদ জেলায় ওই হামলার ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। খবর অনুযায়ী, ওই গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। অ্যাবটাবাদ জেলা পুলিশ অফিসার উমর তুফাইল জানিয়েছেন, লাংরা গ্রামের কাছে গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানোয় বিস্ফোরণ ঘটে গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্কে। তবে ওই গোষ্ঠীর দাবি, তারা গুলি চালায়নি। রকেট হামলাতেই এমন বিস্ফোরণ ঘটেছে। গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ায় গাড়ির মধ্যে থাকা প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। কারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে অ্যাবোটাবাদ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আতিফ মুনসিফ খান নামে ওই পিটিআই নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী মুনসিফ খান জাদোঁর ছেলে। ২০২২-এর পুর নির্বাচনে হাভেলিয়ান তেহসিল নাজিম থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন আতিফ। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন পিটিআই নেতা তথায় দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাওয়াদ চৌধুরী। পিটিআই নেতা ফয়জল জাভেদ দাবি করেছেন, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আইন অনুযায়ী কড়া শাস্তি দিতে হবে বলেও দাবি করা হয়েছে। খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাহমুদ খানও এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

## জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে ইউক্রেন গেলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ২১ মার্চ ঃ ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে ইউক্রেন যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। মঙ্গলবার আকস্মিকভাবে ইউক্রেনের উদ্দেশ্যে রওনা করেন তিনি। জাপানের পাবলিক ব্রডকাস্টার এনএইচকে জানিয়েছে, কিশিদা ইতিমধ্যেই ভারত ছেড়েছেন, যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন ইউক্রেন যাচ্ছেন। এনএইচকে জানিয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি জাপানের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইউক্রেন সফর। এমনকি এটি জি-৭ গ্রুপের কোনও এশীয় সদস্যের প্রথম ইউক্রেন সফর। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সহযোগিতার ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করছে। এর আগে ইউক্রেনের ওপর মস্কোর আক্রমণের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা। গত বছর সতর্ক করে তিনি বলেছিলেন, 'আজ ইউক্রেন, আগামীকাল পূর্ব এশিয়া হতে পারে।' এদিকে, গতকাল প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মস্কো গেছেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটি রাশিয়ায় তার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। জাপানের মিত্র ইংল্যান্ড ও ইউক্রেন আশা করছে, শি জিনপিংয়ের রাশিয়া সফর যুদ্ধ বন্ধে ভূমিকা রাখবে।

## উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্ক্র্যাপ বিক্রির লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম, বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়

মালিগাঁও, ২১ মার্চ ঃ ভারতীয় রেলওয়ের 'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন অনুযায়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের সবকয়টি ডিভিশনে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই মিশন সফল করতে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপ ও শেডগুলিকে বর্জ্য সামগ্রী থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিশ্চিয়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২২-২৩-এর ২১ মার্চ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে ১৮৬.৩৪ কোটি টাকা আয় করেছে। এই স্ক্র্যাপ বিক্রি করার দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্তমান অর্থবর্ষের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা ১৮৫ কোটি টাকা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। বিগত অর্থবর্ষের তুলনায় এই বছরের লক্ষ্য ৪৮ শতাংশ অধিক। এই স্ক্র্যাপ বিক্রির আয় বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। স্ক্র্যাপ বিক্রির আয় গত বছরের চূড়ান্ত বিক্রির পরিসংখ্যার তুলনায় ইতিমধ্যেই ৩০ কোটি টাকা বেশি। জিরো স্ক্র্যাপ মিশনের অধীনে চলিত অর্থ বর্ষে এই অভিযান চলাকালীন উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৬২৫০ এমটি স্ক্র্যাপ রেলসপিওয়ে উপকরণ এবং ১৪০০০ এমটি বিবিধ স্ক্র্যাপ বিক্রি করেছে। উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ পর্যন্ত ০৪ টি ডিজেল লোকোমোটিভ ১২৪টি কোচ এবং ১৬৩টি ওয়াগন বিক্রি করেছে। জিরো স্ক্র্যাপ মিশনের ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় রেলওয়ের রাজস্বই উৎপন্ন হয়েছে, তা নয়, বরং এর পাশাপাশি বর্জিতাংশ সহ অন্যান্য উপাদান জমা করার স্থানও তৈরি করেছে। স্টেশন, ডিপো, শেড, ওয়ার্কশপ ও সেকশনগুলি যাতে বর্জ্য সামগ্রী মুক্ত রাখা যায় তার জন্য এই মিশনের অধীনে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি স্টেশন, কর্মক্ষেত্র ও চারপাশের এলাকার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে চত্বর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ অনকূল করে রাখার ক্ষেত্রে এই মিশন সহায়ক হয়ে উঠেছে।

## এখনও নিষিদ্ধ মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা, ২৩ মার্চ অবধি নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ পাঞ্জাবের ৪ টি জেলায় মঙ্গলবারও নিষিদ্ধ রয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। এই নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে ২৩ মার্চ দুপুর অবধি। তরন তারান, ফিরোজপুর, মোগা এবং সাঙ্গরুর জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত। এছাড়াও অমৃতসর জেলার আজনালা মহকুমা এবং এসএএস নগর জেলার ওয়াইপিএস চক এবং এয়ারপোর্ট রোড সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে। পাঞ্জাবের বাকি জেলাগুলিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকেই মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করেছে। 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে' প্রধান অমৃতপাল সিং এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান শুরু হওয়ার পরই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## গোবরডাঙ্গায় জাতীয় রঙ্গ মহোৎসব

আশিস কুমার ঘোষ, ২১ মার্চ ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৬ তম জাতীয় রঙ্গ মহোৎসব। আয়োজক ছিল গোবরডাঙ্গা রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা। চার দিনের এই নাট্যোৎসবে ১১টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন আসামের বিশিষ্ট নাট্যকার দয়াল কৃষ্ণ নাথ। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর সাংগঠনিক সম্পাদক উদয় কুমার দাস, গোবরডাঙ্গা থানার ওসি অসীম পাল, স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি বাসন্তী ভৌমিক, সমাজসেবী আভা চক্রবর্তী প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রযোজিত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য নির্দেশিত নাটক বলাই, ভীষ্মের শরশয্যা, স্মৃতি চক্রবর্তী পরিচালিত ছোটদের নাটক দোয়েল পাখির দেশে, আসামের অভিনব থিয়েটারের প্রযোজনায় দয়াল কৃষ্ণ নাথ নির্দেশিত নাটক কড়োয়া সচ্, হালিশহর রংতাল থিয়েটার প্রযোজিত রতন চক্রবর্তী নির্দেশিত মূকাভিনয় গোপাল ভাঁড়, হরিপালের অন্যভূবন প্রযোজিত নাটক খোলা জানালা, মহিষাদল শিল্পকৃতি প্রযোজিত সুরজিত সিনহা নির্দেশিত নাটক সেই স্বপ্নপুর, তেতলা কৃষ্টি সংসদের নাটক পিনাকী গুহ নির্দেশিত নাটক ইচ্ছে মতো, মেদিয়া ছাত্রকল্যাণ বিদ্যাপীঠের নাটক এই দেশ আমার, কলকাতা ক্যান্ডিড থিয়েটার প্রযোজিত সুদীপ্ত ভূঁইয়া নির্দেশিত নাটক মেঝদিদির কেচ্ছা এবং মানিকতলা দলছুটের নাটক মরণ কূপ। নাটক ছাড়াও বিভিন্ন নাট্য বিষয়ক আলোচনাচক্র সেমিনার ও প্রর্দশনীর আয়োজন ছিল।

## যাত্রী সুবিধার আপগ্রেডেশন এবং অপারেশনাল সহজ করার জন্য রেল প্রশাসনের দ্বারা পরিকাঠামো বৃদ্ধি

গোরখপুর ২১ মার্চঃ যাত্রী সুবিধার আপগ্রেডেশন এবং অপারেশনাল সহজ করার জন্য রেল প্রশাসনের দ্বারা পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, উত্তরপূর্ব রেলের বারাণসী বিভাগের বারাণসী বিভাগের ঝুসিরামনাথপুর স্টেশনগুলির মধ্যে প্যাচ ডাবলিংযে কাজ এবং ঝুসি স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের ক্ষেত্রে, ১৮ থেকে ২৫ মার্চ, ২০২৩ এবং ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত প্রাকইন্টারলক। ২০২৩ সাল পর্যন্ত নন- ইন্টারলক কাজ এবং ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের দ্বারা পরিদর্শনের কারণে, ট্রেনগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এবং নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি উৎপত্তি করা হবে। বেনারস থেকে প্রয়াগরাজ রামবাগের দূরত্ব ১২০.২ কিমি। হয়। ঝুনসি -রামনাথপুরের মধ্যে দ্বিগুণ কাজ সমাপ্ত হলে, ১২০.২ কিমি। ১১৫ কিলোমিটারের মধ্যে। একটি ডাবল লাইন থাকবে। ফলস্বরূপ, ট্রেনগুলি ক্রস না করার কারণে, পরিচালনার সময় সাশ্রয় হবে, যার কারণে ট্রেনগুলি দ্রুত চলবে এবং আরও ট্রেন চালানোর পথ প্রশস্ত হবে। ফলে যাত্রীরা যাতায়াতের সুবিধা পাবেন। রুট পরিবর্তন ২২৪৩৬-২২৪৩৫ নিউ দিল্লি-বানারসনিউ দিল্লি এক্সপ্রেস ২২ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত নয়াদিল্লি এবং বারাণসী থেকে চলমান প্রয়াগরাজ জংশন-জাংহাই- লোহতা- বানারস অভিমুখী রুট দিয়ে চলবে। স্বল্প পরিসমাপ্তি-২২৪৩৬ নিউ দিল্লি-বারাণসী এক্সপ্রেস ২২ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে নয়াদিল্লি ছেড়ে বারাণসীর পরিবর্তে বেনারসে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা হবে। সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি- ২২৪৩৫ বারাণসী- নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস ২২ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বারাণসী থেকে বারাণসীর পরিবর্তে বেনারস থেকে চালানো হবে।

## এনকাউন্টারে মহিলা নকশাল মৃত

রায়পুর, ২১ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় পুলিশ ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির ল।ইয়ে নিকেশ হয়েছে এক মহিলা নকশাল। পরে এনকাউন্টারস্থল একটি ১২- বোর রাইফেল পেয়েছে পুলিশ। বিজাপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) অঞ্জনেয়া ভর্ষনেয় বলেছেন, মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ বিজাপুর জেলার গঙ্গালুর থানার অন্তর্গত কোরচোলি ও তোড়কার মাঝে পুলিশ ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে এক মহিলা মাওবাদী। নিহত মাওবাদীর পরিচয় জানা যায়নি।

**Name Change**
I, KALYAN RANI BAKSHI (old name) W/o LAKSHAN BAKSHI resident of Narendra Pall (Ghosh Para), PS-Chakdah, Dist- Nadia, Pin-741222 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KALYANI BAKSHI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/03/2023. KALYAN RANI BAKSHI and KALYANI BAKSHI both are same and one identical person.

**Name Change**
I, LAXMAN BAKSHI (old name) S/o LATE MANINDRA BAKSHI resident of Narendra Pall (Ghosh Para), PS-Chakdah, Dist- Nadia, Pin-741222 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LAKSHAN BAKSHI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/03/2023. LAXMAN BAKSHI and LAKSHAN BAKSHI both are same and one identical person.

**Name Change**
I, CHHANI MAHAMMAD alias CHHONI MAHAMMAD (old name) S/o AKBAR ALI MANDAL resident of Vill-Basina, PO-Kadampukur, PS-Rajarhat, Dist-North 24 Pgs, Pin-700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) CHHANI MAHAMMAD MANDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore on 21/03/2023. CHHANI MAHAMMAD, CHHONI MAHAMMAD and CHHANI MAHAMMAD MANDAL both are same and one identical person.

**Name Change**
I, BIMAL KRISHNA MAJUMDER (old name) S/o INDRAKUMAR MAJUMDER resident of Panpara, Akaipur, Gopalnagar, Bongaon, North 24 Parganas-743710 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BIMAL MAJUMDER, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/03/2023. BIMAL KRISHNA MAJUMDER and BIMAL MAJUMDER both are same and one identical person.

**Name Change**
I, Somnath Sharma previously called Somanath Sharma S/o Late N.R.Sharma residing at 25/24, Bidhu Bhushan Sengupta Road, Behala, Kolkata – 700034 W.B declare that I have changed my name to Somnath Sharma from Somanath Sharma and henceforth I shall be known as Somnath Sharma in all purpose. Somanath Sharma and Somnath Sharma is the same and one identical person, vide affidavit dated 21.03.23 before Notary Public at Kolkata.

**Name Change**
I, ATANU PONDA (old name) S/o ASHOK PANDA resident of Ramkrishna Paramhangsadeb Road, Rabindra Nagar, Agarpara, Ghola, North 24 Parganas- 700109 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ATANU PANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. ATANU PONDA and ATANU PANDA both are same and one identical person.

**Name Change**
I, ASOKE PONDA (old name) S/o LATE GOBINDA PANDA resident of Ramkrishna Paramhangsadeb Road, Rabindra Nagar, Agarpara, Ghola, North 24 Parganas- 700109 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHOK PANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. ASOKE PONDA and ASHOK PANDA both are same and one identical person.

**Name Change**
I, MD ALI BADDI (old name) S/o AKBAR ALI BAIDYA resident of 36/2, Kaikhali Sardar Para, PO + PS – Airport, Bidhannagar, Pin-700052 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ALI BAIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/03/2023. MD ALI BADDI and MD ALI BAIDYA both are same and one identical person.

**Name Change**
I, SHIBU SHYAMSUNDER BERA (old name) S/o SHYAMSUNDAR BERA resident of Vill- Adampur, PO-Nischintapur, PS- Daspur, Medinipur-721148 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHIBU BERA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. SHIBU SHYAMSUNDER BERA and SHIBU BERA both are same and one identical person.

**Name Change**
I, NUR HASAN MIDDYA (old name) S/o LUTFAR MIDDYA resident of 1, Nang Sardar Seikh Ghosh Pada, Daluipur, Jamira, South 24 Pgs- 743504 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NURSAHAN MIDDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/03/2023. NUR HASAN MIDDYA and NURSAHAN MIDDYA both are same and one identical person.

# ভোট রাজনীতির কলে চাপা পড়লো অভিমান

দেবশ্রী মজুমদার, বগটুই, ২১ মার্চ ঃ বগটুই গ্রামে রাস্তার দুই ধারে দুই রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে শহীদ বেদী। দুটোতেই প্রস্তর ফলকে লেখা অগ্নিদগ্ধ নারী-পুরুষ ও শিশুদের নাম। বেদীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্মান জানালেন। বক্তব্য দিলেন। কিন্তু কতগুলো বিষয় নিয়ে কেউ কিছু বললেন না। সাংবাদিকদের চোখা চোখা প্রশ্নে রাজ্য রাজনীতি উপচে পড়লো। কিন্তু বগটুইয়ের কী হলো? রাস্তা ভয়ঙ্কর খারাপ। এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করে এই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা। স্বজনহারা পরিবারের প্রয়াত সদস্যরা ফুলের স্তবক পেলেন। কিন্তু পেলেন না দশ জন প্রয়াতর পরিবারের হাতে এক বছর বাদেও এলো না মৃত্যুর শংসাপত্র। রাজ্য সরকারের তরফে যে চাকরি দেওয়া হয়েছে দশ পরিবারের একজন করে সদস্যকে, তাদের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় রয়েছে। চুক্তিভিত্তিক চাকরির ভবিষ্যৎ কি তা প্রতিদিন কাগজে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন বগটুইয়ের মানুষ। সর্বোপরি, আজও মুক্তি পেল না স্বজন হারানো পরিবারের অনেক সদস্য। তারা সিবিআইয়ের হাতে বন্দী। আজকে বগটুইয়ে এসে সেই আগুন কিছুটা উস্কে দিয়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের নাম সিবিআইয়ের কাছে কে বলেছে? উত্তর, পুলিশ। এফআইআরে কে নাম নথিভুক্ত করেছে? উত্তর, পুলিশ। তার ফলে, অসহায় মিহিলাল সেখরা যদি বিজেপির সাথে এক মঞ্চে উপস্থিত থেকে বিজেপির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার দায় কার? প্রশ্ন উঠে বিভিন্ন মহলে। শুভেন্দু বাবু বলেন, কুড়ি দিন ধরে বিজেপি শহীদ বেদী তৈরী করে। তাদের দেখে তৃণমূল নকল করেছে। একই কথা শোনা যায় হাতেম সেখের গলায়। মূলত তাঁর তত্ত্বাবধানে সাদেরুল আলমের বাড়ির সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দ্বিতীয় শহীদ বেদী তৈরী হয়। তিনি বলেন, মানুষ তো অভিমান করবেই। বিজেপির দেখে যদি তৃণমূল শহীদ বানানো শুরু করে তাহলে মানুষের ক্ষোভ তো হবেই। নেতাদের ভুল। এদিকে বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শহীদ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেয় স্বজন হারা পরিবারের সদস্যরাই। তাদের দাবি, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখেন নি।

সেই রাগ অভিমান পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর। তবে, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, নানুরের কাজল সেখ, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা এবং কোর কমিটির আহ্বায়ক মলয় মুখোপাধ্যায় স্বজন হারানো পরিবারের মেজো ভাই বানিরুল সেখের বাড়িতে যান। পরিবারের সাথে দেখা করেন। সেখানে নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের এক প্রস্থ কথা হয়। নিহত নুরনেহার বিবির মেয়ে মেরিনা বিবি, বানিরুল সেখের ছেলে কিরণ সেখ, সোনা সেখের ছেলে শাহিদুল সেখ পরিবারের বলেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কথা শুনলে তাদের পরিবার আগুনে পুড়ে মারা যেত না। কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, কথা বলতে গেলে তিনি গুরুত্ব দেন নি। এড়িয়ে গেছেন। এরফলে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারপর বানিরুল সেখের ছেলে কিরন সেখের আপত্তি সত্ত্বেও সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সেখলাল ও নেকলাল সেখকে তৃণমূল কংগ্রেসের তৈরী শহীদ বেদীতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা ও মন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতৃত্ব পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন। তারপর শহীদ পরিবারের ওই দুই সদস্যকে মঞ্চে নিয়ে যেতে গেলে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে থাকায় প্রথমে পরিবারের তরফে আপত্তি তুলে বলা হয়, মঞ্চে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় থাকায় তাঁরা যাবেন না। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁদের বুঝিয়ে, জিম্মি তাঁদের নিয়ে যেতে সমর্থ হন। মঞ্চে নেকলাল সেখ বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। সেখলাল অভিমান ভরে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুক না রাখুক, জিম্মি সাহেব আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখেছেন। জিম্মির মারফত মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সংবাদ নিয়েছেন। আমাদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ দশজনকে চাকরি, বাড়ি যথেষ্ট করেছেন। উনি কথা দিয়েছিলেন এক বছর পূর্ণ হলে তাদের চাকরির স্থায়ীকরণ করা হবে। এক বছর পূরণ হলো। আশা করি তিনি তার কথা রাখবেন। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যেহেতু গোটা বিষয়টি সিবিআই তদন্ত করছিল। আমি বিধায়ক ও বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার। সেক্ষেত্রে স্বজনহারা পরিবারের সাথে দেখা করলে তদন্তে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠতো। উল্লেখ্য, স্বজনহারানো পরিবারের সদস্য মিহিলাল সেখের বাড়ির সামনে বিজেপির তরফে শহীদ বেদী করা হয়। সেখানেই শুভেন্দু অধিকারী আসেন। সকালের দিকে মিহিলাল সেখকে দেখা না গেলেও বিকেলের দিকে তাঁকে মঞ্চে তাঁর পাশে দেখা যায়। তিনি বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি বিজেপিকে ধন্যবাদ জানান। এদিন তৃণমূলের মঞ্চ থেকে কাজল সেখ বলেন, আমি স্থানীয় নেতৃত্বকে বলবো, আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণ করুন। আপনাদের কোথাও কোথাও ভুল হচ্ছে। মানুষের পাশে দাঁড়ান। বগটুইয়ের সংখ্যালঘু ভাইদের বলবো, আপনারা জেনে রাখুন, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আপনাদের মাথায় আছে, ততদিন তৃণমূলের সমস্ত নেতা আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এবং আপনাদের কথা শুনতে বাধ্য। আরেকটি অনুরোধ আপনাদের আমি করবো, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। যে বিজেপি গুজরাট ও উত্তর প্রদেশে আমাদের উপর অত্যাচার করছে তাদের কথা শুনে ভুল বুঝবেন না। আমরা সংখ্যালঘু ঠিকই। তবে ঐক্যবদ্ধ হলে আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কারণ আমার উপরওয়ালা ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আমি শহীদ পরিবারের সদস্য। সিপিএম আমার পরিবারের তিন সদস্যকে প্রাণে মেরে ফেলেছে। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে ছিলেন। আজও আছেন। তাই বলছি, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আপনাদের মাথায় আছে। বানিরুল সেখের ছেলে কিরণকে আমার ফোন নং দিয়েছি। যেকোনো অসুবিধায় ফোন করলে আমি ছুটে আসবো। এদিন মঞ্চে সংখ্যালঘুদের উপর ভিনরাজ্যে বিজেপির অত্যাচারের কথা কাজল সেখ ও মলয় মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, নেকলাল সেখকে হাত তালি দিতে দেখা যায়। আবার সৈয়দ সিরাজ জিম্মি মুখ্যমন্ত্রী স্বজনহারা পরিবারের জন্য কি করেছেন তার ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন, তখন নেকলাল সেখকে মঞ্চের উপরে বসে হাততালি দিতে দেখা যায়। বিকেলের দিকে বামেদের মৌন মিছিল হয়। বিজেপি ও বামেদের মিছিলে বহিরাগতদের ভিড় বেশি ছিল। মহম্মদ সেলিম সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে বলেন, আমরা বলবো কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। কেন্দ্র জানাক কত টাকা রাজ্যকে দিয়েছে। রাজ্য জানাক, তারা কোন খাতে কত ব্যয় করেছে। তাহলেই সব পরিষ্কার হবে। কিন্তু কেউ তা করবে না। বগটুইয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শহীদ বেদী প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম বলেন, এই দুইটি দল বিজেপি ও তৃণমূল শহীদ হলে রাজ্য ও দেশ বাঁচবে।

# কারামন্ত্রীর খাসতালুকে ভাঙন ধরল তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ মার্চ ঃ রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির বিধানসভা কেন্দ্রে ভাঙন। এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা সহ ১০টি পরিবার এবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই যোগদান কার্যত শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মাথায় হাত বলে রাজনৈতিক মহলে ধারণা। এদিকে কারামন্ত্রী অখিল গিরির বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেতা ও সমর্থকদের মধ্যে দলবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। ঘটনার সূত্রপাত, মঙ্গলবার বিকেলে রামনগর ২ ব্লকের দেপাল গ্রাম পঞ্চায়েতের গান্ধী মোড় কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির কিষান মোর্চার সভা আয়োজন করা হয়। সভায় রামনগরের দাপুটে তৃণমূল নেতা মনোজিৎ মান্না সহ ১০টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করেন। নবাগত তৃণমূল নেতা ও সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভানেত্রী মৌমিতা দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মণ্ডল নেতৃত্ব থেকে জেলা নেতৃত্বরা। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মৌমিতা দাস বলেন, খুবই খুশির খবর। অনেক ভাইদের রক্ত ঝরেছে। অনেক মায়েদের সম্মানহানি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যাতে পদ্ম ফোটাতে পারি সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছি। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান বাড়তি অক্সিজেন পেলাম। শাসকের রক্তচক্ষুকে আর কেউ ভয় পায় না। তৃণমূল ছেড়ে যোগদানকারী বিজেপিতে যাওয়া মনোজিৎ মান্নার কথায়, দীর্ঘদিন ধরে আমি কলেজে রাজনীতি করতাম। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলাম। এই মামলা এখনও চলছে। তৃণমূল করা সত্ত্বেও স্থানীয় বিধায়কের অত্যাচার ও স্বজন পোষণ বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। একাধিক মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগদান করলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসকে বুঝিয়ে দেবো, সেটা শুধু সময় অপেক্ষা। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। দেপাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা রামনগর ২ ব্লকের যুব তৃণমূলে সভাপতি অনুপ কুমার মাইতির বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস একটি চলমান গাড়ি। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনেকেই চলমান গাড়ি থেকে নিচে নেমে গিয়ে ছিলেন। আবারও ফিরে এসেছেন।

# দিদির সুরক্ষা কবচ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ মহাসমারোহে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালিত হল আউশগ্রামে ২ নম্বর অমরপুর অঞ্চলে। উপস্থিত ছিলেন, আউশগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, প্রধান এবাদত শেখ সহ একঝাঁক তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। মূলত এদিন অমরপুর অঞ্চলের গেরাই, বিষ্ণুপুর, আকুলিয়া, হেদগরা, আদুরিয়া, মৌখিরা, শ্রীচন্দপুর, মাঝুড়িয়া সহ বেশকিছু গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বেশকিছু ট্যাবলো বের হয়। ১০০টি টোটো ও ২০ টি ট্রাক্টরকে সাজিয়ে তোলা হয়।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-০৪ টু ১০ (ওপেন), তারিখ ঃ ২০.০৩.২০২৩।** ডেপুটি সিপিএম/ইঞ্জি/জিএসইউ, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা-১; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন- ২০২২-০৪। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে শিমুলতলা, দেওঘর ও দুমকা স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২০,৭৫,৪৯,৮৪৭.১৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১১,৮৭,৭০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-২; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-০৫। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে মধুপুর, গিরিডী ও বাসুকীনাথ স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮,৪৯,০২,৩০১.৮৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৭৪,৫০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-৩; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-০৬। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে অন্ডাল, সিউড়ী ও পান্ডবেশ্বর স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৫,৬৮,৪৭,৭৩২.৮১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৯,৩৪,২০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-৪; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-০৭। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে বিদ্যাসাগর, জামতাড়া ও কুমারডুবি স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৬,৪০,৫৩,২৮৭.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৯,৭০,৩০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-৫; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-০৮। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে শঙ্করপুর স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫,৭৪,১৯,০৬৪.০৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৩৭,১০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-৬; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-০৯। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে পানাগড় স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৯৪,৪৬,৭৮৪.২৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৯৭,২০০ টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা-৭; কেস সংখ্যা ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২২-১০। কাজের নাম ঃ** গতি শক্তি ইউনিট, আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে সীতারামপুর স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য ওপেন কম্পোজিট (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৯,৫২,৬৩৪.০৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৯,৮০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৪.২০২৩ দুপুর ৩টা (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। (ASN-221/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

**DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET**
**VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi,**
**P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.**
**03213-258361, Email ID : dasghara1gp@gmail.com**
**Notice Inviting Tender No : WB/HG/DNK/DAS-1/NIT-04/22-23**
**Tender Id- 2023_ZPHD_496787_1/_2**

Notice inviting competitive E-tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors. Bid submission start date-**21.03.23 at 6:30 P.M upto 27.03.23 at 1:30 P.M** for more details please visit – **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Dasghara I Gram Panchayet**

**Office of The**
**SONAGARA GRAM PANCHAYAT**
**(under Raipur Panchayat Samity)**
**At-Dhenga-Am, PO-Matgoda, Dist-Bankura**

Notice of E-Tender Application are invited from benefit contractors or suppliers vide **NIT Bearing No.-007/15 th FC/SGP/2022-2023, dated on 17/03/2023.** The said tenders may be found at **www.wbtenders.gov.in** Date of published-**21/03/2023 at 12.30 PM.** Last date of tender-**28/03/2023 at 12.30 PM.** Opening date of tender **30/03/2023 at 12.30 PM.** Nature of works: Const. Work.

**Sd/- Pradhan**
**Sonagara Gram Panchayat**

# যৌন নিগ্রহে ধৃত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২১ মার্চ ঃ রাজ্যে ফের স্কুলের ভিতরেই নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ। আলিপুরদুয়ারের শামুকতলায় স্কুলের ভিতরেই আদিবাসী নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের। অভিযোগ পেয়ে সৌমিত্র মণ্ডল নামে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আগেও এই ধরণের অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। তাঁকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। ঘটনা শামুকতলার জিৎপুর মিশন জুনিয়র হাই স্কুলের। অভিযোগ, সোমবার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে দোতলার কম্পিউটার রুমে ডেকে নিয়ে যান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌমিত্র মণ্ডল। সেখানে ফাঁকা ঘরে ছাত্রীটিকে যৌন নিগ্রহ করেন তিনি। বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকেদের ঘটনার কথা জানায় আদিবাসী কিশোরী। গভীর রাতে শামুকতলা থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। অভিযোগ পেয়েই তৎপর হয় পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার শহরের আনন্দনগর থেকে সৌমিত্র মণ্ডলকে গ্রেফতার করেন পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনের ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এক অভিভাবক জানান, সৌমিত্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে এর আগেও এই ধরণের ৩টি ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে। জরিমানা দিয়ে তিন বার পার পেয়েছেন তিনি। এবার তিনি যা করেছেন তার পর বাবা-মায়েরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।

# শিক্ষকের বদলি রুখতে বিক্ষোভ স্কুলে

দুরন্ত বার্তা, নন্দকুমার, ২১ মার্চ ঃ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে বদলির প্রতিবাদে রাস্তা ঘিরে বিক্ষোভ, স্কুলে তালা লাগিয়ে গেটের সামনে ধরনা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। নন্দকুমার এলাকার ঘটনা। নন্দকুমার ব্লকের বরগোদা জলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখর ধল দীর্ঘ ২১ বছর যাবত এই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠেছেন শিক্ষক শেখরবাবু। যেহেতু খাতায় কলমে প্রধান শিক্ষক নন, সরকার তাই এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নতুন শিক্ষক আনার সিদ্ধান্ত নেয়। আর নতুন নিয়োগের প্যানেল ঘোষণা হওয়ার পর শেখর বাবুকে অন্যত্র স্কুলে চলে যাওয়ার অর্ডার আসে। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। অর্ডার আসার পর আজ সকাল থেকে স্কুল চত্বরে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখান এবং স্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে স্কুলের গেটের সামনেই বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকেরা সকলে। স্কুল চত্বরে স্কুলের শিক্ষক শেখরবাবু আসতে ছাত্র-ছাত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং শিক্ষককে জড়িয়ে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। আর এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে নন্দকুমার থানার পুলিশ স্কুল চত্বরে আসে। পুলিশের সামনে রাস্তা আটকে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। অভিভাবকদের একটাই দাবি যে, শিক্ষক শেখর ধলকে এই স্কুল ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া যাবে না। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শেখর বাবুর হাতে। শেখর শিক্ষক না থাকলে অন্য স্কুলে চলে যাব ছাত্র-ছাত্রীদের এমনটাও হুঁশিয়ারি ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের। তবে এই স্কুলে শেখরবাবু না থাকলে আমরা এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের আর পাঠাবো না। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখর ধল বলেন, ২৩ বছরের কর্মজীবনে ২১ বছর এক মাসের মধ্যে ৭ বছর তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছিলাম। আমরা এলাকাবাসীকে নিয়ে এই স্কুলটিকে সুনামের সঙ্গে গড়ে তুলেছি। ঘটনাস্থলে নন্দকুমার থানার পুলিশ এসে সামাল দিতে না পারায় অবশেষে নন্দকুমার ব্লকের বিডিও শানু বক্সী এসে কথা দেন তিনি এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। তারপরে স্কুলের তালা খুলে দেওয়া হয়। খুদে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসা দেখে শিক্ষক মশাই কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে সেই চেয়ারে আবার বসেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে তখন চওড়া হাসি।

# কেরোসিন মজুদ রাখায় গ্রেফতার ২

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২১ মার্চ ঃ বেআইনিভাবে কেরোসিন তেল মজুদ ও বিক্রির অভিযোগে মিঞাপাড়া এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গৌরাঙ্গ সেতু রোডে মিঞাপাড়া এলাকা থেকে কোতোয়ালি থানার আনন্দবাস গ্রামের বাসিন্দা সাইদুল সেখ ও হানিফ শেখকে গ্রেফতার করে জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেআইনিভাবে মজুদ রাখা ৩৯০ লিটার কেরোসিন তেল। ধৃতদের মঙ্গলবার নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে, বিচারক অভিযুক্ত দু'জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঞাপাড়া এলাকায় বেশ কিছুদিন যাবত ধৃত দুই অভিযুক্ত বেআইনিভাবে কেরোসিন তেল মজুদ রেখে বিক্রি করছে। মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই জেলা সদর কৃষ্ণনগর থেকে জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিক সহ বাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালাতে ছুটে আসেন গৌরাঙ্গ সেতু রোড মিঞাপাড়া এলাকায়। সেখানেই হাতেনাতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় ৩৯০ লিটার বেআইনিভাবে মজুদ করে রাখা কেরোসিন তেল। এদিকে ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

# মহলন্দীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২১ মার্চ ঃ কান্দি থানার অন্তর্গত মহলন্দী গাঁতলা রাজ্য সড়কের উপর মহলন্দী পেট্রোল পাম্পের কাছে দুর্ঘটনায় মৃত একজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কান্দির থানার অন্তর্গত মহলন্দীর দুর্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা সহিদুল সেখ, ৪৫ বছরের যুবক। এক আত্মীকে সঙ্গে নিয়ে মহলন্দী থেকে গাঁতলার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় সরকারি একটি স্টেট বাস এবং একটি লরি গাঁতলার দিক থেকে রেষারেষি ভাবে মহলন্দী বহরমপুর দিকে আসার সময় মহলন্দী পেট্রোল পাম্পের কাছে পাথর বোঝাই ১২ চাকার লরিটি সহিদুল সেখের বাইকে ধাক্কা মারলে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা আহত সহিদুল সেখকে উদ্ধার করে গোকর্ণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার রাতে মৃত্যু হয় জানিয়েছেন চিকিৎসারা। মঙ্গলবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়। সহিদুল সেখের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত সহিদুল সেখের আত্মীয় খুশি সেখ বলেন, বাইকে দুজন যাচ্ছিল, ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে পিছুনে যে ছিল সে ছিটকে পড়ে যায়, সহিদুলকে আঘাত লাগে। এলাকার মানুষের দাবি, কান্দি রণগ্রাম ব্রিজের কাজ চলাকালীন সেদিকে মালবাহী গাড়ি বন্ধ থাকায় এই রাস্তায় নিত্যদিন গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা সেভাবে নেই। ফলে গাড়ির গতিবেগ এবং রেষারেষি চলছে।

# উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ বাড়ল ওমপ্রকাশ মিশ্রের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ দু'মাসের জন্য আবার অস্থায়ী উপাচার্য পদে ওমপ্রকাশ। আগামী দুমাসের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার হিসাবে নিযুক্ত হলেন ডক্টর নুপুর দাস এবং ফিনান্স অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হলেন ডক্টর অমলান মজুমদার। গত ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় বার অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ ফুরনোর পরে, ওমপ্রকাশ ফিরে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে শিক্ষকতায়। মঙ্গলবার থেকে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ওমপ্রকাশ মিশ্র। সোমবার ওমপ্রকাশ জানান, কাজে যোগ দিয়েই রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার নিয়োগকেই অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন হওয়ার ৫৪ দিনের মাথায়, সোমবার আচার্য এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে ওমপ্রকাশ মিশ্রকে ফের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের বিষয়টি তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। গত ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় বার অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ ফুরনোর পরে, ওমপ্রকাশ ফিরে যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে শিক্ষকতায়। সেই থেকে উপাচার্যহীন এই বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ফিনান্স অফিসার অবসর নেন, একই দিনে অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের মেয়াদও ফুরোয়। উপাচার্য ছাড়া, ওই দুই পদে কাউকে নিয়োগ করা বা দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ওমপ্রকাশ এ দিন বলেন, আচার্য এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাকে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের বিষয়টি এ দিনই জানানো হয়েছে। সে মতো আজ, মঙ্গলবার দু'মাসের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কাজে যোগ দেব। উদ্ভূত অচলাবস্থা কাটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। রেজিস্ট্রার এবং ফিনান্স অফিসার পদ যাতে শূন্য না থাকে, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

# নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন নীতি প্রনয়নের দাবী

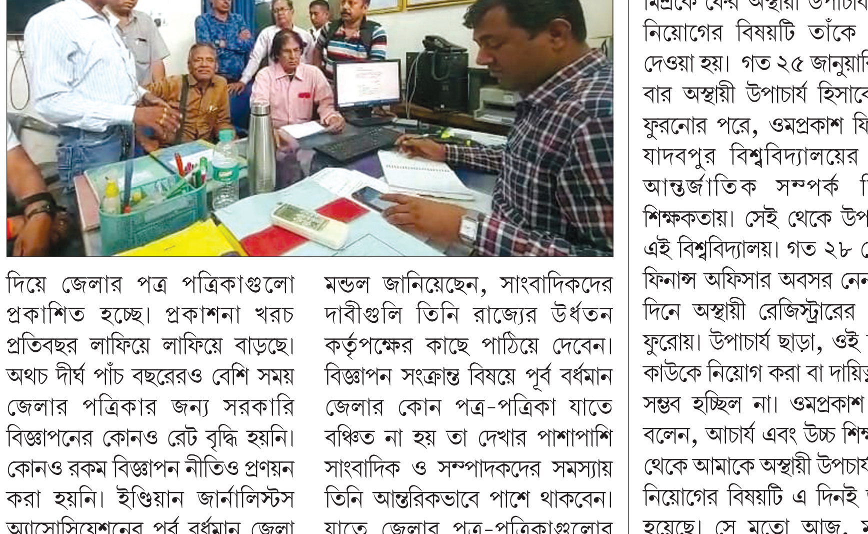

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ মার্চঃ জেলাস্তরের পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনের দর বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে সাম্যতা বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিল ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সাংবাদিক সংগঠন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইজেএ)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা। মঙ্গলবার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শংকর মন্ডলকে ডেপুটেশন পত্র তুলে দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বপন মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি তথা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার তারকনাথ রায়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক, আমিনুর রহমান, জয়ন্ত দত্ত, রামনারায়ণ কুন্ডু, মিথিলেশ রায়, শম্ভুলাল কর্মকার, শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, পিন্টু প্যাটেল, উত্তম কুমার দাস সহ অন্যান্যরা। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এর পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে বলা হয়েছে বাজার অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্তে চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে জেলার পত্র পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনা খরচ প্রতিবছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অথচ দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় জেলার পত্রিকার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের কোনও রেট বৃদ্ধি হয়নি। কোনও রকম বিজ্ঞাপন নীতিও প্রণয়ন করা হয়নি। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার আবেদন পত্রিকাগুলোর প্রকাশনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রতি কলম সেমি পঞ্চাশ টাকা হারে বিজ্ঞাপনের রেট বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন নীতি প্রণয়ন করা হোক। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল জানিয়েছেন, সাংবাদিকদের দাবীগুলি তিনি রাজ্যের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার কোন পত্র-পত্রিকা যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখার পাশাপাশি সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সমস্যায় তিনি আন্তরিকভাবে পাশে থাকবেন। যাতে জেলার পত্র-পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন পায় সেই বিষয়ে তিনি আন্তরিক বলেই জানান। উল্লেখ্য, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল ইতিমধ্যেই জেলার পত্র- পত্রিকাগুলিকে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

**Office of The**
**Baragram**
**Gram Panchayat**
**At+PO-Baragram,**
**Dist-Purulia**
**Notice Inviting**
**e-Tender/Manual Tender**

Pradhan, Baragram GP has invited a tender on **16/3/23** of 97 nos. soakpits and 2 nos. e-Tender on **20/3/23** of 3 nos. schemes. For Details contact Baragram GP Office/ **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Pradhan**
**Baragram G.P.**

**Hooghly-Chinsurah Municipality**
**Mahendra Mitra Road, Pipulpati,**
**PO & Dist. - Hooghly, West Bengal.**
**Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091**

**SHORT TENDER NOTICE**

E-Tenders are invited from the bonafide Authorized Dealer for the (1) Supply of 01 No. MOBILE BIO TOILET FOR 6 SEATER as per specification. Last date of submission of E- tender is **07.04.2023. Tender ID No.: 2023_MAD_496608_1. NIT No.: WBMAD/C/HCM/SWM/NIT5/3e/23.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**

**Sd/- Chairman**
**Hooghly-Chinsurah Municipality**

**Hooghly-Chinsurah Municipality**
**Mahendra Mitra Road, Pipulpati,**
**PO & Dist. - Hooghly, West Bengal.**
**Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091**

**SHORT TENDER NOTICE**

E-Tenders are invited from the bonafide Authorized Dealer for the (1) Supply of 02 Nos. Hydraulic Tractor as per specification. Last date of submission of E-tender is **07.04.2023. Tender ID No.: 2023_MAD_496704_1. NIT No.: WBMAD/C/HCM/SWM/NIT6/3e/23.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**

**Sd/- Chairman**
**Hooghly-Chinsurah Municipality**

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

**CORRIGENDUM NOTICE**

**Tender ID :** 2023_MAD_485778_1
**Tender Reference Number :** WBDMC/DRGSW/EOI-78/22-23

The Bid Submission Closing Date will be 28-03-2023 up to 5.00 PM in lieu of 20-Mar-2023 upto 5.00 PM and Bid Opening Date will 31-03-2023 after 11.00 AM in lieu of 23-03-2023 after 11.00 AM.

For details : **wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Engineer**
**Durgapur Municipal Corporation**

**ফর্ম নং. আইএনসি-২৬**
**(অনুসারী ধারা ৩০ কোম্পানি (নিগম) ধারা, ২০১৪)**
**সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্টার অফিস**
**এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করার জন্য**
**কেন্দ্রীয় সরকারের সকাশে**
**পূর্বাঞ্চল**

বিষয়বস্তু হচ্ছে উপ-ধারা (৪) ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ক্লজ (এ) উপ-ধারা (৫) ধারা ৩০ কোম্পানি (নিগম) ধারা, ২০১৪

এবং

বিষয়বস্তু হচ্ছে **অনসাইট ইলেক্ট্রো সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** (''দ্য কোম্পানি'') যার রেজিস্টার অফিস ফ্ল্যাট নং. ৪বি, পথের সঞ্চয় কো.অ. হাউ. সো. বিএ-১৬, স্ট্রিট নং-১১২, অ্যাকশান এরিয়া-১, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ-ভারত, আবেদনকারী।

এতদ্বারা সাধারণ জনগনের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আগ্রহের সাথে আবেদন রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার সকাশে অধীন ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদন পাওয়ার জন্য স্থানান্তরের কোম্পানির মেমোরাণ্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশানে বিশেষ আলোচনায় যা পাশ করা হয়েছে কোম্পানির অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভায় ২০ মার্চ, ২০২৩ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় জি-৩এ, স্কাইলাইন আইকন, আন্ধেরি-কুরলা রোড, চিমাতপাডা, মারোল, আন্ধেরী পূর্ব মুম্বই-৪০০০৫৯, মহারাষ্ট্র, ভারত অফিসে যে কোম্পানি সক্ষম নিজের রেজিস্টার অফিস স্থানান্তর করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্য মুম্বইয়ে।

যদি কোন ব্যক্তির আগ্রহ প্রভাবান্বিত হয় কোম্পানির প্রস্তাবিত রেজিস্টার অফিস স্থানান্তরে পাঠাতে পারেন হয় এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে বা কারন জানতে পারেন রেজিস্টার পোস্টের মাধ্যমে নিজের আপত্তি পাঠিয়ে একটি হলফনামার মাধ্যমে নিজের আগ্রহ এবং বিরোধিতার কারন উল্লেখ করে মাননীয় আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/ ৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে সঙ্গে একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার অফিসের ঠিকানায় যা হল ফ্ল্যাট নং. ৪বি, পথের সঞ্চয় কো.অ. হাউ. সো. বিএ-১৬, স্ট্রিট নং-১১২, অ্যাকশান এরিয়া-১, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বোর্ডের তরফে
অনসাইট ইলেক্ট্রো সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা /-
নাম ঃ রাহুল মহিপাল
পদ ঃ ডিরেক্টর
DIN: 03177228

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২২.০৩.২০২৩

**উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক**

**রেজিস্টার অফিস ঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, ''এ'' ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্নাটকা।**
**শাখা অফিস ঃ ৪ ফ্লোর, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন-৭০০১৬০, কলকাতা**

**অধিগ্রহণ নোটিস**

এতদ্বারা, অনুমোদিত আধিকারিক উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করে ডিমান্ড নোটিস গ্রাহক/ সহ-গ্রাহক(দের) প্রতি গ্রাহককে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে প্রতি নামের ভিত্তিতে সঙ্গে সুদ প্রযোজ্য হারে যা উল্লেখ রয়েছে উল্লেখিত নোটিসে এই নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা প্রযোজ্য, আনুষ্ঠানিক খরচ, মূল্য, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ বা পুণরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

| ক্র. নং. | লোন নং. | নাম গ্রাহক / সহগ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা | ১৩(২) নোটিস তারিখ / বকেয়া (টাকা) | অধিগ্রহণের তারিখ ও ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ১) ৩৫০১২১৮৮ ৬০০০০০১৯ ২) ৩৫০২২১০১ ৮০০০০০০৪ | **১) মহাদেব জানা ২) মনোরঞ্জন জানা ৩) অমৃতা মান্না জানা** | ২১.১০.২০২২ / টাকা. ৩৪,৯৭,৭৯৪.৬০ ২০.১০.২০২২ তারিখে | ১৭.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ |
| | **স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ** সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বসবাসের জমি ও বাড়ি যার পরিমাপ প্রায় ৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-জালালখাঁবাড়, থানা-কাঁথি পরগণা-মাজনামুথা, জেএল নং. ৩১০, তৌজি নং. ২৯৩৫, আরএস খতিয়ান নং. ১৫৯, এলআর খতিয়ান নং. ৪২০, আরএস এবং এলআর দাগ নং. ১৭২ এবং ১৭২ / ১০৪১ অধীন কাঁথি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং. ১৯, হোল্ডিং নং. ৩৮২ / ৯৭৪, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর এবং সমস্ত উন্নয়ন সহকারে। পরিসীমা ঃ পূর্ব- ১০ ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিম ঃ দাগ নং. ১৭১ এবং ১৬৩, উত্তর -দাগ নং. ১৬১ এবং ১৬২, দক্ষিণ - দাগ নং. ১৬১ এবং ১৬২-র বাকি জমি। সম্পত্তি রয়েছে মনোরঞ্জন জানা, পিতা দেবেন্দ্র জানার নামে। | | | |
| ২. | ৩৫০২২১০১ ৮০০০০০৩৯ | **১) খোকন মহাপাত্র ২) অনিমা মহাপাত্র** | ১৫.১২.২০২২ / টাকা. ১৫,২৮,৬৮৬.৬০ ১৪.১২.২০২২ তারিখে | ১৮.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ |
| | **স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ** সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ প্রায় ৩.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত রয়েছে মৌজা-উত্তর সিলামপুর, থানা-এগরা, জেএল নং. ২১৬, আরএস দাগ নং. ১৩৫৯ এবং ১৩৬৪, এলআর দাগ নং. ২০৩১ এবং ২০৩৬, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৬৪, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পরিসীমা দাগ নং. ২০৩১ অনুসারে ঃ উত্তরে-দাগ নং. ১৩৬১, দক্ষিণ-দাগ নং. ১২৮৪, পূর্ব-দাগ নং. ১৩৬২ এবং ১৩৬৩, পশ্চিম-দাগ নং. ১৩৫৮। দাগ নং. ২০৩৬ অনুসারে ঃ উত্তরে-দাগ নং. ১৩৬৫, দক্ষিণ-দাগ নং. ১২৯০, পূর্ব-দাগ নং. ১৩৭১ এবং পশ্চিম-দাগ নং. ১৩৬২। যার মালিকানা রয়েছে অনিমা মহাপাত্র নামে বাংলা বিক্রয় কোবলা অনুসারে, যার তারিখ ০৭.০৯.২০১৫, যার নং. হল ১১০৫০৬২২৪। | | | |

এতদ্বারা গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা, যা উপরিউল্লিখিত ব্যর্থ হয়েছে বকেয়া রাশি, নোটিস দেওয়া যায় উপরিউল্লিখিত গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কের স্বীকৃত আধিকারিক প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ যা উপরে বর্নিত রয়েছে ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারা উল্লিখিত তারিখে। গ্রাহক এবং সহ-গ্রাহক / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সম্পদ পুণরুদ্ধারে। উপরি উল্লিখিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিদার / বন্ধদাতা বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে এবং কোন ধরণের লেনদেন হলে উল্লেখিত সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক।

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ঃ ১৭.০৩.২০২৩ ও ১৮.০৩.২০২৩

স্বা /-অনুমোদিত আধিকারিক
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

# আমেদাবাদ টেস্টে সেঞ্চুরি উৎসাহ জুগিয়েছে বিরাটকে

**বেঙ্গালুরু, ২১ মার্চঃ** ১২০৫ দিন পর টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন বিরাট কোহলি। ২৭ থেকে ২৮তম সেঞ্চুরিতে আসতে ৪১ ইনিংস সময় লেগেছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের। খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। ২০১৯ সালের নভেম্বরে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে দিন রাতের টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন কোহলি। এরপর আর টেস্টে শতরান করতে পারেননি তিনি। মাঝে টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করে খরা কাটিয়েছিলেন বিরাট। সাড়ে তিন বছর পর টেস্টে সেঞ্চুরি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রানমেশিন। এবি ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে এক খোলামেলা আড্ডায় তেমনটাই জানান কোহলি। আরসিবিতে একসঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছর খেলার সুবাদে ডি'ভিলিয়ার্সের সঙ্গে বেশ ভালো বন্ধুত্ব রয়েছে বিরাটের। এক ইউটিউব চ্যানেলে এবিডির সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতেই আমেদাবাদ টেস্টের সেঞ্চুরির কথা জানান কোহলি। আমেদাবাদ

টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৬ রান করেন বিরাট। কঠিন সময় পেরিয়ে স্বমহিমায় ফেরার পর এবিডিকে কোহলি বললেন, ''আমরা দু'জনেই জানি টেস্ট ক্রিকেটের কী মাহাত্ম্য। দু'জনে একসঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছি। টি-টোয়েন্টি আর একদিনের ম্যাচে পারফর্ম করলেও, টেস্টে রান পাচ্ছিলাম না। সেই যন্ত্রণা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। তবে এটা ঠিক, অনেক কঠিন হার্ডল পেরিয়েই সাফল্য ধরা দেয়। টেস্ট এমন একটা ফরম্যাট, যেখানে ৭-৮ ঘণ্টা ধৈর্য ধরে ব্যাটিং করতে হয়। অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিপক্ষে কাজটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তবে এই কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটিং করতে বেশ উপভোগ করি।'' কোহলি আরও বলেন, ''আমি হয়তো ভদ্রস্থ রান পাচ্ছিলাম ঠিকই। তবে নিজের ব্যাটিং নিয়ে খুশি ছিলাম না। দেশের জন্য নিজের সেরাটা দিতে পারলে সবসময়ই ভালো লাগে। তবে আমি সবসময় বড় রান করার চেষ্টায় ছিলাম। আর সেটা না করতে পারায় অস্বস্তি আরও তাড়া করছিল। হোম হোক কিংবা অ্যাওয়ে, টানা ব্যর্থ হচ্ছিলাম। তবে যখনই সেঞ্চুরি করি, তখনই তা আমাকে শান্ত করে। একই সঙ্গে আরও একটা সেঞ্চুরি করার উৎসাহ পাই।''

## অ্যাস্টন ভিলা ছাড়ছেন না মার্তিনেস

**বুয়েনস আইরেস, ২১ মার্চঃ** বিশ্বকাপের সময় থেকে আলোচনায় উঠে এসেছেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস। অ্যাস্টন ভিলা কোচ উনাই এমেরির সঙ্গে সম্প্রতি মতবিরোধ হয় তাঁর। তার পর থেকে মার্তিনেসের ক্লাব ছাড়া নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। কিন্তু তিনি কি ক্লাব ছাড়বেন? এক সাক্ষাৎকারে মার্তিনেস বলেছেন, ''চাইলে এখন সহজেই ক্লাব পরিবর্তন করতে পারি। তবে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার পর থেকে আমার ফুটবলজীবন বদলে গিয়েছে। অনেক সাফল্য পেয়েছি। সব সময় বলেছি, এই ক্লাবের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই ক্লাবকে আমি ভালবাসি। আমার পরিবারও খুশি ক্লাব নিয়ে। আমার ছেলেও ফুটবল পাগল। ওর বয়স এখন ছয়ের কম। ক্লাবের অ্যাকাডেমিতে খেলা শিখছে। সব মিলিয়ে এখানে দারুণ সময় কাটাচ্ছি আমরা। আশা করি, আরও অনেক বছর এ ভাবেই কাটাতে পারব।''

**ক্রিকেটের বিশ্বায়ন!**

# মার্কিন মুলুকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, থাকছে আইপিএলের বিনিয়োগ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মার্কিন মুলুকেও শুরু হতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। আমেরিকায় জনপ্রিয় মেজর লিগ সকার। সেই জায়গা কি নিতে পারবে মেজর লিগ ক্রিকেট? তেমনটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে মেজর লিগ ক্রিকেটে আইপিএল দলগুলির বিনিয়োগ নিঃসন্দেহে নতুন দিক খুলে দেবে। সারা বিশ্বে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে লক্ষ্য, তার অনেকটাই পূরণ হতে পারে। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার আগে মেজর লিগ ক্রিকেট যেন একটা মঞ্চ তৈরি করে রাখবে। ছয় দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে চারটি দলই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ফ্র্যাঞ্চাইজির। যা ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্র চিরতরে পাল্টে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বছরই শুরু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগ। সেখানেও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির বিনিয়োগ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে ছয় দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। এর মধ্যে চারটি দলেই রয়েছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির বিনিয়োগ। কলকাতা নাইট রাইডার্স (লস অ্যাঞ্জেলস), চেন্নাই সুপার কিংস (টেক্সাস), মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (নিউ ইয়র্ক), দিল্লি ক্যাপিটালস (সিয়াটল অর্কাস)। বাকি দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি হল ওয়াশিংটন ফ্রিডম এবং সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্ন। যে দুটি দলে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির বিনিয়োগ নেই, ভারতের ছোঁয়া কিন্তু রয়েছে। এই দুটি দলের মালিকানা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ীর হাতেই। সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নের প্রধান বিনিয়োগকারী ভেঙ্কি হরিহরণ এবং আনন্দ রাজারমন। ওয়াশিংটন ফ্রিডমের মালিকানার বেশিরভাগ অংশ রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সঞ্জয় গোভিলের হাতে। সিয়াটল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের পাশাপাশি

বিনিয়োগ রয়েছে মাইক্রোসফট-এর সিইও সত্য নাডেলার। ড্রাফ্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ক্রিকেটারকে নিয়েছে মেজর লিগ ক্রিকেটের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। তালিকাটা হেলাফেলার নয়। রয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ, প্রোটিয়া তারকা কুইন্টন ডি'কক, অনরিখ নর্জে, ওয়ানিন্দ হাসারঙ্গা, মিচেল মার্শ, মার্কাস স্টইনিসের মতো তারকা ক্রিকেটাররা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস্কেটবল, বেসবলের মতোই ক্রিকেটেও ড্রাফ্ট সিস্টেম ব্যবহার হল। তবে বেসবল, বাস্কেটবল কিংবা মেজর লিগ সকারের মতো ক্রিকেটও ততটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের হাত ধরে নতুন দিক খুলতে পারে।

# রাহুলের ব্যাটিং নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ** দীর্ঘ খরা কাটিয়ে রানে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল। ওয়াংখেড়েতে প্রথম একদিনের ম্যাচে রাহুলের অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংসের সুবাদে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারায় ভারত। ১৮৯ রান তাড়া করতে গিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখান থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন কেএল রাহুল। সমস্ত সমালোচনার জবাব দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের হাল ধরেন। অপরাজিত ৭৫ রানের দুরন্ত ইনিংস উপহার দেন। যদিও দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ব্যর্থ হয় ভারতের ব্যাটিং বিভাগ। বুধবার সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচ। চেন্নাইয়ে শেষ একদিনের ম্যাচের আগে রাহুলকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া ভেঙ্কটেশ প্রসাদের। প্রথম একদিনের ম্যাচের পর রাহুলের ব্যাটিং নিয়ে টুইট করেছিলেন প্রসাদ। এরপর এক সংবাদমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে আরও অনেক প্রতিক্রিয়া দিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দু-ম্যাচে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাহুল। সে সময় তাঁকে সমালোচনায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন প্রসাদ। মুম্বইয়ে ম্যাচ জেতানো ইনিংসের পর টুইটে প্রসাদ লিখেছিলেন, 'চাপের মুখে দুরন্ত ইনিংস রাহুলের। অসাধারণ ব্যাটিং। যোগ্য সঙ্গত রবীন্দ্র জাডেজার।' এই টুইটের পর সমালোচনার মুখে

পড়েন প্রসাদ। মাঝে দীর্ঘ সময় ব্যাটিং ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন রাহুল। একটা ভালো ইনিংসেই প্রসাদের প্রশংসা দেখে অনেক ক্রিকেট অনুরাগীরাই একহাত নেন। যদিও বাইরের মন্তব্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না প্রাক্তন পেসার। রাহুলের প্রসঙ্গে প্রসাদ বলেন, ''কারও বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে যেটা অনুভব করি, সেটাই বলি। কেউ কেউ সেটাকে মেনে নেয়। কারও কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। শুধু কেএল রাহুল নয়, সরফরাজ খানকে নিয়েও আমি মন্তব্য করেছি এর আগে। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত পারফর্ম করে চলেছে সরফরাজ। আমার মন্তব্যকে অনেকেই গুরুত্ব সহকারে দেখে। আবার অনেকে সমালোচনা করে।'' দীর্ঘ কয়েক বছর জাতীয় দলে খেললেও সমালোচনার মুখে পড়েন কেএল রাহুল। সেই প্রসঙ্গে প্রসাদ বলেন, ''রাহুলকে আমি সম্মান করি, ভালোবাসি। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায় থেকে ওকে দেখছি। প্রায় ১৫ বছর ধরে ওকে খেলতে দেখছি। কর্ণাটক, এনসিএ কিংবা জাতীয় দল-বিভিন্ন জায়গায় ওর সঙ্গে কাজও করেছি। তবে এটা বলতেই হয়, ওকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ওর মধ্যে প্রতিভাও আছে অনেক। তবে সেই প্রতিভাকে ও এখনও ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। আমি নিশ্চিত, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ও আরও ভালো ব্যাটার হয়ে উঠবে। আমি কোনও খারাপ ভাবে বলছি না। যেটা মনে হয়েছে সেটাই বলছি।''

# সেরা টেস্ট একাদশে ভারতের তিন, নেই পাকিস্তানের কেউ!

**লন্ডন, ২১ মার্চঃ** বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগেই সেরা একাদশ ঘোষণা করল উইজডেন। ২০২১ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় পর্ব। উদ্বোধনী টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে ভারতীয় দল। সোমবারই শেষ হয়েছে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। এরপরই সেরা একাদশ বেছে নিল উইজডেন। ৭ জুন থেকে ওভালে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এ বছর টেবিলের এক নম্বরে শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভারত। ফাইনালের প্রায় তিন মাস আগেই টুর্নামেন্টের সেরা একাদশ ঘোষণা করল উইজডেন। এগারো জনের সেই দলে রয়েছেন ভারতের তিন ক্রিকেটার। যদিও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, কেএল রাহুলরা সেই দলে সুযোগ পাননি। উইজডেনের ঘোষিত সেরা একাদশে ভারতীয় দল থেকে রয়েছেন ঋষভ পন্থ, জসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাডেজা। এর মধ্যে পন্থ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলতে পারবেন না। কয়েক মাস আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভারতীয় তরুণ কিপার-ব্যাটার। ফিরে আসার প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছেন পন্থ। ধীরে ধীরে হাঁটাচলাও শুরু করেছেন ঋষভ। টুর্নামেন্টে ১২ ম্যাচে ৮৬৮ রান করেন পন্থ। ব্যাটিং গড় ৪৩.৪। ২টো সেঞ্চুরি আর ৫টা

হাফসেঞ্চুরি করেছেন বাঁ-হাতি কিপার-ব্যাটার। স্ট্রাইক রেট ৮১। ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরাও রয়েছেন একাদশে। তবে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই মাঠের বাইরে তিনি। কোমরের চোটে ভুগছেন বুমরা। অস্ত্রোপচারও হয়েছে। ১০ ম্যাচে ৪৫ উইকেট নেন ভারতীয় পেসার। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাওয়া যাবে না বুমরাকেও। এ ছাড়াও উইজডেনের সেরা একাদশে ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। ১২ ম্যাচে ৬৭৩ রান করেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার। ব্যাটিং গড় ৩৭.৩৮। বল হাতে নিয়েছেন ৪৩ উইকেট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এই একাদশে ঠাঁই হয়নি পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারের। প্রথম ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়ার ৪ ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন এগারো জনের দলে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক উইজডেনের বিচারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা একাদশ- উসমান খোয়াজা (অস্ট্রেলিয়া), দিমুথ করুণারত্নে (শ্রীলঙ্কা), মার্নাস লাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া), দীনেশ চণ্ডীমল (শ্রীলঙ্কা), জনি বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড), ঋষভ পন্থ (ভারত), রবীন্দ্র জাডেজা (ভারত), প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া), কাগিসো রাবাডা (দঃ আফ্রিকা), নাথান লিয়ঁ (অস্ট্রেলিয়া), জসপ্রীত বুমরা (ভারত)।

# ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের 'স্টার' বাছলেন অজি কিংবদন্তি

**সিডনি, ২১ মার্চঃ** আইসিসি ট্রফি এবং ভারতীয় দলের দূরত্ব। কবে মিটবে জানা নেই। অপেক্ষা ক্রমশ বাড়ছে। শেষ বার ২০১৩ সালে কোনও আইসিসি ট্রফি জিতেছিল ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ সালে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ এবং ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এরপর থেকে আইসিসি ট্রফি অধরা। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে বিদায় নেয় ভারত। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনালে দৌড় শেষ ভারতের। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে হার। উদ্বোধনী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও হার। সুযোগ যে আসেনি তা নয়, তবে ট্রফির সঙ্গে দূরত্ব মেটেনি। সামনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এ বছরের ঘরের মাঠে ওডিআই

বিশ্বকাপও রয়েছে। ২০১১ সালের পুনরাবৃত্তি কি হবে? বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে হয়ে উঠতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অজি কিংবদন্তি শেন ওয়াটসন। ২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ অবশ্য ভারত একক ভাবে আয়োজন করেনি। এ বার ভারতই একক ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। লক্ষ্য থাকবে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ ট্রফি জেতা। আর এ ক্ষেত্রে ভারতের 'স্টার' হয়ে উঠতে পারেন হার্দিক পান্ডিয়া। এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। একটি সাক্ষাকারে ওয়াটসন বলেছেন, ''আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করছে হার্দিক পান্ডিয়া। ওর মধ্যে বিশেষ প্রতিভা রয়েছে। অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। ফিটনেসের কারণে হয়তো টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাচ্ছে না, তবে ওর মধ্যে এই ফরম্যাটেও দাপট দেখানোর দক্ষতা রয়েছে।'' হার্দিক পান্ডিয়ারে এর আগেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন শেন ওয়াটসন। ওডিআই বিশ্বকাপে হার্দিক প্রসঙ্গে বলছেন, 'রোহিত শর্মার এই দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে হার্দিক পান্ডিয়া। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে টেকনিক এবং পাওয়ার। দুই-ই রয়েছে হার্দিকের। তেমনই বল হাতেও কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আমার মতে, বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে হার্দিক পান্ডিয়া। ভারতীয় দল একজন বিশেষ প্রতিভার অলরাউন্ডার পেয়েছে।''

# হুগো লরিসের শূন্যস্থান পূরণ, ফ্রান্স দলের নতুন অধিনায়ক এমবাপে

**প্যারিস, ২১ মার্চঃ** ক্লাব ফুটবলে সাময়িক বিরতি। ফোকাস এ বার দেশের জার্সিতে। শুক্রবার ইউরো কাপের কোয়ালিফায়ারে নামবে ফ্রান্স। তার আগে নতুন নেতার নাম ঘোষণা করল ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন। অধিনায়ক হিসেবে কিলিয়ান এমবাপেকে বেছে নিলেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ। গত জানুয়ারি মাসেই ফ্রান্সের জাতীয় দল থেকে অবসর নেন হুগো লরিস। জাতীয় দলের হয়ে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অধিনায়কত্ব করেছেন ফ্রান্সের গোলকিপার। ২০১৮ সালে লরিসের নেতৃত্বেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় ফ্রান্স। চার বছর বাদে রানার্স আপ হয় দেশঁর দল। ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় ফ্রান্স। তার কয়েক মাস বাদেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান ৩৬ বছরের গোলকিপার। লরিসের পর ফ্রান্সের ক্যাপ্টেন কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা চলছিলই। তবে দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন এমবাপেই। এ ছাড়া আঁতোয়া গ্রিজম্যানও ছিলেন চর্চায়। শেষ অবধি এমবাপেকেই বেছে নেওয়া হল। নতুন নেতা বাছতে কোচ দিদিয়ের দেশঁর সঙ্গে আলোচনায় বসে ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশন। সেখানে এমবাপের হাতেই ব্যাটন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দেশঁ। দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত ৬৬টা ম্যাচ খেলেছেন এমবাপে। বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে বিশ্ব ফুটবলে ইতিহাসও গড়েছেন। এ বারের বিশ্বকাপে ৮ গোল করে গোল্ডেন বুট পান ফরাসি সুপারস্টার। গত বার দেশের জার্সিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নও হন এমবাপে। গোটা টুর্নামেন্টে দুরন্ত ফুটবল

খেলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। এবারের বিশ্বকাপে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন এমবাপে। এ দিকে ফ্রান্সের সহ অধিনায়ক হলেন আঁতোয়া গ্রিজম্যান। গত ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর জাতীয় দলের হয়ে বুটজোড়া তুলে রাখেন রাফায়েল ভারানে। তাঁর পরিবর্তে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নেওয়া হল অ্যাটলেতিকো মাদ্রিদের অ্যাটাকার গ্রিজম্যানকে। শুক্রবার রাতে ক্যাপ্টেন হিসেবে এমবাপের অভিষেক হবে। মাত্র ২৪ বছরেই জাতীয় দলের নেতৃত্ব এমবাপের হাতে। ফ্রান্স ফুটবলের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হলেন তিনি। ওই দিন স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ইউরো ২০২৪ কোয়ালিফায়ারে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ফ্রান্স।

# 'হারের বদলা নেব', সেমিতে হারের জ্বালা এখনও ভোলেনি পাকিস্তান

**ইসলামাবাদ, ২১ মার্চঃ** ১২ বছর পর ফের ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। যদিও সে বার এককভাবে আয়োজক ছিল না ভারত। অক্টোবর-নভেম্বরের ওডিআই বিশ্বকাপের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই মনে পড়ে যাচ্ছে ২০১১ সালের কথা। সে বার ঘরের মাঠে দ্বিতীয়বারের জন্য ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ১১'র বিশ্বকাপ জুড়ে যেমন মেন ইন ব্লু-র সুখ স্মৃতি থাকলেও বুকে এখনও হারের দগদগে ক্ষত নিয়ে ঘুরছে পাকিস্তান। সে বার সেমির দোরগোড়া থেকে ফিরতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার সৌভাগ্য হয়নি সবুজ বাহিনীর। তেইশে এসে ২০১১ সালের হারের বদলা সুর পাক ক্রিকেটারের গলায়। একদিকে যখন ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ বয়কট করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন নজম শেঠিরা তখন সেদেশেরই ক্রিকেটারের গলায় বদলার হুমকি! ২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ দেখেছিল

ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ সেমিফাইনাল। ৩০ মার্চ মোহালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে মুখোমুখি হয় দুটি দল। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডের ২৬০ রান তোলে ভারত। মেন ইন ব্লু-র নড়বড়ে ব্যাটিংয়ের দিন ১১৫ বলে ৮৫ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। মোহালিতে সচিনের ব্যাটে আড়াইশো গণ্ডি পার করে ভারত। মিসবা উল হকের অর্ধশতরানের ইনিংস পাকিস্তানকে সেমিফাইনাল জেতানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ২৩১ রানে আটকে যায় পাক টিম। ২৯ রানে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। তাই বাবর আজমের কাছে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের একটাই অনুরোধ, '২০১১-র বদলা চাই'। শোয়েব বলেছেন, ''ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে চাই। ম্যাচটা মুম্বইয়ে হোক বা আমেদাবাদে। এ বার ২০১১ সালের বদলা নিতেই হবে। এর পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মতামত রাখতে নিষেধ করছেন শোয়েব। তাঁর পরামর্শ, অনেকে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে অনেকে নিজের মতামত দিচ্ছেন। দুটি দেশেরই প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনুরোধ করব অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। নরেন্দ্র মোদি সরকার সবুজ সিগন্যাল দিলে তবেই বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।''

# হারের দায় নিয়ে বিদায় নিলেন মান্ধানা

**মুম্বই, ২১ মার্চঃ** দলের ক্যাপ্টেন তিনি। হারের দায় এড়িয়ে যাবেনই বা কোথায়? ৩.৪ কোটি টাকার মেয়েদের প্রিমিয়র লিগের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানাকে মাথা নীচু করে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হল। প্লে অফ থেকে ব্যাঙ্গালোর আগেই ছিটকে গিয়েছিল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ছিল নেহাতই নিয়মরক্ষার। স্মৃতি-মান্ধানা, সোফি ডিভাইনদের লক্ষ্য ছিল জিতে টুর্নামেন্ট শেষ করার। সে গুড়ে বালি। অ্যামেলিয়া কের, ন্যাট সিবার ব্রান্টরা আরসিবিকে স্বল্প রানেই (১২৬) আটকে দেয়। মিলিত প্রয়াসে অনায়াসে সেই রান তুলে ফেললেন হরমনপ্রীত কৌররা। টুর্নামেন্টের ৮ ম্যাচে ২টিতে জয় ও ছয়টি ম্যাচে হার। মেয়েদের প্রিমিয়র লিগের প্রথম সংস্করণে

আরসিবির খারাপ পারফরম্যান্স। ছাপ ফেলতে ব্যর্থ স্মৃতি নিজেও। হারের দায় নিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন স্মৃতি মান্ধানা। মঙ্গলবারের ম্যাচ নিয়ে স্মৃতি বললেন, '১৩ থেকে ১৪ ওভার পর্যন্ত আমরা লড়াই করে গিয়েছি। আমি ক্যাচগুলো নিতে পেরে খুশি। এই সিজনের বিষয়ে বলব, যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম তা আমাদের পক্ষে যায়নি। ব্যাট হাতে আমার পারফরম্যান্স নিম্নমানের। তাই কিছুটা হলেও দায় আমাকে নিতেই হবে। শেষ দুটি ম্যাচে আমরা ভালো খেলেছি। আমরা কঠিন পরিশ্রম করব, নিজেদের কম্বিনেশন নিয়ে খাটব এবং পরের বছর শক্তিশালী হয়ে ফিরব।'' দলের তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন স্মৃতি। বিশেষ করে কণিকা ও শ্রেয়াঙ্কার। স্মৃতি বললেন, ''আমরা কয়েকজন ফর্মে থাকা তরুণ ক্রিকেটারকে পেয়েছি কণিকা এবং শ্রেয়াঙ্কার রূপে। যেভাবে ভয়ডরহীনভাবে ওরা খেলেছে এবং ক্যাপ্টেনকে খুশি করেছে। আশাও বেশ ভালো বল করেছে।'' এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাচ্ছিল ব্যাঙ্গালোর। এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বাধিক ৯৯ রানের ইনিংস খেলা সোফি ডিভাইন রান আউট হয়ে ফেরেন শূন্য রানে। স্মৃতি মান্ধানার ২৪ রান, এলিস পেরির ৩৮ বলে ২৯ এবং রিচা ঘোষের ১৩ বলে ২৯ রানের ক্যামিও ইনিংসে ৯ উইকেট হারিয়ে খাতায় ১২৫ রান তোলে আরসিবি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501